বিধির খেলা

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু রায় চৌধুরী

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্।
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

আশ্বিন ১৩৩০ সাল

মূল্য ১।• পাঁচসিকা মাত্র

প্রিণ্টার—শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী
কালিকা প্রেস
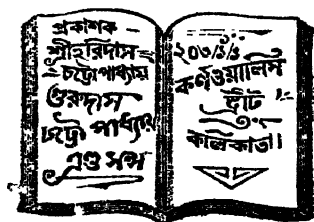
উৎসর্গ

হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু,

বঙ্গ সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক,

সুলেখক—

শ্রীযুক্ত বিজয় গোপাল বক্সী—

করকমলেষু—

ভাই বিজয়,

তোমার উৎসাহে উৎসাহিত না হইলে আজ আমি এ ক্ষুদ্র পুস্তকখানি প্রণয়ণে সমর্থ হইতাম কি না সন্দেহ! অন্য সকলে পুস্তকখানিকে যে চোখেই দেখুক না কেন, তুমি খুব ভালর চোখেই দেখিবে এবং আমার এ দান তোমার নিকট উপেক্ষিত হইবে না; বরং তুমি খুব হৃষ্টচিত্তেই গ্রহণ করিবে, এ বিশ্বাস আমার আছে। তাই পুস্তকখানি তোমার করকমলে সাদরে অর্পিত হইল।

—জিতেন—

নিবেদন।

সাহিত্যের বাজারে আজকাল উপন্যাসের ছড়াছড়ি। সুপাঠ্য, কুপাঠ্য কতই উপন্যাস কত স্থান হইতে প্রকাশিত হইতেছে। নানা ভাবের নানা উপন্যাস সকল প্রকাশিত হইতেছে দেখিয়া আজ আমি এই ক্ষুদ্র উপন্যাস খানি লিখিতে বা দশের সমক্ষে উপস্থাপিত করিতে সাহসী হইতেছি। এই সবে আমার নূতন উদ্যম, প্রথম চেষ্টা; সুতরাং যথেষ্ট ত্রুটী-বিচ্যুতি থাকিবারই সম্ভাবনা। সহৃদয় সুধীবর্গ পুস্তকখানিকে অনুগ্রহপূর্ব্বক একটু কৃপার চোখে দেখিলে এবং ইহার ত্রুটী-বিচ্যুতি সকল গ্রহণ না করিলেই সকল শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

'খুলনা' সাপ্তাহিকের সুযোগ্য, প্রবীন, বহুদর্শী সম্পাদক ও সত্ত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ রায় চৌধুরী বি-এ,—পরমারাধ্য পূজনীয় পিতৃব্য মহাশয় এই পুস্তকখানির আগাগোড়া দেখিয়া দিয়া আমাকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করিয়াছেন। তাঁহার ঋণ জীবনেও শোধ করিবার নহে। আজ এই শুভ মুহূর্ত্তে তাঁহার শ্রীচরণপল্লবে দীন হৃদয়ের ভক্তি অর্ঘ প্রদান করিতেছি।

আবাল্যের বন্ধু, সুহৃদ্বর শ্রীকালিপদ পৈ এই উপন্যাস খানি লিখিবার কালে নিজে যাচিয়া মধ্যে মধ্যে প্রায়ই দেখিয়া যাইতেন; তাহার একান্ত আগ্রহ দেখিয়াই উপন্যাস খানি আমি এত শীঘ্র শেষ করিতে সমর্থ হইয়াছি। তজ্জন্য তাহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

বিনীত—

বানিয়াখামার, খুলনা, ১৩৩০ সাল। } শ্রীজিতেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী

বিধির খেলা

এক

গ্রামের জমিদার কিশোরীবাবু একটা বড় রকমের মোকদ্দমায় জয়লাভ করিয়াছেন, তাই তাঁহার বাড়ীতে একটা উৎসবের ব্যাপার চলিতেছিল। মধ্যাহ্নে বন্ধু-বান্ধব মোসাহেবগণ পোলাও, কালিয়া প্রভৃতির যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। সন্ধ্যার পর বাই-নাচ হইবে; কলিকাতা হইতে নামজাদা বাইজী আসিয়াছে—লাবণ্যলহরী। সুগায়িকা লাবণ্যলহরী বঙ্গ বিখ্যাত; তাহাকে না চিনে কে? সারাটা গ্রামময় একটা হৈ হৈ পড়িয়া গিয়াছে;—বেলা চারিটা না বাজিতেই জমিদার বাড়ীতে লোক সমাগম হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল; জমিদার-ভবন অপূর্ব্ব আলোকমালায় সুসজ্জিত হইয়া কি এক মনোরম সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়া তুলিল। নাচ আরম্ভ হইবার আর অধিক বিলম্ব নাই; নৃত্যসভা লোকে লোকারণ্য। জমিদারবাবু যথারীতি পাইক বর্কন্দাজ দাঁড় করাইয়া দিয়াছেন, যাহাতে অধিক লোক ভিতরে প্রবেশ করিতে না পারে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইতেছে না; লোক আসা কিছুতেই বন্ধ করা যাইতেছে না। অবশেষে জমিদারবাবু হুকুম দিলেন—বাহিরের ফটক বন্ধ করিয়া দাও, নতুবা বাহিরের লোকে সভা পরিপূর্ণ হইলে, আমন্ত্রিত ভদ্রমণ্ডলীর বসিবার জায়গার সুবন্দোবস্ত হইবে কিরূপে? ফটক বন্ধ করা হইল কিন্তু তাহাতেও কিছু হইল না। প্রাচীর টপ্‌কাইয়া ভিতরে লোক আসিতে লাগিল। ক্রমে একটা গণ্ডগোলের সৃষ্টি হইয়া উঠিল। পাইক বর্কন্দাজদের প্রহার বেমালুম হজম করিয়াও সকলে লাবণ্যলহরীর অপূর্ব্ব নৃত্য-ভঙ্গিমা ও তাহার সুকণ্ঠ নিঃসৃত গীত-লহরী শুনিবার জন্য ব্যস্ত। এতদঞ্চলে লাবণ্যলহরীর নামের খ্যাতি যথেষ্ট পরিমাণে প্রসিদ্ধি লাভ করিলেও, তাহাকে দেখিবার অথবা তাহার অপূর্ব্ব নৃত্য-গীত শুনিবার, সুযোগ কাহারো ভাগ্যে বড় একটা ঘটিয়া উঠে নাই—তাই এত জনতা।

অতি কষ্টে গণ্ডগোল থামাইয়া যথাসময়ে নাচ আরম্ভ হইল। বন্ধু-বান্ধব মোসাহেব পরিবেষ্টিত জমিদার কিশোরীবাবু যথাস্থানে উপবিষ্ট হইলেন। অতিকরুণ মর্ম্মস্পর্শী কণ্ঠে একটা স্তুতি গীত গাহিয়া লাবণ্যলহরী সকলকেই একেবারে বিমোহিত করিয়া ফেলিল। সভায় যে জন-প্রাণী আছে এরূপ বোধ হইতেছিল না। চারিদিকই নীরব নিস্তব্ধ;

কোথাও টু শব্দটী নাই। সকলেই বিমুগ্ধ নেত্রে লাবণ্যলহরীর লাবণ্যশ্রীমণ্ডিত মুখপানে চাহিয়া ভাবাবেশে আত্মহারা!

গীত থামিয়া গিয়াছে; কিন্তু তখনও আত্মহারা দর্শকবৃন্দের কর্ণকুহরে তাহার মধুর মূর্চ্ছনা থাকিয়া থাকিয়া প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। সেই করুণ মর্ম্মস্পর্শী অপূর্ব্ব সঙ্গীত স্বর-লহরী থাকিয়া থাকিয়া যেন তাহাদের হৃদয় তন্ত্রীতে গিয়া আঘাত দিতেছিল। চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। সঙ্গীতে যে এতটা মাদকতা আনিতে পারে তাহা পূর্ব্বে কেহ জানিত না।

বাইজী লাবণ্যলহরীর নৃত্য কৌশলও অতি চমৎকার। নৃত্য-গীতে সে সকলকে একেবারে মাতাইয়া তুলিল। জমিদারবাবুর বন্ধু-বান্ধববর্গ তাকিয়া চাপড়াইয়া, পা দুলাইয়া, মাথা ঝাঁকাইয়া ও মৃদু মৃদু করতালি দিয়া যথাসম্ভব আসর গোলজার করিতেছিলেন। কেহ কেহ বাইজীকে বাহবা দিতেছিলেন, কেহ অর্থ-বৃষ্টি করিতেছিলেন;—বাইজী সাহেবা আশাতিরিক্ত স্বর্ণ রৌপ্য উপঢৌকন পাইতেছিল বলিয়া তাহার নৃত্য গীতও অন্য খুব ভাল হইতেছিল।

এইরূপে ঘণ্টা দুই অতিবাহিত হইবার পর জমিদারবাবু আসন ছাড়িয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া গেলেন। তিনি প্রৌঢ়,—এরূপ দু'ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টা এক স্থানে বসিয়া নৃত্য-গীতাদি শুনা তাহার অভ্যাস নয়, তবে অদ্য বাইজী লাবণ্যলহরীর নৃত্য-গীতাদি খুব ভাল লাগিতেছিল বলিয়া তিনি এতটা সময় তবুও বসিয়া ছিলেন, এখন ধীরে ধীরে উঠিয়া গেলেন। বন্ধু-বান্ধবগণও তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিলেন।

জমিদারবাবু উঠিয়া যাইবার অব্যবহিত পরই সেস্থানে অধিকার

[illegible] একটী দিব্যকান্তি যুবক ও তাহার সমবয়সী একদল পারিষদ আসিয়া।

যুবক জমিদারবাবুর একমাত্র বংশধর—নাম অমরেন্দ্রনাথ। সে কলিকাতায় থাকিয়া বি, এ, পড়ে; কয়েকদিন হইল বাড়ী ফিরিয়াছে। অমরেন্দ্রনাথের বিবাহ হইয়া গিয়াছে; কিন্তু পত্নী সুষমাময়ী খুব সুন্দরী নহেন। সুষমাময়ীর পিতা একজন খুব ধনীব্যক্তি; এই একটী মাত্র কন্যা ব্যতীত তাঁহার আর অন্য সন্তান সন্ততি ছিল না। তাই কিশোরীবাবু কন্যার রূপ গুণের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া সন্তানের ভবিষ্যৎ দেখিয়া ও আশাতিরিক্ত অর্থ পাইয়া, এই মেয়েটিকে পুত্রবধূ রূপে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি জানিতেন, সুষমাময়ীর পিতা দেবেন্দ্রবাবুর অবর্ত্তমানে তাঁহার অগাধ ধন-সম্পত্তির অধিকারী হইবে, তাঁহারই একমাত্র পুত্র অমরেন্দ্রনাথ। কিন্তু অমরেন্দ্রনাথ এ বিবাহে মোটেই সুখী হয় নাই। অর্থ মানুষের চিরদিনের নয়, হয় ত আজ আছে, কাল নাই, এই ত সে বিবাহে এতগুলি টাকা পণ পাইয়াছিল কয়দিন তাহা তাহার ভোগে আসিল? কিন্তু যাহাকে লইয়া আজীবন বসবাস করিতে হইবে, সেই যদি মনের মত না হইল, তবে সত্যই কি দুঃখের বিষয় নয়? প্রায় দু'বছরের অধিক হইল, অমরেন্দ্রনাথের বিবাহ হইয়াছে; কিন্তু বিবাহের পর সে আর একবারও শ্বশুরালয়ে যায় নাই বা সুষমাময়ীর সহিত কখন বড় একটা দেখা-সাক্ষাৎ করে নাই। সুষমাময়ী বৎসরের অধিকাংশ সময় পিত্রালয়ে অবস্থান করিত,—কখন কখন শ্বশুরালয়ে আসিলেও অমরেন্দ্রনাথের সহিত তাহার বড় একটা দেখা হইত না। অমরেন্দ্রনাথ বৎসরের অধিকাংশ সময় কলিকাতায় থাকিত, কিম্বা বাড়ীতে

থাকিলেও অমরেন্দ্রনাথ বড় একটা তাহার নিকট ঘেসিত না। দু'-একদিন না যাইতেই সে কলিকাতায় চলিয়া যাইত—একটা ওজর দেখাইয়া। বিবাহের পর প্রথম প্রথম সুষমাময়ী কাকুতি-মিনতি করিয়া অমরেন্দ্রনাথের নিকট পর পর কয়েকখানি পত্র দিয়াছিল; কিন্তু অমরেন্দ্রনাথ তাহার এক খানিরও উত্তর দেয় নাই। এখন সুষমাও আর পত্র লিখে না। এই রূপেই নবদম্পতীর দিন অতিবাহিত হইতেছিল।

কলিকাতার মেসে থাকিয়া কলেজে অধ্যয়ন কালে অমরেন্দ্রনাথের সহিত একটি ছেলের ক্রমে বেশ ভাব হইয়া উঠিয়াছিল—ছেলেটির নাম মোহিত। মোহিত লেখা পড়ায় ছেলে খুব ভালই, কিন্তু তাহার বাবুগিরীর উপর ঝোঁকটা ছিল একটু বেশী রকমের। এই বাবুগিরীর জন্য প্রতি মাসে সে বিস্তর টাকা ব্যয় করিত; চেহারাটাও তাহার বড় সুন্দর, বাবুগিরীতে বেশ মানাইত। সংসারে তাহার আপনার বলিতে কেহ ছিল না; গ্রাম্য সম্পর্কীয় একজন খুল্লতাত তাহার যে সামান্য বিষয় সম্পত্তি ছিল তাহার পর্য্যবেক্ষণ করিতেন ও মোহিতের মেস খরচ পাঠাইতেন। মোহিত পূর্ব্বেও কয়েকবার অমরেন্দ্রনাথের সহিত তাহাদের বাড়ীতে আসিয়াছিল, এবং এবারও আসিয়াছে। নৃত্য-সভায় উভয় বন্ধুতে গিয়া পাশাপাশি উপবেশন করিল এবং অন্যান্য কয়েকজন গ্রাম্য পারিষদ তাহাদের পশ্চাতে ও দুই পার্শ্বের স্থান অধিকার করিল। এই নবাগত যুবকের দল এত সময় সুযোগ অনুসন্ধান করিতেছিল যে কখন জমিদার বাবু আসন ত্যাগ করিবেন;—কারণ তাঁহার সাক্ষাতে নৃত্য-সভায় আসিয়া আসর গোলজার করিয়া বসাটা যে কতদূর সম্ভব তাহা তাহারা বেশ ভাল ভাবেই জানিত।

যুবকদলের এইরূপ হঠাৎ আবির্ভাব দেখিয়া লাবণ্যলহরী মনে মনে একটু কৌতূহলী হইয়া উঠিল। সে অপাঙ্গে একবার সকলের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া একটু মুচকি হাসিয়া মধুর কণ্ঠে একটী নূতন গীত আরম্ভ করিল। লাবণ্যলহরী গীত গাহিতেছিল, আর মধ্যে মধ্যে মোহিত ও তাহার পার্শ্বে উপবিষ্ট অমরেন্দ্রনাথের প্রতি চাহিয়া মোহন কটাক্ষ হানিতেছিল এবং থাকিয়া থাকিয়া মুচকি হাসিতেছিল। মোহিত অমরেন্দ্রনাথের কানের কাছে মুখ লইয়া অতি ধীরে ধীরে কহিল—"দেখ্‌ছো ভাই ব্যাপার খানা,—চোখ মেরে আর মুচ্‌কি হেসেই যে পাগল করে তুল্লে দেখ্‌ছি।"

অমরেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে মুখ তুলিয়া চাহিল, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে লাবণ্যলহরীও তাহার প্রতি চাহিয়া একটা মধুর কটাক্ষ হানিল। চারি চক্ষু মিলিত হইল,—অমরেন্দ্রনাথ মস্তক নত করিল; বাইজী সাহেবাও একটু মুচকি হাসিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইল।

মোহিত একটু হাসিয়া পুনরায় অমরেন্দ্রনাথের কানের কাছে মুখ লইয়া কহিল,—"কেমন দেখ্‌ছো ভাই!" অমরেন্দ্রনাথ খুব গম্ভীর অথচ ধীর কণ্ঠে কহিল,—"বেশ!"

বাইজী লাবণ্যলহরী পূর্ণ যৌবনা, রূপ তার অনিন্দ্য। সে পুরুষ গুলাকে ঠিক মেড়ার মতই মনে করিত। চোখের ইঙ্গিতে, মুচকি হাসিতে ও নৃত্য-গীতে সে সকলকে একেবারে পাগল করিয়া তুলিত। অমরেন্দ্রনাথ তাহার নৃত্য-গীত ও চোখের বাহাদুরী দেখিয়া সত্যই বড় আনন্দ অনুভব করিতেছিল। কিন্তু ক্রমে সে গম্ভীর হইয়া উঠিল। মনটা ক্রমেই যেন তাহার বিমর্ষ হইয়া উঠিতেছিল; সে উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া এক মনে

কি ভাবিতে লাগিল। নৃত্য-গীতে যেন তাহার মন যে কতদূর আকৃষ্ট করিতেছিল তাহা ঠিক বলা যায় না; সে চিন্তাক্লিষ্ট বদনে কিছু সময় বসিয়া থাকিয়া অবশেষে একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া, মোহিতকে বলিল,—"উঠ্‌লেম ভাই, ভাল লাগ্‌ছে না।" বলিয়াই সে উঠিয়া দাঁড়াইল। মোহিত সবিস্ময়ে কহিল,—"সে কি! এমন তোফা জিনিস ছেড়ে তুমি কোথা যাবে,—বস না?" "না ভাই, ভাল লাগছে না,—চল্লুম!" অমরেন্দ্রনাথ আর উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই মাতালের মত টলিতে টলিতে নৃত্য-সভা অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল। নৃত্য-গীত সম ভাবেই চলিতে লাগিল।

দুই

বেলা তখন দ্বিপ্রহর। জমিদার বাবুর বাগান বাড়ীর একটী সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে বসিয়া কয়েক ব্যক্তি নানারূপ গল্প গুজব ও হাসি-তামাসায় স্থানটীকে মুখরিত করিয়া তুলিয়াছিল। পার্শ্বের আর একটি কক্ষে একখানি পালঙ্কের উপর দুগ্ধফেননিভ সুকোমল শয্যায় বসিয়া একটি পরমা সুন্দরী যুবতী তাহার অনিন্দ্য সুন্দর দেহলতা একটি তাকিয়া বালিসের উপর এলাইয়া দিয়া অর্দ্ধ নিমীলিত নেত্রে চাহিয়া কি যেন কি একটা মধুর চিন্তায় আত্মহারা হইয়া উঠিতেছিল। দুষ্ট পবন সময় বুঝিয়া উন্মুক্ত বাতায়ন পথ হইতে আসিয়া যুবতীর কোমলাঙ্গে কোমল হস্তের মধুর প্রলেপ দিতেছিল ও থাকিয়া থাকিয়া যুবতীর সুবিন্যস্ত কেশদাম ও অঞ্চল প্রান্ত লইয়া কি এক মোহন ক্রীড়ায় নিমগ্ন হইতেছিল। দূরে বৃক্ষ শাখার ঘনান্তরালে বসিয়া একটি কোকিল প্রাণ মাতোয়ারা সুরে 'কুহু' 'কুহু' রবে ডাকিয়া বিরহী বিরহিণীদের প্রাণে বিরহ ব্যথা জাগাইয়া তুলিতেছিল। যুবতী কি চিন্তা করিতেছিল ঠিক বলা যায় না; কিন্তু তাহার অপূর্ব্ব সুন্দর মুখারবিন্দে থাকিয়া থাকিয়া একটা মধুর হাস্য-রেখা ফুটিয়া উঠিতেছিল, থাকিয়া থাকিয়া সে আনন্দে অধীর হইয়া উঠিতেছিল। যুবতী আপন ভাবে আপনি বিভোর, কোন দিকেই তাহার ভ্রূক্ষেপ ছিল না। এই সময়ে পার্শ্বের কক্ষ হইতে একব্যক্তি আসিয়া তাহাকে খবর

দিল যে,—একটি বাবু তাহার সহিত দেখা করিতে চান,--বাবুটী বাহিরে অপেক্ষা করিতেছেন। শুনিয়া যুবতী শশব্যস্তে উঠিয়া বসিল। একটু চিন্তিত ভাবে কহিল,—"কার সঙ্গে দেখা করতে চান, আমার সঙ্গে?"

আগন্তুক সংক্ষেপে কহিল,—"হ্যাঁ, তাইত বল্লেন তিনি।"

যুবতী কি একটু চিন্তা করিল। তারপর শান্ত কণ্ঠে কহিল,—"আচ্ছা তাঁকে এখানে নিয়ে এস।"

আগন্তুক চলিয়া গেল এবং অব্যবহিত পরেই একটী তরুণ যুবককে তথায় পৌছাইয়া দিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল। মনোরম পোষাক পরিচ্ছদের আভরণে ভূষিত যুবকটীকে বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল। তাহার পরিধানে একখানি সুন্দর সুকোচান ধুতি, গায়ে একটী বুটিদার পাতলা ফিরুফিরে পাঞ্জাবী, পায়ে একজোড়া ভেলভেট মণ্ডিত সেলিম সু, হাতে একখানি বাঁধান ছড়ি, চোখে একজোড়া সুন্দর চশমা; যুবকের মস্তকে সুলম্বিত তেড়ি, ও সুন্দর মুখখানিতে তরুণ গোপজোড়ায় তাহাকে বড়ই মানাইয়াছিল। যুবক কক্ষে প্রবেশ করিতেই, যুবতী উঠিয়া গিয়া সাদরে তাহাকে অভ্যর্থনা করিল। মধুর হাসিয়া কহিল,—"আসুন!"

যুবক প্রথমে যতটা উদ্যমের সহিত কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল, ততটা আর এখন রহিল না। সে যেন কেমনই একটু সঙ্কোচ বোধ করিতেছিল। যুবতী তাহা লক্ষ্য করিয়া একটু হাসিয়া পুনরায় কহিল,—"আসুন, এদিকে এসে বসুন।"

কক্ষটীর মধ্যস্থলে একখানি গোলাকার টেবিল ও তাহার চারি পার্শ্বে কয়েকখানি যথোপযুক্ত চেয়ার শোভা পাইতেছিল। যুবতী তাহা

হইতে একখানি একটু সরাইয়া দিয়া যুবককে বসিতে অনুরোধ করিল। যুবক বিনা বাক্যব্যয়ে বসিয়া পড়িল এবং কি যেন সে যুবতীকে বলিবার আশায় মুখ তুলিয়া চাহিল, কিন্তু পারিল না—তাহার যেন কেমনই সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল। সে ধীরে ধীরে মুখ নত করিল। যুবতী বোধ হয় যুবকের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়াছিল;—একটু হাসিয়া কহিল,—"কেমন লাগ্‌লো কাল আপনাদের?" সে যুবকের প্রতি একটা মধুর কটাক্ষ হানিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

যুবক থতমত খাইয়া গেল; মুখ তুলিয়া চাহিয়া কহিল,—"বেশ ভালই!"

যুবতী পূর্ব্ববৎ মৃদু হাস্যসহকারে কহিল,—"কাল প্রথমটা যেমন গোলমাল বেধে উঠলো, তাতে ভেবেছিলেন বুঝি গান লাগাতে পারবো না; কিন্তু ভগবানের কৃপায় ও আপনাদের আশীর্ব্বাদে শেষটায় বোধ হয় মন্দ হয়নি—কি বলেন?

যুবক উৎসাহিত কণ্ঠে কহিল,—"না, বেশ ভালই হোয়েছিল। কর্ত্তাবাবু ত খুবই সন্তুষ্ট হ'য়েছেন—বল্‌ছিলেন বক্‌শিস্‌ও—"

যুবতী কহিল,—"কি জানেন, আপনারা যে দশজনে সন্তুষ্ট হ'য়েছেন এই আমার যথেষ্ট বক্‌শিস।" কিছু সময় নীরব থাকিয়া পুনরায় কহিল,—"আপনাদের দেশে এর পূর্ব্বে আর কখন আসিনি—এই প্রথম; কিন্তু বেশ জায়গা বাস্তবিক আপনাদের এই দেশটা। পশ্চিমে আমি বহুদূর অবধি গিয়েছি, এ দিকটা সম্বন্ধে আমার কোন ধারণাই ছিল না। দেশে এমন সব জায়গা থাক্‌তে লোকে কেন যে বিস্তর টাকা পয়সা খরচ করে ওঁ ধূলো ধোঁয়া খেতে কল্‌কাতা সহরে গিয়ে বসবাস

করে তা আমি ঠিক বুঝিনে। সত্যি আমার কিন্তু বড় পছন্দ হ'য়েছে আপনাদের এই দেশটা !"

যুবক হাসিয়া কহিল,—"আমারো খুব পছন্দ হয় এদিকটা ;—আমার বাড়ী এখানে নয়, বর্দ্ধমান জেলায়। আমি এদের একজন অতিথি মাত্র।"

যুবতী বিস্মিত কণ্ঠে কহিল,—"আপনার বাড়ী এখানে নয় !"

যুবক ধীর কণ্ঠে কহিল,—"না।"

যুবতী কহিল,—"আচ্ছা, কাল আপনার পাশে ঠিক আপনারই বয়সী যে বাবুটী বসে ছিলেন ও খানিকটা বাদে উঠে গেলেন, তাঁর বাড়ীও কি এখানে নয় ?"

যুবক কহিল,—"হ্যাঁ, তার বাড়ী এখানেই বটে এবং তারই পিতা হ'চ্ছেন জমিদার কিশোরীবাবু।"

যুবতী। বটে ! আচ্ছা কি করেন তিনি, বাড়ীতেই থাকেন বুঝি ?"

যুবক। না, কল্‌কাতায় থেকে বি, এ, পড়ে এবং তার খাতিরেই আমার এখানে আসা।

যুবতী একটু হাসিয়া কহিল,—"ওঃ, তিনি আপনার বন্ধু বুঝি ;—একসঙ্গে পড়েন, না ?"

যুবক কহিল,—"হ্যা।"

বলা বাহুল্য যুবক পূর্ব্বোল্লিখিত মোহিত এবং যুবতী বাইজী লাবণ্য-লহরী। লাবণ্যলহরীর থাকিবার স্থান জমিদারবাবু তাহার এই বাগান বাড়ীতে করিয়া দিয়াছিলেন। গত সন্ধ্যায় লাবণ্যলহরীর নৃত্য-গীতে

সকলেই বিশেষ প্রীত হইয়াছেন ;—জমিদারবাবুর বন্ধু-বান্ধবগণের নিতান্ত ইচ্ছা যে আজকার দিনটাও তাহাকে লইয়া আমোদ প্রমোদ করিবেন, জমিদারবাবুও তাহাতে মত দিয়াছেন ; কিন্তু লাবণ্যলহরী তাহাতে কিছুতেই রাজি হয় নাই। অদ্যই রাত্রের ট্রেণে সে কলিকাতায় ফিরিবে এইরূপ স্থির হইয়াছে। মোহিত আসিয়াছিল তাহাকে অনুরোধ করিতে। কিন্তু লাবণ্যলহরীর আপত্তি দেখিয়া সে আর পীড়াপীড়ি করিল না।

ক্রমে লাবণ্যলহরীর সহিত মোহিতের বেশ আলাপ পরিচয় হইয়া গেল। লাবণ্যলহরীর মধুর ব্যবহার ও কথাবার্ত্তায় মোহিত সত্যই বড় সুখী হইল। কলিকাতার বাসার ঠিকানাটী দিয়া লাবণ্যলহরী মোহিতকে তাহাদের বাসায় মধ্যে মধ্যে যাইবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিল ; মোহিত তাহাতে স্বীকৃত হইয়া বিদায় লইল।

কলিকাতায় আসিয়া মোহিত অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া একদিন লাবণ্যলহরীর সহিত দেখা করিতে গেল। লাবণ্যলহরীর সুবৃহৎ সুসজ্জিত অট্টালিকা ও যথোপযুক্ত দ্বারবান প্রভৃতি দেখিয়া মোহিত একটু বিস্মিত হইল। ভিতরে প্রবেশ করিতে তাহার যেন কেমনই সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল,—যদি লাবণ্যলহরী তাহাকে অযত্ন করে, যদি সে তাহাকে না চিনে! মোহিত একটু ইতস্ততঃ করিল, ভিতরে যাইবে কি না! দুরু দুরু হৃদয়ে সে খানিকটা সময় দাঁড়াইয়া রহিল ; ভিতরে প্রবেশ করিবার ইচ্ছা যথেষ্ট থাকিলেও তাহার সাহসে কুলাইতেছিল না। কিন্তু এরূপ দাঁড়াইয়া থাকাও ত ঠিক নয়! মোহিত নিরাশ হৃদয়ে ধীরে ধীরে বাসায় দিকে ফিরিতেছিল ; এই

সময় বাড়ীর বেহারা আসিয়া কহিল,—"রাণী মা, আপনাকে উপরে ডাক্‌ছেন,—আসুন আমার সঙ্গে।"

মোহিত যন্ত্রচালিতের ন্যায় তাহার পশ্চাদনুসরণ করিল।

তিন

ত্রিতলস্থিত একটী সুন্দর সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে বসিয়া লাবণ্যলহরী মোহিতের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল; সে মোহিতকে রাস্তা হইতে আসিতে দেখিয়াছিল। মোহিত বেয়ারার সাহায্যে কক্ষদ্বারে উপস্থিত হইতেই লাবণ্যলহরী তাহাকে মধুর হাসিয়া সাদরে অভ্যর্থনা করিল। দুই একটী কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিবার পর লাবণ্যলহরী মোহিতকে জলযোগ করিতে অনুরোধ করিল; কিন্তু মোহিত স্বীকৃত হইতে চাহিল না। বলিল,—"আমি এখুনি খেয়ে আসছি!"

লাবণ্য লহরীও ছাড়িবার পাত্রী নহে। সে হাসিয়া কহিল, "তা খেয়ে এলেও একটু মিষ্টি মুখ করতে বা একটু জল খেতে কোন আপত্তি থাকতে পারে না, তবে এখানে বসে বা আমি দিচ্ছি বলে যদি আপনার খেতে কোন আপত্তি থাকে সে কথা স্বতন্ত্র!"

মোহিত লজ্জিত ভাবে বলিল,—"না না সে সব কিছু না!"

লাবণ্যলহরী হাসিয়া কহিল, "তবে আর কোন আপত্তিই আমি শুনছিনে।" বলিয়া সে বেয়ারাকে ডাকিয়া কি বলিয়া দিল। অব্যবহিত পরেই বেয়ারা এক থালা খাবার সহ ফিরিয়া আসিল। অগত্যা মোহিতকে কিছু জলযোগ করিতে হইল।

ইহার পর হইতে মধ্যে মধ্যে প্রায়ই মোহিতকে লাবণ্যলহরীর কুটিরে দেখা যাইত। কলেজের ছুটির পর সে বেড়াইতে যাইবার অজুহতে প্রায়ই বিকালে লাবণ্যলহরীর ভবনদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইত এবং

লাবণ্যলহরীর সহিত নানা রূপ কথাবার্ত্তা ও হাসি তামাসায় দু'তিন ঘণ্টা কাটাইয়া দিত। ক্রমে এমনই হইয়া পড়িল যে দিনান্তে একবার লাবণ্যলহরীর নিকট না আসিলে কিছুতেই যেন তাহার স্বস্তি বোধ হইতে চাহিত না। আহারে, বিহারে, শয়নে, স্বপনে, জাগরণে সর্ব্বদাই যেন তাহার মানস মুকুরে লাবণ্যলহরীর মধুর ব্যবহার, সুকণ্ঠ ও তাহার হাসিমাখা মধুর কথাবার্ত্তাগুলি ফুটিয়া উঠিত। লাবণ্যলহরী সত্যই মোহিতকে বড় যত্ন করিত; কোন দিন কোন কারণ বশতঃ মোহিত না আসিতে পারিলে লাবণ্যলহরী অভিমান করিত, আবার মোহিত একটু সাধিলে, দু' একটা মিষ্ট কথা বলিলে, মুহূর্ত্তে সে অভিমান কোথায় পলাইয়া যাইত। তখন উভয়ে মিলিয়া নানারূপ কথাবার্ত্তা, হাসি তামাসা ও গীত-বাদ্য লইয়া সময় অতিবাহিত করিত।

সেদিন কলেজ বন্ধ ছিল; দুপুরে আহারাদির পর মোহিত ভাবিল, সময়টা বিফলে কাটাইয়া দিয়া কোন লাভ নাই,—একবার লাবণ্যলহরীর নিকট হইতে ঘুরিয়া আসিলে ক্ষতি কি? সে দিব্য একটী বাবু সাজিয়া ধীরে ধীরে মেস হইতে বাহির হইয়া পড়িল এবং এ-রাস্তা ও-রাস্তা একটু ঘুরিয়া লাবণ্যলহরীর বাসায় গিয়া উপস্থিত হইল। লাবণ্যলহরী আহারান্তে আপনার শয্যায় পড়িয়া বিশ্রাম করিতেছিল। মোহিতকে দেখিয়া সে ঘুমের ভান করিয়া নীরবে চক্ষু মুদিয়া পড়িয়া রহিল। মোহিত তাহার শয্যা পার্শ্বে গিয়া বসিল,—একবার তাহার সুন্দর মুখ পানে চাহিল, সত্যই সুন্দরী বটে; এমন লাবণ্য মাখা মুখশ্রী খুব কমই দেখা যায়। মোহিত সজোরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইল, লাবণ্যলহরীকে ডাকিতে তাহার সাহসে কুলাইতেছিল না—যদি

সে অসন্তুষ্ট হয়! কি ভাবিয়া মোহিত আবার লাবণ্যলহরীর মুখপানে চাহিল, এই সুন্দর মুখখানি দেখিয়া দেখিয়া কিছুতেই যেন তাহার আশা মিটিতেছিল না, কিছুতেই যেন তাহার দৃষ্টি ফিরিতে চাহিতেছিল না। মোহিত নীরবে একদৃষ্টে অনেক সময় পর্য্যন্ত লাবণ্যলহরীর মুখপানে চাহিয়া রহিল, পরে ধীরে ধীরে শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সে আর একবার লাবণ্যলহরীর মুখপানে চাহিয়া, আর একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বিমর্ষ বদনে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিল;—লাবণ্যলহরী আর পারিল না, তাহার বড়ই হাসি পাইতেছিল, সে ফিক করিয়া খানিকটা হাসিয়া ফেলিল এবং উঠিয়া বসিয়া কহিল,—"ফিরে যাচ্ছেন নাকি?"

মোহিত চমকিয়া উঠিয়া পিছন ফিরিয়া চাহিল; বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, —"তুমি জেগে ছিলে?"

লাবণ্যলহরী হাসিয়া কহিল,—"কেমন মনে হয়, যাহোক খুব ধারণা শক্তি দেখ্‌ছি আপনার?"

মোহিত ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় তাহার শয্যা পার্শ্বে বসিল এবং মৃদু হাস্ত সহকারে কহিল,—"সত্যি, আমি বুঝ্‌তে পারিনি, তুমি জেগে ছিলে কি ঘুমিয়ে ছিলে?"

লাবণ্যলহরী কহিল,—"আজ যে এমন অসময়ে?"

মোহিত ইতস্ততঃ করিয়া কহিল,—"কলেজ বন্ধ তাই।"

"ও, তা'হলে দেখ্‌ছি আপনি আমাকে সত্যিই—" কথা অসম্পূর্ণ রাখিয়া লাবণ্যলহরী মোহিতের প্রতি চাহিয়া এমনি ভাবে চোখ ঘুরাইল ও মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিল, যাহা দেখিয়া মোহিত প্রাণে বেশ

একটু চাঞ্চল্য অনুভব করিল। একটু নীরব থাকিয়া লাবণ্যলহরী পুনরায় কহিল,—"আচ্ছা মোহিত বাবু, আপনি যে এখানে এসে থাকেন তা, আপনার বন্ধুটী কি কিছু খোঁজ রাখেন ?"

মোহিত যেন একটু লজ্জিত হইল ; মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে অধোবদনে কহিল,—"না।"

লাবণ্যলহরী মোহিতের নিকটে আসিয়া সরিয়া বসিল এবং ধীরে ধীরে মোহিতের হাতখানি নিজের কোলের উপর তুলিয়া লইল। তারপর মধু মাখা কোমল কণ্ঠে কহিল,—"একটা কথা বল্‌বো ?"

লাবণ্যলহরীর স্পর্শে মোহিতের সর্ব্বাঙ্গে যেন বিজলীর সাড়া দিতেছিল ; ইতঃপূর্ব্বে নানারূপ কথাবার্ত্তা হাসি-তামাসা করিলেও লাবণ্যলহরী কোনদিন তাহাকে স্পর্শ করে নাই। মোহিত কম্পিতকণ্ঠে কহিল, —"কি কথা ?" উত্তেজনায় তাহার শরীরের ভিতর যেন রী রী করিতেছিল, তাই তাহার কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া গেল।

লাবণ্যলহরী আরো একটু মোহিতের কোলের কাছে সরিয়া বসিল এবং ইতস্ততঃ তাহার আঙ্গুলগুলি লইয়া নাড়িয়া দিতে দিতে কণ্ঠস্বরে মাদকতা আনিয়া অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে কহিল,—"তুমি কি আমায় ভালবাস মোহিত বাবু, সত্যি বলো ?"

আবেগভরে মোহিত লাবণ্যলহরীর কুসুমপেলব শুভ্র হাতখানি নিজের মুঠার মধ্যে লইয়া প্রণয় গদগদ কণ্ঠে কহিল,—"লহরী, কি বল্লে তুমি,—আমি তোমায় ভালবাসি কি না তাই জিজ্ঞেস করছো !" কণ্ঠস্বর তাহার এমনি কাঁপিয়া গেল যে, সে আর কিছু বলিতে পারিল না। একটু নীরব থাকিয়া সে পুনরায় কহিল, "ভালবাসি কি না জিজ্ঞেস

করছো!" আবেগভরে সে লাবণ্যলহরীকে বুকের কাছে টানিয়া লইল; লাবণ্যলহরী কোন বাধা দিল না, কোনই আপত্তি করিল না।

প্রায় মাস দুই পরে আর একদিন রাত্রে মোহিতের সম্মুখে মদের গ্লাসটী ধরিয়া লাবণ্যলহরী সুরারাগ-রঞ্জিত নয়নযুগল ঘুরাইয়া আব্দারের স্বরে কহিল,—"এক চুমুক,—বেশী না এক চুমুক",—

"মাপ করো লহরী!"

লাবণ্যলহরী হাসিতে হাসিতে তাহার গায়ের উপর ঢলিয়া পড়িল ও গ্লাসের মদটুকু নিজে নিঃশেষ করিয়া আর এক গ্লাস বোতল হইতে ঢালিয়া কহিল,—"খাবে না?"

মোহিত ইতস্ততঃ করিয়া কহিল,—"তুমি যদি অসন্তুষ্ট না হও, তা' হ'লে —"

"তা' হ'লে খাওনা কেমন, নয়?" বলিয়া হিঃ হিঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল। তারপর সে গ্লাসও গলাধঃকরণ করিয়া বোতল হইতে আর এক গ্লাস ঢালিল, এবং গম্ভীর মুখে কহিল,—"না খেলে আমি নিশ্চয় অসন্তুষ্ট হবো জেনো,—খাও বলছি।"

মোহিত আর আপত্তি করিতে পারিল না, অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে গ্লাসে চুমুক দিল।

লাবণ্যলহরী যেন পর পর আরো কয়েক গ্লাস উদরসাৎ করিয়া মদিরা-জড়িত স্বরে কহিল,—"খাবে আর এক গ্লাস?"

সুরাদেবী তত সময় মোহিতের মস্তিষ্কে উঠিয়া আপন প্রভাব বেশ ভাল ভাবেই বিস্তার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সে জড়তাপূর্ণ কণ্ঠে কহিল,—"তা—দাও।"

লাবণ্যলহরী বোতল হইতে আর এক গ্লাস ঢালিয়া মোহিতের মুখের সম্মুখে ধরিল ;—মোহিত এক নিঃশ্বাসে তাহা পান করিল।

সেদিন রাত্রে মোহিত আর মেসে ফিরিল না। সমস্তটা রাত্রি মূর্চ্ছিতা-বস্থায় পড়িয়া থাকিয়া ভোর বেলায় যখন সে লাবণ্যলহরীর বাসা হইতে বাহির হইল, তখন শরীরটা তাহার বড়ই দুর্ব্বল বোধ হইতেছিল ; মেস অবধি যেন হাটিয়া যাওয়াই তাহার পক্ষে কষ্টকর হইয়া পড়িয়াছিল। সে এক খানি গাড়ি ডাকিয়া ধীরে ধীরে তাহাতে উঠিয়া বসিল।

চার

মোহিত মেসে ফিরিতেই সকলে তাহাকে নানারূপ প্রশ্নে একেবারে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। ছেলেদের মধ্যে প্রবোধ ছেলেটী কিছু বাচাল। সে কহিল—"কি হে মোহিত, কাল সারাটা রাত্রি কোথায় কাটিয়ে দিয়ে এলে?"

মোহিত কহিল,—"একজন আত্মীয়ের বাড়ীতে গিয়েছিলেম, তাই কাল আস্‌তে পারিনি!"

প্রবোধ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল,—"সে কি মোহিত, তোমার আবার আত্মীয়ের বাড়ী কবে হ'ল? এযে নূতন শুন্‌ছি!"

মোহিত অপ্রতিভ ভাবে কহিল,—"তা—ঠিক আত্মীয়ের বাড়ী নয়,—আমাদের দেশ থেকে একজন ভদ্রলোক এসেছেন—তাঁর ছেলের চিকিৎসার জন্যে, সেখানে গিয়েছিলেম!"

প্রবোধ কতকটা বিদ্রূপের ভঙ্গীতে কহিল,—"ও,—তিনি বুঝি কাল তোমায় আস্‌তে দিলেন না, কেমন মোহিত?"

মোহিত প্রফুল্ল মুখে কহিল,—"হাঁ ভাই, ঠিক বলেছ তুমি! ভদ্রলোক কিছুতেই ছাড়্‌লেন না আমায়।" এই সন্তুষ্টজনক কৈফিয়ৎটা দিতে পারিয়া মোহিত যেন হাঁফ্‌ ছাড়িয়া বাঁচিল।

প্রবোধ হাসিয়া প্রশ্ন করিল,—"ভদ্রলোকটী কোথায় বাসা করেছেন মোহিত?"

মোহিত আবার বিভ্রাটে পড়িল। ইতস্ততঃ করিয়া কহিল,—"তা জিজ্ঞেস করছো কেন?"

প্রবোধ পূর্ব্ববৎ হাসিয়া কহিল,—"তোমার কথার সত্যতা প্রমাণ করবার জন্যে।—"

মোহিত কহিল,—"এতে কি ক'রে সত্যতা প্রমাণ হ'বে?"

প্রবোধ কহিল,—"এই সোজা কথাটা আর বুঝ্‌লে না;—তুমি ভদ্রলোকের ঠিকানাটা বল্লে আমরা সেখানে গিয়ে অনুসন্ধান কর্‌বো যে, সেখানে তোমাদের দেশের কোন ভদ্রলোক আছেন কি না,—তখনি সব জানা যাবে!"

মোহিতের মুখখানি শুকাইয়া গিয়াছিল। বলিল,—"তা'হ'লে আমার কথায় কি তোমার বিশ্বাস হ'চ্ছে না।"

প্রবোধ হাসিয়া কহিল,—"সে ত' নিশ্চয়ই না।"

যতীন কহিল,—"আহা, কেন বেচারীকে বিরক্ত করছো প্রবোধ! যাও মোহিত, তুমি গিয়ে জামা কাপড় ছেড়ে ফেল। কাল বোধ হয় রাত্রে তোমার ভাল ঘুম হয়নি, চোখ মুখ যে একেবারে শুকিয়ে গেছে!"

যতীন ছেলেটি কিছু ধীর গম্ভীর; বয়সেও সে সকলের চাইতে কিছু বড়; মেসের মধ্যে আধিপত্যও ছিল তাহার যথেষ্ট; সকলে তাহাকে যতীন্‌দা' বলিয়া ডাকিত ও বেশ একটু খাতিরও করিত। মোহিত কহিল,—"হাঁ যতীনদা', কাল রাত্রে আমার মোটেই ঘুম হয়নি!" মোহিতের পদদ্বয় ঝী ঝী করিতেছিল, শরীরের ভিতর বড়ই দুর্ব্বল বোধ হইতেছিল; সে ধীরে ধীরে আপনার কক্ষে প্রবেশ করিয়া জামা কাপড় ছাড়িয়া ফেলিল, এবং একটু বিশ্রামের পর সকাল সকাল স্নান আহার সারিয়া আপনার শয্যায় গিয়া শুইয়া পড়িল। সেদিন মোহিত আর কলেজে গেল না; যতীনকে ডাকিয়া কহিল,—"যতীনদা, শরীরটা বড়

খারাপ ঠেক্‌ছে, আজ আর কলেজে যাবো না! পারো ত আমার ইংলিসের প্রেক্‌সিটা একটু দিয়ে দিও,—এমনি বোধ হয় পার্সেণ্টেজ্‌ সর্ট পড়্‌বে।"

যতীন হাসিয়া কহিল,—"আচ্ছা চেষ্টা কর্‌বো!"

ইহার পর হইতে মোহিতের প্রায়ই কলেজ কামাই হইতে লাগিল। ক্রমে মেসের ছেলেরা তাহার উপর সন্দেহ করিল। একদিন কথায় বার্ত্তায় অমরেন্দ্রনাথ তাহাকে কহিল,—"একটা গুজব শুন্‌ছি, তুমি নাকি কোথায় যাতায়াত আরম্ভ করেছ—কথাটা কি সত্যি?"

মোহিত অন্যান্য সকলের নিকট অস্বীকার করিলেও, অমরেন্দ্রনাথের নিকট মিথ্যা বলিতে পারিল না। বলিল,—"হাঁ সত্যি, গুজব নয়!"

অমরেন্দ্রনাথ চমকিয়া উঠিল। বলিল,—"সত্যি!"

মোহিত কহিল,—"হাঁ, সত্যি।"

নীরবে কি একটু চিন্তা করিয়া অমরেন্দ্রনাথ কহিল,—"কথাটা অনেকদিন থেকে শুন্‌ছি বটে, কিন্তু বিশ্বাস কর্‌তে পারিনি,—এখন দেখ ছি মিথ্যা নয়!"

মোহিত নীরবে মুখ নত করিল।

অমরেন্দ্রনাথ পুনরায় কহিল,—"তোমার এ অধঃপতন ক'দ্দিন ঘটেছে?"

মোহিত শুষ্ক হাসি হাসিয়া কহিল,—"তোমাদের বাড়ীতে বাইজীর নাচ হ'য়েছিল যেদিন,—মনে আছে?"

অমরেন্দ্রনাথ হঠাৎ অসম্ভব রকম গম্ভীর হইয়া উঠিল। বলিল,—"ও, তা'হ'লে তোমার প্রণয়িনী হ'চ্ছেন কি সেই বাইজী ঠাকরুণ?"

মোহিত কোন জবাব দিল না। অমরেন্দ্রনাথ কহিল,—"যা'হোক তা'হ'লে বাগিয়েছ দেখ্‌ছি মন্দ নয়! মদ-টদ একটু আদ্‌টু ধরেছ ত'?"

মোহিত একটু নির্লজ্জ হাসি হাসিল মাত্র, কোন উত্তর দিল না।

অমরেন্দ্রনাথ একটু থামিয়া কি একটু চিন্তা করিয়া পুনরায় কহিল,—"বড় দুঃখিত হ'চ্ছি তোমার এই অধঃপতনের কথা শুনে! একটা ঘৃণিতা পতিতা নারীর কুহকে পড়ে, তুমি যে এমনি ভাবে বিগ্‌ড়ে যাবে, এ আমি কোন দিন ধারণা কর্‌তেও পারিনি মোহিত! সত্যি, এমন মতিচ্ছন্ন কেন যে তোমার ঘটলো, বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে! একবার ভবিষ্যৎ জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করে দেখ দেখি মোহিত, ফলাফল কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে! মোহিত, এখনো সময় আছে, এখনো একটু সমঝে চল,—ও পথ ত্যাগ কর; নতুবা তোমার পরিণাম অতীব শোচনীয় এ কথা ঠিক জেনো। একটা নগণ্যা বেশ্যার মায়াজালে নিজেকে আচ্ছন্ন ক'রে, সংসার ধর্ম্ম সব বিসর্জ্জন দিয়ে, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিস্মৃত হ'য়ে, দিনে দিনেই যে তুমি অধঃপতনের চরম সীমায় গিয়ে উপনীত হবে, এ আমি কিছুতেই হ'তে দেব না মোহিত! আমি তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী,—বন্ধু; তোমার ভাল-মন্দ সুখ-দুঃখের প্রতি দৃষ্টি রাখা আমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, এবং সেই কর্ত্তব্যের খাতিরেই আজ তোমায় আমি অনুরোধ করছি, তুমি ওপথ ত্যাগ করো!"

মোহিত কাতরকণ্ঠে কহিল,—"মাপ করো ভাই, আজ যা বলো শুনতে রাজি আছি; কিন্তু আমায় ও অনুরোধটী ক'রো না তুমি! অন্যের কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু তোমার অনুরোধ বা নিষেধ উপেক্ষা করা আমার পক্ষে বড়ই কষ্টকর। তুমি আমার প্রকৃতই হিতকাঙ্ক্ষী, বন্ধু, তা' জানি, এবং

আমি যে পথে অগ্রসর হ'য়েছি, সেও খুব খারাপ তা'ও জানি ; কিন্তু কি কর্‌বো ভাই ! সব জান্‌ছি, সব বুঝ্‌ছি—"

বাধা দিয়া অমরেন্দ্রনাথ কহিল,—"তবে জেনে শুনে কেন এমন ক'রে জীবনটাকে উচ্ছন্ন দিতে বসেছ ?"

মোহিত কোন উত্তর দিল না। অমরেন্দ্রনাথ কহিল,—"যা'হোক, তোমায় এ বিষয় আর বেশী কি বল্‌বো ; তবে একটা কথা মনে রেখো, আমি তোমার ভালর জন্যে ছাড়া মন্দের জন্যে কোনো কথা বল্‌ছিনে। সময় আছে, এখনো ও-পথ ত্যাগ করো !"

উভয় বন্ধুতে মেসের একটী নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে বসিয়া এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছিল ; সহসা প্রবোধ আসিয়া তথায় প্রবেশ করিয়া কহিল,— "মোহিত, একখানা চিঠি আছে !" বলিয়া সে হাসিতে হাসিতে একখানি খামে আটা চিঠি বাহির করিয়া কহিল,—"চিঠিখানি লোক মারফৎ এসেছে,—এই নাও। লোকটী বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, ডাক্‌বো তাকে এখানে ?"

মোহিত শশব্যস্তে উঠিয়া গিয়া প্রবোধের নিকট হইতে চিঠিখানি লইয়া কহিল, "ডাক্‌তে হ'বে না, আমি নিজেই যা'চ্ছি,—কোথায় সে ?"

প্রবোধ কহিল,—"বাইরে, বারান্দায়।—কে লিখেছে চিঠিখানা ?"

মোহিত সে কথার কোন উত্তর না দিয়া ত্রস্তচরণে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

পাঁচ

কিশোরী বাবুর পত্নী ভবসুন্দরী সময় সময় স্বামীর নিকট দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিতেন,—"অমর আমার সবে একটী মাত্র ছেলে; সে যখন সুখী হ'তে পার্‌লে না, বৌমাকে কিছুতেই যখন তার মনে ধর্‌লো না, তখন তার আর একটা বিয়ে দাও।" সত্যই অমরেন্দ্রনাথকে তিনি বড় ভালবাসিতেন ও স্নেহ করিতেন। অমরেন্দ্রনাথ যে বিবাহে সুখী হইতে পারে নাই এবং পত্নীটী যে মোটেই তাহার মনের মত হয় নাই, ভবসুন্দরী তাহা বেশ বুঝিতেন। পুত্রের সুখ-শান্তিতেই তাঁহার সুখ-শান্তি; পুত্র যখন এ বিবাহে সুখী হইতে পারিল না, তখন তিনিও সুখী হইতে পারিলেন না। ভবসুন্দরী প্রথমে ভাবিয়াছিলেন, হয়ত কিছুদিন গেলে পুত্র আর তখন বৌমাকে অপছন্দ করিবে না, ক্রমে উভয়ের মধ্যে মেলা-মেশা হইয়া যাইবে। কিন্তু তাহা যখন আর সম্ভব হইল না, পুত্র যখন বৌমার ছায়া মাড়াইতেও দ্বিধা বোধ করিতে লাগিল, তখন তিনি সত্যই বড় চিন্তিতা হইলেন। তাই স্বামীর নিকট মধ্যে মধ্যে ঐরূপ অনুরোধ করিতেন।

কিশোরী বাবু তাহা শুনিয়া হাসিয়া বলিতেন,—"তাও কি সম্ভব গিন্নী! ছেলের একটা কেন, দশটা বিয়েও দেওয়া যায়; কিন্তু আমি যা' করেছি, তা এখন না বুঝ্‌লেও, পরিণামে অমর বুঝ্‌বে যে, তার পিতা ভবিষ্যতের পথ কতখানি তার উজ্জ্বল ক'রে রেখেছেন। রূপ যৌবন মানুষের চিরদিনের নয়;—দু'দিন বাদে ওদের মধ্যে মেলামেশা হ'য়ে যাবে। তখন বৌমার বাপের অতবড় সম্পত্তিটা আর অতগুলি

টাকার একমাত্র অধীশ্বর হবে আমারই পুত্র অমর! তখনকার ভাবনাটা একবার ভেবে দেখো দেখি গিন্নী! তা' যদি ভাব্‌তে, তা'হ'লে আর পুত্রের দ্বিতীয়বার বিয়ের কথা বল্‌তে না।"

ভবসুন্দরী কহিতেন,—"কেন, পুত্রের দ্বিতীয়বার বিয়ে দিলে যে ও সমস্ত হাতছাড়া হ'য়ে যাবে এর কি মানে! বৌমার পিতা কি তাঁর ধন-সম্পত্তি সব মেয়েকে দিয়ে যাবেন না;—তার ত ঐ একটী মাত্র মেয়ে।"

কিশোরী বাবু হাসিয়া কহিতেন,—"তা' দিয়ে গেলেই বা কি, না গেলেই বা কি?"

ভবসুন্দরী কহিতেন,—"তার মানে? বৌমাকে যদি তাঁর বাপ দিয়ে যান, তা'হ'লে কি তা' আমার ছেলেরই হ'ল না?"

কিশোরী বাবু আবার হাসিয়া উঠিতেন। কহিতেন,—"ঐখানেই যে তোমার ভুল হ'চ্ছে। মনে করো, ছেলের যদি আমি আবার বিয়ে দি, তখন বৌমার সঙ্গে কি তার আর সদ্‌ভাব থাকবে? এখনই নেই, তখন ত কিছুতেই থাক্‌তে পারে না। কাজেই বৌমার বাপ তাকে দিয়ে যান আর নাই যান, তাতে তোমার ছেলের কিছু এসে যাবে না। ছেলে তখন তোমার সে ধন-সম্পত্তির প্রত্যাশাও রাখ্‌বে না,—তার যে তখন নূতন সংসার। আর বৌমাই বা তা দেবেন কেন যদি সদ্‌ভাব না থাকে;—কেমন বুঝেছ এবার?"

ভবসুন্দরী কহিতেন,—"গোড়ায় যে তোমার এতখানি স্বার্থ নিহিত র'য়েছে, তা আমি আগে ঠিক বুঝ্‌তে পারিনি!—"

কিশোরী বাবু কহিতেন,—"শুধু স্বার্থ নয়, এ কর্ত্তব্য। ছেলের ভবিষ্যৎ যাতে ভাল হয়, সেদিকে কি পিতার দৃষ্টি রাখা উচিত নয়? আর মনে

করো, আমার এতে কি স্বার্থ আছে,—আমি ক'দিন ? ছেলে এখন যদিও বা খুব সুখী হ'চ্ছে না,—দু'দিন বাদে হ'বে এ আমি নিশ্চয় বল্‌ছি।"

ভবসুন্দরী কহিতেন,—"তেমন ত মনে হয় না। দু' বছরের উপর হ'তে চল্‌ল বিয়ে হ'য়েছে—আজও পর্য্যন্ত সে বৌমার সঙ্গে দু'টী কথাবার্ত্তা বল্লে না বা একখানি চিঠি লিখ্‌লে না, এমন কি বৌমা এখানে থাকলে সে বাড়ীতে অবধি আস্‌তে চায় না। ছেলের মনেই যদি সুখ-শান্তি না থাকলো, তবে বিষয়-সম্পত্তি ধন-দৌলতে কি হবে বলো ?"

কিশোরী বাবু গম্ভীরমুখে বলিতেন,—"তুমি যে বুঝেও বুঝবে না গিন্নী, এটা বড় দুঃখের বিষয় ! ছেলের বিয়ে দিতে চাচ্ছ, দাও ;—কিন্তু পরিণাম যে বড় সুবিধে হ'বে না, তা' আমি ব'লে রাখ্‌ছি !"

ভবসুন্দরী তখনকার মত নিরস্ত হইতেন। কিন্তু স্নেহান্ধ জননী পুত্রের ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া, বর্ত্তমান সুখ-দুঃখ বিবেচনা করিয়া প্রায়ই স্বামীর নিকট এইরূপ পুত্রের দ্বিতীয়বার বিবাহ দিবার জন্য বার বার অনুরোধ করিতেন। কিশোরী বাবু তাঁহাকে নানারূপ বুঝাইতেন, কিন্তু তখনকার মত ক্ষান্ত হইলেও কিছুদিন যাইতে না যাইতে আবার তিনি অনুরোধ করিতেন। অবশেষে কিশোরী বাবু পত্নীর নিতান্ত আগ্রহ দেখিয়া ও অনুরোধে পড়িয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও পুত্রের দ্বিতীয়বার বিবাহ দিতে স্বীকৃত হইলেন। বলিলেন,—"ছেলের যদি মত থাকে, তা'হলে তোমরা মেয়ে দেখো ;—আমার কোন আপত্তি নেই।"

ভবসুন্দরী সেইদিনই লোক নিযুক্ত করিলেন—কোথায় সুন্দরী মেয়ে পাওয়া যায়।

ছয়

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। অসংখ্য নক্ষত্র পরিবেষ্টিত চন্দ্রমাদেবী সুনীল গগনমার্গে বিরাজ করিতেছে; তার শুভ্র সুবিমল কিরণ-জাল ধরাবক্ষে নিপতিত হইয়া কি এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে। জ্যোৎস্নালোক-পরিস্নাত বৃক্ষাদি মৃদু মৃদু পবন ভরে ইতস্ততঃ দোলায়মান—যেন আনন্দে অধীর হইয়া তাহারা হেলিয়া দুলিয়া পরস্পর পরস্পরের নিকট কতই না হর্ষ প্রকাশ করিতেছে! সুন্দর জ্যোৎস্নালোক দেখিয়া দিবভ্রমে দুই একটী পক্ষী আপন আপন নীড়ে বসিয়া উল্লাসভরে স্ব স্ব কণ্ঠের মধুর তান অশ্রান্ত বর্ষণ করিতেছে। অরণ্যানীর মধ্য হইতে অসংখ্য ঝিল্লিরব শুনা যাইতেছে—যেন তাহারাও এই সুন্দর জ্যোৎস্নালোক দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠিয়াছে, তাই অব্যক্ত ভাষায় হৃদয়ের অসীমানন্দ ব্যক্ত করিয়া স্থানটীকে মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে। জমিদার কিশোরী বাবুর আমল-ধবল সুবৃহৎ অট্টালিকাটীর উপর শুভ্র চন্দ্রালোক পতিত হওয়ায় তাহার সৌন্দর্য্য যেন শতগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। অট্টালিকাটীর দ্বিতলস্থ কক্ষ সমূহের সম্মুখভাগে একটী সুন্দর বারান্দা। বারান্দাটী আচ্ছাদন শূন্য;—চারি পাশে রেলিংএ ঘেরা। রেলিংএর পাশ দিয়া টবে টবে গোলাপ, বেল, জুঁই, মল্লিকা,

হেনা প্রভৃতি নানাবিধ সৌখীন ও সুগন্ধ-ভরা পুষ্পবৃক্ষরাজি স্তরে স্তরে সজ্জিত। বারান্দাটীর একস্থানে একখানি সুন্দর আসন বিছান রহিয়াছে। আসনোপরি একটী শ্যামাঙ্গী যুবতী উপবিষ্টা। যুবতী শ্যামাঙ্গী হইলেও কুৎসিতা নহে। সে এক মনে জ্যোৎস্নাগর্ব্বিত সুনীল আকাশ পানে চাহিয়া ভাবিতেছিল, "হায়, এ সবি বৃথা! ঐ যে আকাশে চাঁদ হাসিতেছে, ঐ যে পুষ্পরাজি তার সুমধুর সৌরভ চারিদিকে বিতরণ করিতেছে, ঐ যে ধীরে ধীরে মলয় সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে—এ সবই কি বিফল নয়? জীবনে যাহার সুখ নাই, শান্তি নাই, জন্মিয়া অবধি যে দুঃখ বৈ সুখ কাহাকে বলে জানিল না, তাহার আবার এ সবে কাজ কি? পিতার অগাধ ধন-সম্পত্তি থাকিলেও আমি কোন দিনের তরেও সুখী নই। বাল্যকালেই মাতৃহারা; মাতৃস্নেহ কাহাকে বলে তাহা কোন দিনের তরে জানিলাম না, বুঝিলাম না। পিতা অবশ্য যথেষ্ট ভালবাসিতেন, স্নেহ করিতেন, এবং তাঁর ঐ ভালবাসা ও স্নেহটুকু লাভ করিতে পারিয়াছিলাম বলিয়াই আজ আমি জীবন ধারণে সক্ষম। একমাত্র পিতৃদেব ব্যতীত এই সারাটা পৃথিবীর মধ্যে আমাকে যে আর কেহ এতটুকুও স্নেহের চোখে দেখে এমন ত মনে হয় না। আমি জন্মগ্রহণ করিবার দিন পনের পরেই মাতৃদেবী আমার স্বর্গারোহণ করিলেন, তাই তখন হইতেই সকলে আমাকে 'মা-খেকো' প্রভৃতি সম্ভাষণে ভূষিত করিত। তারপর একবার মাতুলালয়ে গিয়াছিলাম। দিদিমা আমাকে বড়ই যত্ন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু আমি যাইবার পর সপ্তাহখানেক না ঘুরিতেই দিদিমার সবে একটী মাত্র পুত্র—স্নেহের দুলাল আকস্মিক রোগাক্রান্ত হইয়া সকলকে অকূল শোকসাগরে

ভাসাইয়া কোন এক অজানা দেশের উদ্দেশে গমন করিলেন। সেই শোকে মুহ্যমানা মাতুলানীও কয়েক মাস রোগে ভুগিয়া অবশেষে স্বামীর উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। সেখান হইতে 'অলক্ষণা' প্রভৃতি ভূষণে ভূষিত হইয়া পুনরায় পিতার স্নেহের কোলে ফিরিয়া আসিলাম। ইহার পর আর একবার পিতা আমাকে লইয়া তাঁহার একটী বন্ধুর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিলেন;—বন্ধুটী ঠিক সেইদিনই হঠাৎ সন্ন্যাসরোগে মারা গেলেন। দোষ পড়িল কিন্তু আমার উপর। এইরূপে আমি প্রায় সকলেরই বিষদৃষ্টে পতিত হইতে লাগিলাম। পিতার অগাধ ধন-সম্পত্তি ছিল বলিয়া সম্মুখে কেহ কিছু না বলিলেও, সকলে আমাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিত তাহা আমি বেশ বুঝিতাম। তারপর পিতা আমাকে যদিও বা সৎপাত্রে অর্পণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কপালদোষে তাহাতেও আমি সুখী হইতে পারিলাম না। নারীর প্রধান সম্পদ্ হইতেছে স্বামীর স্নেহ-ভালবাসা লাভ করা। কিন্তু আমি সে সুখে একেবারেই বঞ্চিতা। বিবাহের পর ভাবিয়াছিলাম, রূপবান গুণবান স্বামী পাইয়াছি, আর আমার কিসের দুঃখ,—বুঝি এতদিনে কপাল ফিরিল! কিন্তু হায়! বিধি বাম, সে সুখ-কল্পনা আকাশ-কুসুমে গিয়া পরিণত হইল। আবার শুনিতেছি, স্বামী দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ করিবেন;—সতীনের ঘর করিতে হইবে, ইহা যে কোন দিন কল্পনা করিতেও পারি নাই। হায় ঈশ্বর, করুণাময়! তুমি আমায় সব দিয়াও যে কিছু দেও নাই! আমার সব আছে,—কিন্তু কিছুই নাই। জন্মিয়া অবধি দুঃখই আমার একমাত্র সঙ্গের সাথী, আজীবন দুঃখের বোঝা বহিতেই কি তুমি আমায় সংসারে পাঠাইয়াছিলে ভগবান! আর যদি

তাহা হয়, ভালই ; কিন্তু দুঃখ বহিবার ক্ষমতাটুকুও ঐ সঙ্গে অর্পণ করিও ঈশ্বর! যত বড় দুঃখই হোক না কেন, সব যেন আমি মাথা পাতিয়া লইতে পারি, অবিচলিত হৃদয়ে সব দুঃখই যেন আমি বহন করিতে সক্ষম হই।" অজ্ঞাতে তাহার নাসিকা ছিদ্র হইতে সজোরে একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। সে কি ভাবিয়া ভগবৎচরণ-উদ্দেশে যুক্ত করে একটী প্রণাম করিল। ঠিক সেই সময় দূরবর্ত্তী পথ হইতে কে একজন পথিক নৈশ প্রকৃতির বিরাট নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া মধুর কণ্ঠে গাহিতে গাহিতে যাইতেছিল,—

"অভয়ার অভয় পদ কর মন সার।
ভব ভয় সব দূরে যাবে রে তোমার॥
অকর্ম্ম জনিত ভয়, যদি ভোগাধীন হয়;
ভয় হরা তারা নামে পাইবে নিস্তার॥
ভ্রান্তিযুক্ত শ্রান্তিহীন, হেলায় হারালে দিন,
এখনো কর বিধান মনরে আমার
আদিভূতা সনাতনী চরণ কররে ধ্যান।
না হইও অকিঞ্চন অকিঞ্চনে বন্ধ আর॥"

পথিক গাহিতে গাহিতে পথ অতিক্রম করিতেছিল। ক্রমে তাহার মধুর কণ্ঠ ধীরে ধীরে বিলীন হইয়া গেল। যুবতী আর একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কি ভাবিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সঙ্গীতটীর মধুর মূর্চ্ছনা তখনও তাহার কর্ণকুহরে আসিয়া ধ্বনিত হইতেছিল, পথিকের মধুর কণ্ঠের মধুর সঙ্গীতে তাহার প্রাণে কি এক নবীনভাব জাগাইয়া তুলিয়াছিল। যুবতী ভাবিল, 'অভয়ার অভয় পদ সার করলে কি ভব ভয় আর থাকবে

না ?' কক্ষস্থিত একটী টিক্‌টিকি এই সময় 'ঠিক্ ঠিক্' রবে ডাকিয়া উঠিল ;—যুবতী একটু চমকিয়া উঠিল !

আরও কিছু সময় সেইস্থানে দাঁড়াইয়া থাকিয়া অবশেষে যুবতী ধীরে ধীরে সম্মুখের রেলিংএর দিকে অগ্রসর হইল। আপনার মৃণাল বাহুযুগল রেলিংএর উপর ন্যস্ত করিয়া সে একবার সম্মুখের দিকে চাহিল। জ্যোৎস্না-প্লাবিত ধরণী-বক্ষে সু-উন্নত বৃক্ষরাজি দর্প-ভরে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া প্রকৃতি রাণীর শোভা বর্দ্ধন করিতেছিল। দূরে মহেশ বাড়ুযোর কুটীরমধ্যে একটী দেউটির আলো জলিতেছিল,—বাতায়ন পথ হইতে তার রশ্মি-প্রভা দেখা যাইতেছিল, কিন্তু উজ্জল জ্যোৎস্না লোকের নিকট তাহা বড়ই ম্লান—বড়ই হীনপ্রভ বলিয়া মনে হইতেছে। যুবতী তন্ময়-চিত্তে এই সমস্ত দেখিতেছিল, এই সময়ে কে একজন অতি ধীরে, অতি সন্তর্পণে আসিয়া তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইল। যে আসিল, সেও রমণী—যুবতী। তাহাকে দেখিলে বাড়ীর পরিচারিকা বলিয়াই মনে হয়। তবে বয়সের গুণে ও চেহারার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হেতু তাহাকে নিতান্ত মন্দ দেখা যায় না। সে নীরবে কিছু সময় দাঁড়াইয়া রহিল ; তারপর কি ভাবিয়া যুবতীর আরো একটু নিকটে গিয়া সরিয়া দাঁড়াইল, এবং যুবতীর অঞ্চল প্রান্ত ধরিয়া মৃদু আকর্ষণ করিয়াই বসিয়া পড়িল।

যুবতী চমকিয়া উঠিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিয়াই হাসিয়া ফেলিল। বলিল ;—"মোক্ষদা,—তুই ! বাপ্‌রে আমি যে একেবারে চম্‌কে গেছি।"

মোক্ষদা হাসিয়া কহিল,—"দিদিমণি, তুমি একলাটী হেথা দাঁড়িয়ে আছ, ভয় কর্‌ছে না ? ধন্যি সাহস কিন্তু তোমার !"

যুবতী কহিল,—"ভয় কিসের মোক্ষদা! এমন চাঁদিনী রাত্তির, কেমন সুন্দর বাতাস বইছে,—"

মোক্ষদা কহিল,—"সত্যি দিদিমণি, বড় সুন্দর জোৎস্না উঠেছে কিন্তু!" একটু থামিয়া মোক্ষদা কি ভাবিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল,—"আচ্ছা দিদিমণি, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো—?"

যুবতী কহিল,—"কি কথা জিজ্ঞেস করবে মোক্ষদা?"

মোক্ষদা একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল,—"শুনছি, নাকি এঁরা দাদাবাবুর আবার বিয়ে দেবেন!—"

যুবতী ম্লান হাসি হাসিয়া কহিল,—"ও—এই কথা! তা সেই রকমই শুনছি বটে!"

কিছু সময় নীরবে কাটিবার পর, মোক্ষদা বিমর্ষকণ্ঠে কহিল,—"সে কি ভাল হবে!"

যুবতী কহিল,—"কি ভাল হবে মোক্ষদা?"

"এই দাদাবাবুর আর একটা বিয়ে করা!—"

"কেন মোক্ষদা, মন্দ কি হবে?"

"মন্দ কি হবে জিজ্ঞেস্ করছো দিদিমণি! দু' বিয়ে করে কেউ কখন সুখী হ'তে পেরেছে, শুনেছ?"

"তবে লোকে তা' করে কেন?"

"লোকে তখন তা' বোঝে না বলেই করে।—"

যুবতী হাসিয়া উঠিল। বলিল,—"তা—তুমি তোমার দাদাবাবুকে বেশ করে বুঝিয়ে দিও—কেমন?"

মোক্ষদা দৃঢ়স্বরে কহিল,—"ঠাট্টা করুছো দিদিমণি! আচ্ছা দেখো, বুঝিয়ে দিই কি না।"

যুবতী ত্রাস-কম্পিত-কণ্ঠে কহিল,—"না মোক্ষদা, ও সব পাগ্‌লামী কর্‌তে যেও না কিন্তু ?"—

মোক্ষদা হাসিয়া কহিল,—"কিছু পাগ্‌লামী কর্‌তে যাবো না দিদিমণি, তুমি নিশ্চিন্ত থাক। দেখো, কেমন কৌশলে দাদাবাবুর মত বিগ্‌ড়ে দিই!"

যুবতী কহিল,—"তোমার দাদাবাবুর মতে কিছু এসে যাবে না। যা'হোক, ওসব কথার মধ্যে তুমি থেকো না কিন্তু মোক্ষদা!"

মোক্ষদা পূর্ব্ববৎ হাসিয়া কহিল,—"তোমার কোন ভয় নেই দিদিমণি, তুমি নিশ্চিন্ত থাক।" একটু থামিয়া কহিল,—"আসল কথা ভুলে গেছি দিদিমণি! তোমায় যে আমি ডাক্‌তে এসেছিলেম;—নীচেয় চল, মা ডাক্‌ছেন।"

যুবতী উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—"এত সময়ে বুঝি তা' মনে হ'ল—চল।"

উভয়ে ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া গেল।

বলাবহুল্য যুবতী কিশোরী বাবুর পুত্রবধূ,—অমরেন্দ্রনাথের পত্নী—সুষমা। অদ্য কয়েক দিবস হইল সুষমা শ্বশুরালয়ে আসিয়াছে। কিন্তু আসিয়া অবধি সে নানারূপ অশান্তি ভোগ করিতেছে। অদ্য তাহার মনটী বড়ই খারাপ বোধ হইতেছিল, তাই সন্ধ্যার পর নির্জ্জন ছাতটীর উপর বসিয়া বসিয়া সে আপনার সুখ-দুঃখের কথা চিন্তা করিতেছিল। মোক্ষদা তাহার পিত্রালয় হইতে সঙ্গে আসিয়াছে,—

সে তাহার বাপের বাড়ীর ঝি। কিন্তু ঝি হইলেও সুষমা তাহাকে ঠিক ঝিয়ের মত দেখিত না,—আর মোক্ষদাও সুষমাকে সহোদরা ভগ্নী অপেক্ষাও অধিক ভালবাসিত;—সে শৈশব হইতেই সুষমাদের বাড়ীতে লালিত পালিত।

সাত

ভবসুন্দরী স্নানান্তে একখানি পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া আহ্নিকে বসিয়াছিলেন। কক্ষে আর দ্বিতীয় জনপ্রাণী ছিল না। ভবসুন্দরী কুর টিপিয়া একাগ্রচিত্তে আহ্নিক করিতেছিলেন,—তাঁহার পশ্চাদ্‌দিকে একটি বিড়াল বসিয়া 'মিউ' 'মিউ' রবে ডাকিয়া তাঁহার আহ্নিকে ব্যাঘাত জন্মাইতেছিল। ভবসুন্দরী উঠিয়া গিয়া বিড়ালটাকে 'দূর' 'দূর' করিয়া তাড়াইয়া দিয়া পুনরায় আসিয়া আহ্নিকে বসিলেন। কিন্তু আহ্নিকে মন নিবিষ্ট না হইতেই বিড়ালটা পুনরায় সেই কক্ষে ফিরিয়া আসিল, এবং উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া ডাকিয়া তাঁহার বিরক্তি উৎপাদন করিতে লাগিল। ভবসুন্দরী বার বার এইরূপ আহ্নিকে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া বড়ই বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন,—"বৌমা!"

সুষমা পার্শ্বের কক্ষে বসিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতেছিল। সে ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিয়া কহিল,—"আমায় ডাকছেন মা?"

ভবসুন্দরী বিরক্তিপূর্ণকণ্ঠে কহিলেন,—"হাঁ ডাকছি,—এই বিড়ালটাকে দূর ক'রে তাড়িয়ে দিয়ে এস ত।"

অতি দুঃখেও সুষমার একটু হাসি আসিল,—সে নীরবে

বিড়ালটীকে তাড়াইয়া দিয়া পুনরায় সেই কক্ষে ফিরিয়া আসিয়া শ্বশ্রূমাতার নিকটে গিয়া বসিল।

আহ্নিক সারিয়া ভবসুন্দরী কহিলেন,—"বৌমা, তোমার সঙ্গে কয়েকটী কথা আছে; বেশ ধীরভাবে শুনে কথাগুলির জবাব দিও।" একটু থামিয়া নীরবে কি একটু চিন্তা করিয়া ভবসুন্দরী পুনরায় কহিলেন,—"কথাগুলি কিন্তু একটু অপ্রিয় ব'লে মনে হবে—তা' হ'লেও আমি বল্‌তে বাধ্য হ'চ্ছি।"

সুষমা অধোবদনে অনুচ্চস্বরে কহিল,—"বলুন।"

ভবসুন্দরী বেশ গম্ভীর অথচ মিষ্টস্বরে কহিলেন,—"ছেলের আমি আবার বিয়ে দেবো সঙ্কল্প করেছি, তা' বোধ হয় শুনেছ?"

সুষমা তেমনি অধোবদনে অনুচ্চস্বরে কহিল,—"হাঁ!"

"কেন দিচ্ছি তা' কিছু শুনেছ—না শুন্‌লেও বুঝেছ নিশ্চয়, কি বল?"

সুষমা কোন জবাব দিল না,—মুখখানি আরও একটু নত করিল।

ভবসুন্দরী কহিলেন,—"এ সব কথা তোমায় আমি জিজ্ঞেস কর্‌ছি কেন জান,—তোমার মতটা জানাও ত উচিত আমাদের। অবশ্য তুমি আর ছেলেমানুষ নও, সবই বুঝ্‌ছ। অমর আমার ঐ একটী মাত্র ছেলে;—সে যে আজীবন এমনি অশান্তির বোঝা বুকে নিয়ে, এমনিই উচ্ছৃঙ্খল ভাবে দিন কাটাবে, মা হ'য়ে তা' আমি কোন প্রাণে দেখ্‌বো বলো! তুমি বেশ চিন্তা করে দেখো, তার আর একটা বিয়ে করা উচিত কি না! যদি বুঝ্‌তাম, তোমাদের

মধ্যে বেশ সদ্ভাব আছে, এমন কি যদি তা' কোন দিন হওয়ার আশাও থাক্‌তো, তা' হ'লেও কোন কথা ছিল না। কিন্তু তা' যখন নেই, তখন তুমিই বলো বৌমা, সে যদি আর একটা বিয়ে ক'রে সামান্য পরিমাণেও সুখী হ'তে পারে, তাতে কি তোমার আপত্তি থাকা উচিত? স্বামীর সুখের জন্যে পত্নীতে ঢের ঢের ত্যাগ স্বীকার করে থাকে,—অবশ্য এ ত্যাগটাও নারীর পক্ষে খুবই বড়—তা' হ'লেও স্বামীর সুখের প্রতি চেয়ে, তোমার এতে অমত করা কি উচিত? তুমি ত নিজে সুখী হ'তে পার্‌লেই না, সে জন্যে আর একজনকে অসুখী ক'রে লাভ কি! আর তুমি এতে সন্তুষ্ট-চিত্তে মত দিলে ভবিষ্যতে এমন হয় ত তোমার খুব ভাল হ'তেও পারে।"

সুষমা ধীরে ধীরে মুখ তুলিল, ব্যথাভরা দৃষ্টিতে একবার ভবসুন্দরীর মুখপানে চাহিল, তারপর অতি নম্রকণ্ঠে কহিল,—"আমার এতে একটুও অমত নেই মা, আমি সত্যি বল্‌ছি, বরং এতে খুব সন্তুষ্টই হ'ব।" অজ্ঞাতে সুষমার নয়নযুগল হইতে দু'বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। সে অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া ভবসুন্দরী দেখিতে না পান, এমনি ভাবে তাহা মুছিয়া ফেলিল; তারপর গলাটা একটু পরিষ্কার করিয়া লইয়া ধীরে ধীরে কহিল,—"মা, আমার কোন দিন সহোদরা বোন নেই—থাক্‌লে লোকে তাকে কতখানি যত্ন করে, স্নেহ করে, ভালবাসে তা' আমি জানিনে;—আমার কথা বিশ্বাস করুন,—সে বোন্‌টীকেও আমি তার চেয়ে কোন অংশেই কম কর্‌বো না দেখ্‌বেন।"

ভবসুন্দরী চমকিয়া উঠিলেন ;—এ বলে কি ! সতীনকে কি কেউ কখনো সহোদরা ভগ্নীর ন্যায় স্নেহ করিতে—ভালবাসিতে পারে ! সুষমা কি ঠাট্টা করিতেছে ! তাই বা সম্ভব কিরূপে, কথাগুলি যেন তার অন্তর থেকেই বাহির হইতেছে বলিয়া মনে হয়।

সুষমা আবার কহিল,—"মা, আপনি বোধ হয় আমার কথা বিশ্বাস কর্‌ছেন না ; কিন্তু সত্যি বল্‌ছি, আমি একটুও অসন্তুষ্ট হব না। দেখ্‌বেন, তাকে আমি সাদরে বরণ করে নেবো, সহোদরা বোনের মত যত্ন কর্‌বো, স্নেহ কর্‌বো, ভালবাসবো। কোন অশান্তি ঘট্‌বে না। মা, আপনি একটুও আশঙ্কা কর্‌বেন না।"

ভবসুন্দরী অন্তরের মধ্যে বড়ই স্বস্তি অনুভব করিলেন। তিনি একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন,—"অমর যে তোমায় চিন্‌লে না বৌমা, এইটেই আমার সব চেয়ে বড় দুঃখ রইল।" একটু থামিয়া পুনরায় কহিলেন,—"ছেলের আমি যদিও বা আবার বিয়ে দিচ্ছি,—কিন্তু ভবিষ্যতে তুমি সুখী হ'বে বৌমা, আমার আশীর্ব্বাদ কখন বিফল যাবে না—দেখো।"

সুষমা উঠিয়া গিয়া ভবসুন্দরীকে গড় হইয়া প্রণাম করিল ও তাহার পদধূলি মস্তকে লইয়া কহিল,—"মা, আপনি আমায় সেই আশীর্ব্বাদ করুন যে, তিনি যেন কোন দিন অসুখী না হন,—তাঁকে যেন সুখী কর্‌তে পারি—তাঁর সুখেই আমার সুখ !"

ভবসুন্দরী তাহার মস্তকে হাত রাখিয়া কহিলেন,—"তা' খুব পার্‌বে বৌমা, তাকে সুখী কর্‌তে তুমি খুব পার্‌বে। আমি আশীর্ব্বাদ

কর্‌ছি, ভগবান তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর্‌বেন।” সুষমা আবার তাঁহার পদধূলি লইয়া মস্তকে দিল।

ইহার কয়েক দিন পরে সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে নীরদা ঘটকী আসিয়া ভবসুন্দরীকে কহিল,—“একটা ভাল পাত্রীর সন্ধান পেয়েছি;— তোমাদের যদি পছন্দ হয়, তা’ হ’লে আস্‌ছে মাসে তারা কাজ কর্‌তে পারে।”

ভবসুন্দরী প্রশ্ন করিলেন,—“পাত্রীর বয়স কত? কেমন দেখ্‌তে?”

নীরদা কহিল,—“বয়স এই বছর পনের; দেখ্‌তে খুব ভালই, ঠিক পরীর মত। অমন সুন্দরী আর দু’টী মিল্‌বে না,—একেবারে নিখুঁত, যেন পটের ছবি। বলো ত এখানে এনে দেখাতে পারি।”

ভবসুন্দরী সাগ্রহে কহিলেন,—“এখানে এনে দেখাতে পার্‌বে?”

নীরদা কহিল,—“নিশ্চয়ই, বলো ত কালই এনে দেখাতে পারি। মেয়ের মামার বাড়ী হ’চ্ছে ঐ পাশের গ্রামে,—সে সেখানেই আছে।”

ভবসুন্দরী কহিলেন,—“ভালই, তাহ’লে আগে মেয়ে দেখা যাক, তারপর অন্য কথা।”

পরদিন সকলে মেয়ে দেখিয়া বিশেষ সুখী হইলেন। ভবসুন্দরী হাসিয়া কহিলেন,—“মেয়ে দেখে আমাদের খুব পছন্দ হ’য়েছে; তবে অমরকেও একবার দেখাবার দরকার,—তার পছন্দ হ’লে আর কোন কথা থাক্‌বে না।”

অমর প্রথমে বিবাহে অমত জানাইল; কিন্তু মেয়ে দেখিয়া তাহার আর অমত রহিল না। যথাসময়ে বিবাহ কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া গেল।

আট

মোহিত বাহিরে বারান্দায় আসিয়া দেখিল, লাবণ্যলহরীর বেয়ারা তথায় দাঁড়াইয়া আছে। মোহিতকে দেখিয়া সমস্ত্রমে সেলাম জানাইয়া কহিল,—"বাবু, চিঠিখানি পেয়েছেন ?"

"হাঁ পেয়েছি।" বলিয়া মোহিত ক্ষিপ্রহস্তে চিঠিখানি খুলিয়া ফেলিল। দেখিল, তাহাতে মাত্র কয়েকছত্র লেখা রহিয়াছে,—"বিশেষ দরকার ; আপনি একবার সন্ধ্যার সময় অবশ্য দেখা করবেন—যেন অন্যথা না হয়। ইতি—একান্ত অনুগতা আপনার 'লহরী'—।" মোহিত এক নিঃশ্বাসে চিঠিখানি পড়িয়া ফেলিয়া কম্পিতকণ্ঠে প্রশ্ন করিল,—"তোমাকে কি কিছু ব'লে দিয়েছে, বেয়ারা ?"

বেয়ারা কহিল,—"না, শুধু ঐ চিঠিখানিই আপনার কাছে পৌঁছে দেবার কথা বলে দিয়েছেন।"

মোহিত কহিল,—"আর কিছু ব'লে দেয় নি ?"

বেয়ারা কহিল,—"না বাবু, আর কিছু না।"

মোহিত কহিল,—"আচ্ছা, তুমি এখন যাও ; আমি ঠিক সময়ে গিয়ে দেখা করবো—ব'লো।"

বেয়ারা সেলাম করিয়া বিদায় লইল।

সন্ধ্যার পর মোহিত লাবণ্যলহরীর বাসায় উপস্থিত হইয়া দেখিল,

লাবণ্যলহরী উত্তম পোষাক পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া তাহার অপেক্ষায় বসিয়া আছে! লাবণ্যলহরীর অন্তকার বেশভূষার তারতম্য দেখিয়া মোহিত একটু বিস্মিত হইল; অনেকদিন তাহাকে এরূপ সাজ সজ্জিত হইতে দেখা যায় নাই। মোহিত হাসিয়া কহিল,—"ব্যাপার কি! কোথাও যেতে হ'বে নাকি?"

লাবণ্যলহরী কহিল,—"হাঁ, আজ মিনার্ভায় একটা নূতন প্লে হ'বে, ভাব্‌ছি দেখ্‌তে যাবো।"

মোহিত কহিল,—"ভালই, তা' ক'টায় আরম্ভ?"

লাবণ্যলহরী কহিল,—"আর বড় বেশী দেরী নেই আরম্ভ হ'বার। এখুনি বের হ'তে হ'বে, নইলে মুস্কিল হ'তে পারে।"

মোহিত কহিল,—"তা আমাকে একটু আগে থাকৃতে জানালে ত ভাল হ'ত; সিট্‌ রিজার্ভ করে রাখ্‌তাম—তা' হ'লে আর কোন অসুবিধেয় পড়তে হ'ত না।"

লাবণ্যলহরী হাসিয়া কহিল,—"সে জন্যে ভাব্‌তে হবে না; সিট্‌ আমি অনেক আগেই রিজার্ভ করিয়ে রেখেছি। তবে প্লেটা একটু সকাল সকাল আরম্ভ হবে—এতক্ষণ হয় ত আরম্ভ হ'য়ে গেছে,—শুধু তোমার জন্যে যা' দেরী করছি!"

মোহিত লজ্জিত ভাবে হাসিয়া কহিল,—"তা' হ'লে ত বড় অন্যায় হ'য়ে গেছে; আর একটু সকাল সকাল এলে ত ভাল হ'ত! তা' গাড়ি ডাকৃবো,—আর দেরী করে লাভ কি?"

লাবণ্যলহরী মধুর হাসিয়া কহিল,—"না অত ব্যস্ত হবার দরকার নেই। বেয়ারাকে পাঠিয়েছি গাড়ি ডাকৃতে।"

মোহিত একটী আরামের নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল,—"যাক্।"

তারপর উভয়ে মিলিয়া থিয়েটার দেখিতে যাত্রা করিল। প্লে আরম্ভ হইবার তখন আর অধিক বিলম্ব ছিল না; উভয়ে স্ব স্ব স্থানে গিয়া বসিয়া পড়িল। যথাসময়ে প্লে আরম্ভ হইল।

থিয়েটার শেষ হইবার কিছু পূর্ব্বে মোহিত বাহিরে আসিয়া একখানি গাড়ি ঠিক করিয়া লাবণ্যলহরীকে গিয়া কহিল,—"এখন ওঠা ভাল; শেষটায় এত ভিড়ের মধ্য দিয়ে বের হওয়া বড় মুস্কিল হবে কিন্তু।"

লাবণ্যলহরী কহিল,—"বড় ভাল লাগ্‌ছে;—আর একটু দেখে উঠ্‌বো'খন।"

মোহিত হাসিয়া কহিল,—"আর কি দেখ্‌বে; এই ত শেষ সিন্—এখুনি শেষ হ'য়ে যাবে!"

লাবণ্যলহরী কি ভাবিয়া কহিল,—"আচ্ছা সেই ভাল;—গাড়ি ঠিক হ'য়েছে?"

মোহিত কহিল,—"হাঁ হ'য়েছে।"

লাবণ্যলহরী উঠিয়া পড়িল। থিয়েটারও ঠিক সেই সময়ে শেষ হইল। মোহিত শশব্যস্তে লাবণ্যলহরীর হাত ধরিয়া কহিল,—"চট্‌-পট্ চলে এস—আগে থাক্‌তে বের হওয়া দরকার। বাপ্‌রে, কি ভিড়!"

লাবণ্যলহরীর হাত ধরিয়া মোহিত বাহিরে ফুট্‌পাতের উপর আসিয়া দাঁড়াইল। নির্দ্দিষ্ট গাড়িখানি নিকটেই অপেক্ষা করিতেছিল; মোহিত হাত ধরিয়া লাবণ্যলহরীকে ধীরে ধীরে গাড়িতে তুলিয়া দিয়া

নিজেও উঠিতে যাইবে, এমনি সময়ে সহসা পশ্চাৎ হইতে কে একজন ডাকিয়া উঠিল,—"মোহিত!"

মোহিত চমকিয়া উঠিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিল; সবিস্ময়ে দেখিল, অনতিদূরে একটা লাইট পোষ্টের নিকটে দাঁড়াইয়া প্রবোধ একদৃষ্টে তাহাদের দিকে তাকাইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে।

প্রবোধকে দেখিয়া মোহিতের অন্তরের ভিতরটা একবার কাঁপিয়া গেল। সে মুহূর্ত্তে লাবণ্যলহরীর হাতখানি ছাড়িয়া দিয়া, কি বলিতে যাইতেছিল; কিন্তু কণ্ঠ হইতে তাহার কোন কথা বাহির হইল না।

প্রবোধ পূর্ব্ববৎ হাসিতে হাসিতে কহিল,—"কি হে মোহিত, কেমন দেখ্‌লে—আজকার প্লে-টা?"

প্রবোধের শ্লেষপূর্ণ কণ্ঠস্বর শুনিয়া লাবণ্যলহরী কৌতূহলী হইয়া গাড়ি হইতে মুখ বাহির করিয়া ছেলেটার প্রতি একবার চাহিয়া দেখিল। লাবণ্যলহরীর নিখুঁত সুন্দর মুখখানির উপর উজ্জ্বল গ্যাসালোক পড়িয়া তাহা বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল। প্রবোধ সে সুন্দর মুখখানি দেখিয়া হৃদয়ে বেশ একটু চাঞ্চল্য অনুভব করিল। ভাবিল—সাধ করে কি আর মোহিত মোজেছে! এমন সুন্দর মুখখানি—সত্যি দেখ্‌লে লোভ হয়!" প্রবোধ মুখখানি আর একবার দেখিবার আশায় চোখ ফিরাইল—কিন্তু লাবণ্যলহরী তাহার প্রতি একটা বিষ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মুহূর্ত্তে মুখখানি সরাইয়া লইল।

প্রবোধ একটু অপ্রতিভ হইল; কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই আপনাকে সামলাইয়া পূর্ব্ববৎ শ্লেষপূর্ণকণ্ঠে কহিল,—"কি মোহিত, দাঁড়িয়ে রইলে কেন! উঠে পড়, টেঁকে পড়—।"

লাবণ্যলহরীর বড়ই বিরক্তি বোধ হইতেছিল। সে মোহিতের একখানি হাত ধরিয়া অনুচ্চস্বরে কহিল,—"ওঠো না, দাঁড়িয়ে থাক্‌লে কেন ?"

মোহিত নীরবে উঠিয়া পড়িল। কোচম্যান্ গাড়ি চালাইয়া দিল। প্রবোধ তখন বলিয়া উঠিল,—"বেশ্ বেশ, খুব ভাল—।"

পরদিন মোহিত মেসে ফিরিয়া দেখিল, সকলেরই যেন মনোভাবের কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। মোহিতকে দেখিলে সকলে যেন পাশ কাটাইতে চেষ্টা করে এবং দূর হইতে একটা ঘৃণাপূর্ণ কটাক্ষ হানিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরায়। মোহিত যাচিয়া কয়েকজনের সহিত কথা কহিতে গেল, কিন্তু কেহই তাহার সহিত ভাল করিয়া কথা কহিল না। দু'একটা কথার যদিও বা কেহ জবাব দিল,—সে'ও বিরক্তিপূর্ণ, গম্ভীর মুখে, অনিচ্ছাসত্বে। মোহিতের বড়ই অসুবিধা বোধ হইতে লাগিল;—এরূপ করিয়া দিন কাটান কিরূপে সম্ভব! সে সকাল সকাল স্নান আহার সারিয়া আপন মনে কলেজে চলিয়া গেল এবং যথাসময়ে কলেজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া কিছু সময় বিশ্রাম করিবার পর, কি ভাবিয়া আলনা হইতে শার্টটী লইয়া ধীরে ধীরে মেস হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

মোহিত চলিতে চলিতে ক্রমে বিডনস্কোয়ারের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। কি ভাবিয়া সে ধীরে ধীরে স্কোয়ারের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল; চারি পাশটা একবার ঘুরিয়া আসিল,—সর্ব্বত্রই লোক, কিন্তু অদূরে একটী স্থান অপেক্ষাকৃত একটু নির্জ্জন; মোহিত ধীরে ধীরে সেখানে গিয়া ঘাসের উপর বসিয়া পড়িল। সম্মুখে চিৎপুরের

সুপ্রশস্ত পথ বাহিয়া কত লোক চলা-ফেরা করিতেছে, কত আরোহীপূর্ণ, আরোহীশূন্য অশ্বশকট, কত মোটর, ট্রাম, রিক্সা প্রভৃতি অবিশ্রান্ত আসিতেছে, যাইতেছে; অবিশ্রান্ত ঘ্যর ঘ্যর ঢ্যং ঢ্যং প্রভৃতি শব্দে স্থানটীকে একেবারে মাতাইয়া তুলিয়াছে। মোহিতের বড়ই বিরক্ত বোধ হইতে লাগিল। তাহার আর বসিয়া থাকিতে ভাল লাগিতেছিল না। ভাবিল, মেসের ছেলেরা সন্তুষ্ট হইল আর না হইল, তাহাতে কি আসিয়া যাইবে;—যাই, তত সময় লাবণ্যলহরীর কাছ হইতে একবার ঘুরিয়া আসা যাক্! মোহিত ধীরে ধীরে স্কোয়ার হইতে বাহির হইয়া পড়িল! কিন্তু, অজ্ঞাতে সে মেসেই ফিরিয়া আসিল।

আপন কক্ষে প্রবেশ করিয়া মোহিত বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল; কিন্তু অধিক সময় ভাল লাগিল না। সে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া ধীরে ধীরে গিয়া ছাদে উঠিল। তখন রাত্রি হইয়া গিয়াছিল; আকাশের কোলে অর্দ্ধচন্দ্র বিরাজ করিতেছে; তার ম্লান জ্যোৎস্না ছাদটার উপর আসিয়া পড়িয়াছিল। মোহিত সেই অস্পষ্ট জ্যোৎস্নালোকে দেখিল, অদূরে কে একজন বসিয়া আছে। মোহিত নিকটে গিয়া দেখিল, যে যতীন। যতীনকে দেখিয়া মোহিত ধীরে ধীরে তাহার কাছে গিয়া বসিল এবং একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল,—"যতীনদা, একা একা বসে আছ এখানে?"

যতীন, গম্ভীর অথচ শান্তকণ্ঠে কহিল,—"হাঁ।" একটু সময় নীরব থাকিয়া কি একটু ভাবিয়া কহিল,—"মোহিত, প্রবোধের কাছে তোমার অধঃপাতের কথা শুনে বড় দুঃখিত হ'চ্ছি। সকলে স্থির করেছে, তোমার আর মেসে স্থান হ'বে না;—শেষটায় একটা

কেলেঙ্কারী না বাধিয়ে তুমি অন্য জায়গায় গিয়ে থাক্‌বার ব্যবস্থ করো। আমার এসব বলবার কিছু দরকার ছিল না—বল্‌ছি তোমার ভালর জন্যেই। এরা যে সব ষড়যন্ত্র করছে, সেটা তোমার পক্ষে বড় সুবিধের হ'বে না; তাই বল্‌ছিলেম, তুমি অন্য কোথাও গিয়ে থাক্‌বার ব্যবস্থা করে ফেল। আর কলেজ ত ছেড়েই দিয়েছ, সে সম্বন্ধে কি আর বল্‌বো বলো! সত্যি বড় দুঃখিত হ'চ্ছি তোমার কথা ভেবে।"

মোহিত বিনীতকণ্ঠে কহিল, "যতীনদা, তোমার কথাই ঠিক; আমার এখানে আর থাকা উচিত নয়,—ভেবে দেখ্‌লাম!"

যতীন কহিল—"সেই ভাল মোহিত! তবে একটা কথা, তুমি যদি ভাল ভাবে থাক্‌তে চাও,—থাক। কেউ কোন আপত্তি করবে না। তা'তে।"

মোহিত কহিল,—"না যতীনদা, আমার আর লেখাপড়া হ'বে না; মিছি মিছি এখানে থেকে লাভ কি!"

মোহিত সেইদিনই রাত্রে আহারাদির পর মেস হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

নয়

একটী দিব্য কান্তি যুবক কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটের ফুটপাত বাহিয়া ধীর মন্থর গমনে সম্মুখের পথ অতিক্রম করিতেছিল। বেলা তখন বেশ পড়িয়া আসিয়াছিল। যুবক ফুটপাতের অজস্র জনতা মণ্ডলী ভেদ করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল—কোন দিকেই তাহার ভ্রূক্ষেপ ছিল না। কিছুদূর চলিবার পর যুবক একটী পানের দোকানের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল; একটু ইতস্ততঃ করিয়া দোকানীর নিকট হইতে পান কিনিয়া আবার সে পথ চলিতে আরম্ভ করিল। আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া, যুবক একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া একটী নাতি প্রশস্ত গলির মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল। গলিটী অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন। যুবক গলিস্থিত একটী সুবৃহৎ ত্রিতল অট্টালিকার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। পকেট হইতে নোটবুকখানি বাহির করিয়া সে ঠিকানা মিলাইয়া দেখিল—"হঁ্যা এই ত' একশ পনের নম্বর।" যুবকের বুকের ভিতরটা একবার দুরু দুরু করিয়া উঠিল; সে নির্জ্জন গলি পথে কয়েকবার পদচারণা করিল। একবার অট্টালিকাটীর দ্বার সমীপে আসিয়া দাঁড়াইল,—আবার কি ভাবিয়া ফিরিয়া গেল। এইরূপে কয়েকবার ইতস্ততঃ করিবার পর. যুবক অবশেষে আসিয়া কড়া নাড়িল।

ভিতর হইতে দ্বার খুলিয়া দিল একজন বেয়ারা আসিয়া। যুবক তাহাকে প্রশ্ন করিল,—"মোহিতবাবু আছেন এখানে, জান?"

বেয়ারা কহিল,—"ছিলেন,—একটু আগেই বেরিয়ে গেলেন যে!"

যুবক নীরবে কি একটু ভাবিয়া আবার প্রশ্ন করিল,—"এখানেই থাকেন নাকি?"

বেয়ারা কহিল,—"তা'—প্রায়ই থাকেন এখানে।"

যুবক কহিল,—"কখন ফির্‌বে সে, জান কিছু?"

বেয়ারা হাসিয়া কহিল,—"তা'ত ঠিক জানিনে বাবু! তবে আপনার দরকার কি বলে যান, এলে বল্‌বো তাঁকে!"

যুবক হাসিয়া কহিল,—"দরকার আমার দেখা কর্‌বার।"

বেয়ারা কহিল,—"তা' আপনি একটু দাঁড়ান বাবু, আমি জেনে আসি, তিনি কখন ফির্‌বেন তা' কিছু বলে গেছেন নাকি!"

যুবক কহিল,—"কিছু দরকার করছে না;—বরং তুমি এই চিঠিখানি রেখে দাও, এলে দিও তাকে।" বলিয়া যুবক পকেট হইতে কাগজ পেন্সিল বাহির করিয়া কয়েক ছত্র কি লিখিল; তারপর কাগজখানি বেয়ারার হাতে দিয়া কহিল,—"এলে তাকে দিও।"

বেয়ারা কহিল,—"আপনি একটু বসুন না; তিনি বোধ হয়, একটু বাদেই ফিরবেন।"

যুবক হাসিয়া কহিল,—"না থাক,—তুমি চিঠিখানি দিও তাকে, ওতেই সব লেখা রইল।" পরে কি ভাবিয়া যুবক পকেট হইতে একটী টাকা বেয়ারার হাতে দিয়া কহিল,—"তোমার বকসিস্।"

বেয়ারা বাবুটীর উপর বড়ই সন্তুষ্ট হইল। সে হাসিয়া কহিল,—"বস্‌বেন না বাবু?"

যুবক আপত্তি জানাইয়া চলিয়া আসিতেছিল, খানিকটা পথ চলিয়াও

আসিয়াছিল ; এই সময়ে পশ্চাৎ হইতে সহসা বেয়ারা ডাকিল,—"একটু দাঁড়ান বাবু!"

যুবক ফিরিয়া দাঁড়াইল। বেয়ারা ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে কহিল,—"আপনাকে ডাকছেন বাবু!"

যুবক সবিস্ময়ে কহিল,—"আমাকে!"

—"হাঁ বাবু, আপনাকেই।"

—"কে ডাকছেন?"

—"আসুন আমার সঙ্গে দেখতে পাবেন।"

যুবক বড়ই বিস্মিত হইল। সে কৌতূহলী হইয়া বেয়ারার সঙ্গে চলিল। কতকগুলি সোপান অতিক্রম করিয়া বেয়ারা, যুবকটীকে একটী সুন্দর সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে লইয়া আসিল। কক্ষমধ্যে একটী অনিন্দ্য সুন্দরী রূপসী বসিয়া যুবকের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। যুবককে দেখিয়া সে উঠিয়া আসিয়া সসম্ভ্রমে তাহাকে অভ্যর্থনা করিল। যুবক সঙ্কুচিতভাবে গিয়া আসন গ্রহণ করিল। যুবতীর পানে চাহিতেও যেন তাহার লজ্জা বোধ হইতেছিল।

যুবতীই প্রথমে কথা কহিল; হাস্যমুখরিত মধুরকণ্ঠে কহিল,—"চিনতে পেরেছেন আমাকে?"

যুবক মৃদুস্বরে কহিল,—"হ্যাঁ, পেরেছি।"

যুবতী পূর্ব্ববৎ হাসিয়া কহিল,—"মোহিতবাবুর কথা জিজ্ঞেস করছিলেন আপনি,—তিনি ত দেশে গেছেন;—ফিরতে কিছুদিন দেরী হবে।"

যুবক ধীরে ধীরে কহিল,—"কবে ফিরবে তার কিছু নিশ্চয়তা আছে কি—কিছু বলে যায়নি?"

যুবতী কহিল,—"না, তা' কিছু বলে যান্‌নি। খুব সম্ভব দিন পাঁচ ছয় দেরী হ'তে পারে।—"

যুবক যুবতীর মুখপানে চাহিয়া কি বলিতে যাইতেছিল, যুবতীও তাহার পানে চাহিল—মুহূর্ত্তে চারি চক্ষু মিলিত হইল; উভয়েই মৃদু হাসিয়া স্ব স্ব মুখ নত করিল।

কিছুক্ষণ পরে যুবতী বেয়ারাকে ডাকিয়া পান আনিতে আদেশ করিল। বেয়ারা পান লইয়া আসিলে যুবতী যুবককে সম্বোধন করিয়া কহিল,—"খেতে কিছু আপত্তি আছে কি?"

যুবক একটু ইতস্ততঃ করিয়া রেকাবী হইতে একটী পান তুলিয়া লইয়া মুখে দিল।

যুবতী কহিল,—"উঃ, বড় গরম পড়েছে;—আপনি যে একেবারে ঘেমে উঠেছেন!"—যুবতী উঠিয়া গিয়া একখানি পাখা লইয়া আসিল এবং যুবকের নিকটে গিয়া নিজেই তাহাকে ধীরে ধীরে বাতাস করিতে লাগিল।

যুবতীর এই অযাচিতযত্নে যুবক যেমন বিস্মিত হইল, তেমনি একটু লজ্জিতও হইল। সে লজ্জিতভাবে কহিল,—"থাক্‌—আপনি কেন কষ্ট করছেন; পাখাটা বরং আমার কাছে দিন।"

যুবতী মধুর হাসিয়া কহিল,—"আমার একটুও কষ্ট হ'চ্ছে না—কেন আপনি সঙ্কোচ করছেন!"

যুবক আরও একটু লজ্জিত হইল।

খানিকটা সময় নীরবে অতিবাহিত হইবার পর যুবক কহিল,—"আমি এখন উঠি,—সন্ধ্যা হ'য়ে এল।"

যুবতী আপত্তি করিয়া কহিল,—"বসুন না আর একটু !" যুবককে বসিতে অনুরোধ করিয়া সে বাহিরে গেল এবং অনতিকাল পরেই বেয়ারার সাহায্যে এক গ্লাস ঠাণ্ডা সরবৎ ও একখানি রেকাবীতে করিয়া কিছু মিষ্টান্ন লইয়া আসিয়া যুবকের সম্মুখে উপস্থিত করিল।

যুবক বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল,—"এসব আবার কি !"

যুবতী সঙ্কুচিতভাবে কহিল,—"খেলে বিশেষ সুখী হব।"

যুবক ভাবিল, 'মন্দ নয় !' সে হাসিয়া কহিল,—"বিশেষ আপত্তি ছিল না, তবে—"

যুবতী সাহস পাইয়া বাধা দিয়া কহিল,—"তবে টবে কি আবার ! তা' এত গরমে মিষ্টি না হয় কিছু নাই খেলেন ; সরবৎটুকু খেয়ো ফেলুন,—ওতে কোন অপকার করবে না।"—

যুবক কয়েকবার একটু ইতস্ততঃ করিয়া সরবতের গ্লাসটী লইয়া মুখের সম্মুখে ধরিল এবং ধীরে ধীরে তাহা পান করিতে লাগিল।

যুবতী হঠাৎ কি ভাবিয়া প্রশ্ন করিয়া বসিল—"গান গাইতে পারেন আপনি ?"

যুবক এরূপ প্রশ্নে বড়ই অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। সে সরবতের গ্লাসটী নামাইয়া রাখিয়া লজ্জিতভাবে কহিল,—"না।" পরমুহূর্ত্তেই হাসিয়া কহিল,—"তবে কেউ গাইলে তা' শুনতে পারি।"—

যুবতীও খানিকটা হাসিল ; তারপর মধুরকণ্ঠে কহিল,—"গাইব আমি, শুন্‌বেন ?"

যুবক হাসিয়া কহিল,—"ভালই ত।—"

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল ; বেয়ারা আসিয়া কক্ষে আলো দিয়া গেল।

যুবতী গিয়া ধীরে ধীরে হারমনিয়মটীর সম্মুখে বসিল, কয়েকবার তাহার কোমল অঙ্গুলীগুলি পর্দ্দার উপর দিয়া বুলাইয়া গেল; সুনিপুণ হস্তের মধুরস্পর্শে হারমনিয়মটী অপূর্ব্বস্বরে বাজিয়া উঠিল। ক্রমে যুবতীর মধুরকণ্ঠ হারমনিয়মের সুরের সহিত মিলিত হইল।

গীত থামিয়া গেল; কিন্তু তখনও যেন যুবতীর মধুরকণ্ঠ কক্ষটীকে প্রতিধ্বনিত করিতেছিল। যুবক তখনও ভাবাবেশে আত্মহারা; যুবতীর মধুরকণ্ঠ তখনও তাহার হৃদয়-তন্ত্রীতে গিয়া মধুর ঝঙ্কার তুলিতেছিল।

যুবতী হাসিয়া কহিল,—"কেমন শুন্‌লেন?"

যুবকের যেন চমক ভাঙ্গিল; কহিল,—"বড় ভাল লেগেছে গানটা আমার;—অনুগ্রহ ক'রে আর একটা গাইবেন?"

যুবতী বিনা আপত্তিতে আবার তাহার মধুর-কণ্ঠের মধুর সঙ্গীত আরম্ভ করিল।

এইরূপ গীত-বাদ্যে প্রায় রাত্রি আটটা বাজিয়া গেল। যুবক তখন বিদায় চাহিল; যুবতী বিশেষ কোন আপত্তি করিল না। তবে যুবককে মধ্যে মধ্যে আসিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিল; যুবক তাহাতে স্বীকৃত হইয়া ধীরে ধীরে প্রাসাদ ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িল।

যুবক অমরেন্দ্রনাথ, আর যুবতী লাবণ্যলহরী। অমরেন্দ্রনাথ বিবাহের পর মেসে ফিরিয়া শুনিল, মোহিত এখন আর মেসে থাকে না। সে একটা গণিকার কুহকে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছে,—লেখাপড়া সব ছাড়িয়া দিয়াছে। অমরেন্দ্রনাথের তখন আর বুঝিতে কিছু বাকি রহিল না। বন্ধুকে বলিয়া কহিয়া বুঝাইয়া যদি সৎপথে আনা যায়, এই অভিপ্রায়ে সে গিয়াছিল লাবণ্যলহরীর বাসায় তাহার অনুসন্ধান করিতে।

কিন্তু বন্ধুকে সৎপথে আনিতে গিয়া অমরেন্দ্রনাথ নিজেকেই লাবণ্যলহরীর মায়াজালে আবদ্ধ করিয়া ফেলিল। সেদিন রাত্রে অমরেন্দ্রনাথের ভাল ঘুম হইল না; শয্যায় পড়িয়া লাবণ্যলহরীর অযাচিত যত্ন, তাহার অসীম রূপ-লাবণ্য, মধুরকণ্ঠ প্রভৃতি ভাবিয়া ও নানারূপ বিভীষিকা দেখিয়া সে নিশা অতিবাহিত করিয়া দিল। পরদিন অনিচ্ছা সত্ত্বেও অমরেন্দ্রনাথ লাবণ্যলহরীর বাসায় গিয়া উপস্থিত হইল। লাবণ্যলহরী তাহাকে যথেষ্ট যত্ন করিল, এবং নানারূপ গীত-বাদ্যে অনেকটা সময় অতিবাহিত করিয়া দিল। এইরূপে অমরেন্দ্রনাথও ক্রমে লাবণ্যলহরীর কুহক-সাগরে গিয়া নিপতিত হইল।

দশ

দেশে ফিরিয়া মোহিত দেখিল যে, গ্রামের সকলেই তাহার অধঃপতনের কথা শুনিতে পাইয়াছে।

দীনদয়ালবাবু বয়সে কিছু প্রবীণ, গ্রামের মধ্যে মান প্রতিপত্তিও ছিল তাঁহার যথেষ্ট; মোহিত গ্রাম্য-সম্পর্কে তাঁহাকে কাকাবাবু বলিয়া ডাকিত। সেদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে দীনদয়ালবাবু তাঁহার ক্ষুদ্র রোয়াকটীর উপর বসিয়া এক মনে তামাকু সেবন করিতেছিলেন; এই সময়ে মোহিত গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিল। দীনদয়ালবাবু হুকা হইতে মুখ তুলিয়া কহিলেন,—"ভাল আছ মোহিত?"

মোহিত কহিল,—"আজ্ঞে হ্যাঁ, ভাল আছি।"

দু' চারিটী অন্যান্য কথার পর, দীনদয়ালবাবু কহিলেন,—"মোহিত, শুন্‌লাম তুমি নাকি লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছ?"

মোহিত অধোবদনে কহিল,—"আজ্ঞে ঠিক ছেড়ে দিইনি; তবে এ বছরটায় আর পরীক্ষা দেবো না ভাব্‌ছি!"

দীনদয়ালবাবু হুঁকাটীতে একটা সুখ টান দিয়া অপেক্ষাকৃত গম্ভীরমুখে কহিলেন,—"কেন, পরীক্ষা দেবে না কেন?—"

মোহিত কোন উত্তর দিল না। দীনদয়ালবাবু নীরবে কি একটু চিন্তা করিয়া পুনরায় কহিলেন,—"আপাততঃ বাড়ীতেই আছ নাকি?"

মোহিত নম্রকণ্ঠে কহিল,—"কিছুদিন থাকবো ভাবছি।"

দীনদয়ালবাবু কহিলেন,—"একটা বিয়ে থা কর্‌লে পার্‌তে।"

মোহিত কোন জবাব দিল না দেখিয়া তিনি পুনরায় কহিলেন,—"বল তো মেয়ে দেখি?"

মোহিত একটু হাসিয়া কহিল,—"বিয়ে কর্‌তে কোন বাধা ছিল না;—কিন্তু তারপর?"

—"তারপর আবার কি! তোমার ত আর খাবার পরবার ভাবনা নেই, যে সম্পত্তিটুকু আছে—তা দেখে শুনে খেলে বেশ চলে যাবে, তার পর লেখা পড়াও বেশ শিখেছ।"

মোহিত ইতস্ততঃ করিয়া কহিল,—"বিষয় সম্পত্তি সব ছেড়ে দেবো ভাবছি, কাকাবাবু!"

দীনদয়ালবাবু সবিস্ময়ে কহিলেন,—"সে কি! এ মতলব আবার করলে কেন?"

মোহিত কহিল,—"কলকাতায় গিয়ে একটা ব্যবসা করবো মনে করছি; বেশ সুবিধেও পেয়েছি।"

দীনদয়ালবাবু হাসিয়া উঠিয়া কহিলেন,—"ও!" একটু পরে কহিলেন,—"এ সব বড় ভাল করছো না মোহিত! যা'হোক, সম্পত্তি যদি ছেড়েই দেওয়া মনে করে থাক, তা'হ'লে আমাকে না জানিয়ে আর কাউকে দিও না,—আমিই নেব।"

মোহিত তাহাতে স্বীকৃত হইয়া বাড়ী ফিরিল; এবং কয়েক দিন পরে সমস্ত বিষয় সম্পত্তি দীনদয়ালবাবুর নিকট বিক্রয় করিয়া কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

কিন্তু লাবণ্যলহরীর নিকট গিয়া দেখিল, ব্যাপার বড় সুবিধার নয়। লাবণ্যলহরী তাহাকে একটুকুও যত্ন করিল না, একবার বসিতেও বলিল না। মোহিত ভাবিল, আসিতে বিলম্ব ঘটিয়াছে বলিয়া হয়ত লাবণ্যলহরী অভিমান করিয়াছে। কিন্তু হায়! মোহিত বুঝিল না যে, তাহার সুখ-রবি অস্তমিত প্রায়, কপটময়ীর কপট প্রণয় কোথায় অন্তর্ধান হইয়া গিয়াছে। মোহিত যথেষ্ট ত্রুটী স্বীকার করিল, যথেষ্ট অনুনয় বিনয় করিয়া ক্ষমা চাহিল, কিন্তু কিছুতেই লাবণ্যলহরী তাহার প্রতি সদয় হইতে চাহিল না।

পরদিনও মোহিত দুপুর বেলা আসিয়া লাবণ্যলহরীর নিকট উপস্থিত হইল এবং নানারূপে তাহাকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু লাবণ্যলহরী সন্তুষ্ট না হইয়া, বরং দু' একটা তিক্ত কথা শুনাইয়া দিতেও দ্বিধা করিল না। মোহিত বড়ই বিস্মিত হইল। সে জানিত না যে, লাবণ্যলহরী নূতন শিকার জুটাইয়াছে এবং শিকারটীও যথেষ্ট ভাল, তাই মোহিতের জন্য সে আর মোটেই লালায়িত নহে।

ভ্রান্ত যুবক ইহার পরও কয়েকদিন লাবণ্যলহরীর নিকট গমনাগমন করিল, কিন্তু কোন সুফল ফলিল না। একদিন মোহিত হৃদয়ে কি একটা সঙ্কল্প আঁটিয়া ধীরে ধীরে লাবণ্যলহরীর বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল। লাবণ্যলহরী তখন আপনার নির্জ্জন কক্ষটীতে বসিয়া একমনে কি চিন্তা করিতেছিল। মোহিতকে আসিতে দেখিয়া সে একবার

মুখ তুলিয়া চাহিল,—কিছুই বলিল না। মোহিত আসন গ্রহণ করিয়া অতি কোমলকণ্ঠে কহিল,—"একটা কথা শুন্‌বে?"

লাবণ্যলহরী নীরবে তাহার দিকে চাহিল; মোহিত কহিল,—"যদি কিছু অন্যায় হ'য়ে থাকে, মাপ কর আমায়।"

লাবণ্যলহরী তিক্তস্বরে কহিল,—"একশ' বার এক কথা ভাল লাগে না। কি অন্যায় করেছ তুমি যে, তোমায় মাপ কর্‌তে হবে?"

মোহিত অপ্রস্তুত হইল; মিনতি-পূর্ণকণ্ঠে কহিল,—"তবে আমার প্রতি এমন বিমুখ হ'য়েছ কেন?"

লাবণ্যলহরী গম্ভীরমুখে কহিল,—"কৈ, আমি ত এক টুকুও বিমুখ হই নি।"

মোহিত চিন্তিত হইল; একটু পরে কহিল,—"বিমুখ যদি না হবে, তবে তুমি ত' আগে এমন ছিলে না লহরী!"

লাবণ্যলহরী হাসিয়া ফেলিল; বলিল,—"চিরকালটা কি সবাই এক রকম থাকে মোহিতবাবু!"

অনেক দিন পরে লাবণ্যলহরীর মুখে হাসি দেখিয়া মোহিত হৃদয়ে একটু সাহস পাইল; বলিল,—"চির কালটা সবাই এক রকম না থাকৃতে পারে, কিন্তু লহরী! তোমার কাছে আমি এমন আশা করিনি!"

লাবণ্যলহরী আবার হাসিল; বলিল,—"আশা করাই ত' উচিত ছিল মোহিতবাবু।"

মোহিত চমকিয়া উঠিল; বিস্মিতকণ্ঠে কহিল,—"আশা করাই উচিত ছিল?"

—"হাঁ মোহিত বাবু, আশা করাই উচিত ছিল। জানেন না কি, আপনি কা'র সঙ্গে প্রণয়ের কারবার চালাতে বসেছেন ?"

মোহিত কাতরকণ্ঠে কহিল,—"ঠিক বুঝ্‌লাম না লহরী তোমার কথা !"

লাবণ্যলহরী একটু হাসিল মাত্র,—কোন উত্তর দিল না।

মোহিত আবার কহিল,—"বুঝিয়ে বলো লহরী, ঠিক বুঝলাম না তোমার কথা !"

লাবণ্যলহরী পূর্ব্ববৎ হাসিয়া কহিল,—"বুঝিয়ে আর কি বলবো মোহিতবাবু, সবই তো বুঝতে পার্‌ছেন।—"

মোহিত নীরবে খানিকটা সময় কি চিন্তা করিল; তারপর সে অসম্ভব রকম গম্ভীর হইয়া কহিল,—"আগে ঠিক বুঝি নি, তাই এখন অনুতাপ হ'চ্ছে। যা'হোক, তোমার কাছে আজ আমি কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই, ঠিক্ ঠিক্ উত্তর দিও কিন্তু।"

লাবণ্যলহরী বাধা দিয়া হাসিয়া কহিল,—"ঠিক ঠিক উত্তর দেবো —কেন ? যদি না দিই ?"

এবার মোহিত রাগিয়া বলিল,—"কুলটা—বেশ্যা কি আর ইচ্ছের বলে !—"

লাবণ্যলহরী তাহার দিকে এমনি ভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল যে, মোহিত থতমত খাইয়া গেল। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই হৃদয়ে অসীম উৎসাহ সংগ্রহ করিয়া বলিতে লাগিল,—"তোমার চোখ রাঙ্গাবার আমি কিছু ভয় রাখিনে, তা' জেনো। ভুলে গিয়েছিলেম যে, তুমি একটা বেশ্যা, রূপ দেখিয়ে লোক ভুলিয়ে, লোকের যথাসর্ব্বস্ব হরণ ক'রে, তাকে পথে

বসিয়ে—একেবারে জাহান্নামে দেওয়াই তোমাদের পেশা এবং ধর্ম্ম। কিন্তু এমনি লোকের সর্ব্বনাশ ক'রে তোমরা যে ভবিষ্যতের পথ কত খানি উজ্জ্বল করো, তা' ঝি মাগীদের দেখ্‌লেই বেশ বোঝা যায়!—"

লাবণ্যলহরী আবার তাহার প্রতি চাহিয়া একটা রোষকটাক্ষ হানিল; কিন্তু মোহিত তাহাতে ভয় পাইল না। বলিতে লাগিল,—"আমার জীবনটা ত' একেবারেই পণ্ড হ'য়ে গেছে; সুখ-শান্তি বিষয়-সম্পত্তি বন্ধু-বান্ধব সব হারিয়েছি, কপর্দ্দক শূন্য—পথের ভিখারী হ'য়েছি, তা' হ'লেও আমি এক বার এর শেষ না দেখে ছাড়ছিনে নিশ্চয় জেনো।"

লাবণ্যলহরী নীরবে উঠিয়া গিয়া ডাকিল,—"বেয়ারা!" বেয়ারা আসিয়া উপস্থিত হইলে লাবণ্যলহরী তাহাকে গোপনে কি বলিয়া পুনরায় যথাস্থানে ফিরিয়া আসিয়া বসিল।

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিবার পর মোহিত আবার বলিয়া উঠিল,—"যখন সবই হারিয়েছি, তখন জীবনটাকেও হারাতে পিছ্‌পা হব না,—দেখি কিছু বিহিত কর্‌তে পারি কি না।"

লাবণ্যলহরী শ্লেষপূর্ণ হাসি হাসিয়া কহিল,—"কি বিহিত করবে তুমি মোহিতবাবু! এখনও বল্‌ছি, ভালয় ভালয় উঠে পড়ো;—আর কখন এখানে এস না।"

মোহিত উঠিয়া দাঁড়াইয়া সরোষে কহিল,—"বেরিয়ে যেতে বল্‌ছো?"

লাবণ্যলহরী ধীরকণ্ঠে কহিল,—"হাঁ, বল্‌ছি।"

ঠিক এই সময়ে বেয়ারার সহিত আর দু'ব্যক্তি আসিয়া তথায়

উপস্থিত হইল এবং তাহাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি লাবণ্যলহরীকে সম্বোধন করিয়া কহিল,—"ব্যাপার কি লহরী? কি হ'য়েছে—ডেকেছ কেন?"

লাবণ্যলহরী উত্তেজিতকণ্ঠে কহিল,—"আগে এই জানোয়ারটার ঘাড় ধ'রে বাড়ী থেকে বের করে দাও, তার পর সব বল্‌ছি!—"

গুণ্ডাদ্বয় পূর্ব্ব হইতেই এরূপ কর্ম্মে অভ্যস্ত ছিল। অগ্র-পশ্চাৎ কিছু না শুনিয়াই তাহারা অক্লেশে মোহিতকে গলা ধাক্কা দিতে দিতে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিল। মোহিত সেই দিনই কোথায় নিরুদ্দেশ হইল।

এগার

কিশোরীবাবু রোগ শয্যায় শায়িত। প্রায় দুই মাস পূর্ব্ব হইতে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কয়েক দিবস হইতে তাঁহার ব্যাধি অপেক্ষাকৃত একটু বেশী; ডাক্তার বৈদ্যের অভাব নাই। কিন্তু চিকিৎসায় বিশেষ কোন সুফল দর্শিতেছে না। কিশোরীবাবুর মনে শান্তি ছিল না;—পুত্রের ভবিষ্যৎ চিন্তাই তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গের একটা প্রধান কারণ। অমরেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় বার বিবাহ দিবার ইচ্ছা তাঁহার মোটেই ছিল না, শুধু গৃহিনীর অনুরোধে পড়িয়াই তিনি তাহাতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন,—তাহাতেও দুঃখ ছিল না, যদি পুত্রটীর চরিত্রদোষ না ঘটিত। তিনি যখনই পুত্রের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতে যাইতেন, রোগ-যন্ত্রণা তখন তাঁহার কোথায় পলাইয়া যাইত, স্নেহাতুর পিতৃ-হৃদয় দারুণ নিরাশায় হাহাকার করিয়া উঠিত। সময় সময় তিনি ভাবিতেন, আমার মৃত্যুর পর এ অতুল বিষয় সম্পত্তি কে রক্ষা করিবে? অমরেন্দ্রনাথের উপর তিনি বিশ্বাস হারাইয়াছিলেন। তবে তিনি মনে মনে একটা সঙ্কল্প করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, কৌশলে পুত্রকে সৎপথে আনিতে হইবে, এবং যদি তাহা সম্ভব হয় ভালই, নতুবা যাবতীয় বিষয়-সম্পত্তি হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিব,—পুত্রবধূমাতাদের মধ্য

হইতে যাহাকে উপযুক্ত বিবেচনা করিব, তাহাকেই উইল করিয়া দিব। আর সে উইলে এইরূপ লেখা থাকিবে যে, পুত্র যদি কখন সৎপথে আসে, তবে সে তখন সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারিবে ; নতুবা কোন সময়ের জন্য সে অন্য যে কোন কারণে হোক, সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারিবে না—বধূমাতারও তাহা দিবার কোন অধিকার থাকিবে না।

কিশোরীবাবু পুত্রের অধঃপতনের কথা জানিয়াও কিন্তু তাহার খরচের জন্য প্রতি মাসে একশত করিয়া টাকা পাঠাইতেন। সময় সময় তিনি ভাবিতেন, পাঠাইব না, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই তাঁহার স্নেহাতুর পিতৃ হৃদয় টলিয়া উঠিত, সে সঙ্কল্প মুহূর্ত্তে কোথায় বিলীন হইয়া যাইত।

কয়েকদিন হইতে কিশোরীবাবুর ব্যাধিটা অপেক্ষাকৃত বেশী, তাই অমরেন্দ্রনাথকে আসিতে টেলিগ্রাম করা হইয়াছিল ; কিন্তু অমরেন্দ্রনাথের কোন সন্ধান নাই। পূর্ব্বেও তাহাকে কয়েকখানি পত্র লেখা হইয়াছিল, কোন উত্তর পাওয়া যায় নাই।

সেদিন কিশোরীবাবু তাঁহার রোগশয্যায় পড়িয়া ছটফট করিতেছিলেন, আর ভাবিতেছিলেন, পুত্র অমরেন্দ্রনাথের কথা। 'হায়! কেন তাহার এরূপ অধঃপতন ঘটিল! ভগবান, তুমি তার মঙ্গল কর, সুমতি দাও!' একটা মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কিশোরীবাবু পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলেন। এই সময়ে ভবসুন্দরী আসিয়া তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্টা হইলেন এবং তাঁহার রোগ-শীর্ণ দেহে ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে কহিলেন,—"নায়েব মশাইকে একবার পাঠিয়ে দিলে হ'ত না অমরের কাছে? তার ত কোন সন্ধানই

মিল্‌ছে না ;—টেলিগ্রাম করা হ'য়েছিল, তারও ত' কোন্‌ জবাব এল না !"

কিশোরীবাবু ধীর গম্ভীরকণ্ঠে কহিলেন,—"কিছু জিজ্ঞেস করো না তার কথা আমার কাছে,—যা' ভাল বোঝ কর গিয়ে। অমন ছেলের মুখদর্শনেও পাপ !" কিশোরীবাবু মুখে কহিলেন যে, অমন ছেলের মুখদর্শনেও পাপ, কিন্তু অন্তরের মধ্যে তাঁহার পুত্রকে দেখিবার ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল।

ভবসুন্দরী সজোরে একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন,—"তা'-হ'লেও তোমার এই অসুখ—"

—"হাঁ আমার এই অসুখ, হয় ত' বাঁচবো না সে'ও ঠিক,—"

ভবসুন্দরী তাঁহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন,—"আঃ—কি যে বলো তুমি !"—

কিশোরীবাবুর রোগ-পাংশু বদনে একটু ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। কহিলেন,—"ঠিক বল্‌ছি গিন্নী, এমন বোধ হয় আর বাঁচবো না।"

ভবসুন্দরী মিনতি-পূর্ণকণ্ঠে কহিলেন,—"ও সব বলো না, তোমার পায়ে পড়ি !"

কিশোরীবাবু আবার একটু হাসিলেন। বলিলেন,—"আর কতদিন বাঁচবো গিন্নী, সময় হ'য়ে এসেছে। এখন যত শীঘ্র যাওয়া যায় ততই ভাল। তবে শেষ বয়সটায়—" কিশোরীবাবু অন্য দিকে মুখ ফিরাইলেন।

ভবসুন্দরীর চোখে জল আসিতেছিল, তিনি তাহা মুছিয়া অতি

কোমলকণ্ঠে কহিলেন,—"ডাক্তার বাবু বেশী কথা বল্‌তে বারণ করেছেন,—একটু ঘুমাবার চেষ্টা করো।" বলিয়া একখানি পাখা লইয়া ধীরে ধীরে বাতাস করিতে লাগিলেন।

কিশোরীবাবু আবার কহিলেন,—"আর ঘুম গিন্নি, এখন শেষ ঘুমের অপেক্ষাই করছি!" একটু থামিয়া পুনরায় কহিলেন,—"সব মীমাংসাই করতে পেরেছি গিন্নি, কিন্তু আমি-অন্তে আমার এই বিষয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী কে হবে, সেইটেই শুধু ঠিক ক'রতে পারি নি। অমরকে আমি কিছুতেই এর উত্তরাধিকারী করবো না, হতচ্ছাড়া কুলাঙ্গারটা কিছুতেই এ রাখতে পারবে না—সব উড়িয়ে দেবে গিন্নি, সব উড়িয়ে দেবে!—"

ভবসুন্দরী ক্রন্দন-জড়িতকণ্ঠে কহিলেন,—"তোমার পায়ে পড়ি, একটু ঘুমোও!"

কিশোরীবাবু আমার পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া কহিলেন,—"না গিন্নি, ঘুম আসছে না, যদি আমার অবস্থা বুঝ্‌তে, তা'হ'লে বার বার ঘুমাবার কথা বল্‌তে না।—ছেলে আমার জাহান্নামে গিয়েছে, সে জন্যে আমি একটুও ভাবিনে বা দুঃখ করিনে, কিন্তু গিন্নি, আমার এই মান-সম্ভ্রম বিষয়-সম্পত্তির কি হবে, সেইটেই আমায় বলো একবার, তাই ভেবেই যে আমি—"

ভবসুন্দরী সান্ত্বনার কণ্ঠে কহিলেন,—"ভেবে আর কি হবে বলো,—এখন একটু নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোও।—ভগবান যে কেন তার এমন মতি-গতি ক'রে দিলেন—" ভবসুন্দরী একটা নিঃশ্বাস ছাড়িয়া ধীরে ধীরে স্বামীর গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন।

কিশোরীবাবু কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া আবার বলিতে লাগিলেন,—"আমি ভাব্‌ছি কি জান গিন্নি, সম্পত্তিটা বৌমাদের মধ্যে কারো নামে উইল করে দিয়ে যাবো, আর তা' শীঘ্রই দরকার হয়ে পড়েছে, কারণ শেষটায় যদি না হয়।"

ভবসুন্দরী কহিলেন,—"সে ভাবনা ভেবে এখন মন খারাপ করো না;—একটু বেদানার রস ক'রে দেবো?"

—"তা' দাও।—কিন্তু গিন্নি, তুমি ভাব্‌তে বারণ করছো বটে, তা' না ভেবে পারি কৈ? সব সময় ঐ একটা ভাবনাতেই যে আমাকে একেবারে অস্থির ক'রে তুলছে! আচ্ছা, বৌমাদের মধ্যে কোনটাকে উইল ক'রে দিলে তুমি সন্তুষ্ট হও গিন্নি? আমি ভাব্‌ছি, ছোটটাকেই দেবো! বড় বৌমাটীর বাপের যথেষ্ট আছে, আর তিনি বোধ হয়, ছোটটাকে দিলেও বিশেষ অসুখী হবেন না,—বড্ড টান কিন্তু তাঁর ছোট বৌমার ওপর! সতীনের মধ্যে এমন কোথাও দেখা যায় না, কি বল?"

ভবসুন্দরী ধীরে ধীরে কহিলেন,—"যা' বল্‌ছো ঠিক! বড় বৌমার মত মেয়ে আজ কাল খুব কমই দেখা যায়; নিজের বোনকে মানুষে যা না করে, তার চেয়েও ছোট বৌমাকে তিনি বেশী করছেন—কিন্তু ছোট বৌমাকে খুব ভাল বল্‌তে পারিনে, তিনি যেন তাঁকে একটু ঈর্ষা করেন।"

কিশোরীবাবু কহিলেন,—"হাঁ গিন্নি, আমিও তা' কতকটা বুঝতে পারি,—তা'হ'লেও আমি ছোট বৌমাকে উইল করে দেবো; দেখো পরিণামে তাতে ভাল হবে!"

স্বামি-স্ত্রীতে এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল, আর পার্শ্বের কক্ষের দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া একটী অবগুণ্ঠনবতী পরমাসুন্দরী যুবতী আড়ি পাতিয়া তাহা শ্রবণ করিতেছিল। যুবতীর বয়স বছর সতের; কিন্তু বয়স অপেক্ষা তাহাকে দেখিলে যেন কিছু ছোট বলিয়া মনে হয়। তাহার তপ্তকাঞ্চননিভ সুন্দর অবয়বের গঠন অতি চমৎকার, তাহার মুখশ্রীও বড়ই সুন্দর—যেন দেখিলে ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়। যুবতীর প্রতি একটু বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলে বেশ বুঝা যায় যে, সে সুচতুরা; চোখে মুখে সদা সর্ব্বদাই তাহার দুষ্টামী বিরাজ করিতেছে। যুবতীর চোখ বড়ই সুন্দর এবং চোখের চাহনী তার চেয়ে আরও সুন্দর। যুবতী দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া স্বামি-স্ত্রীর কথোপকথন শুনিতেছিল, আর কখন বা মুখখানি বিকৃত করিতেছিল, কখনো বা মৃদু মৃদু হাস্য করিতে-ছিল। স্বামি-স্ত্রীর কথোপকথন শেষ হইলে, যুবতী ধীরে ধীরে গিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া অনুচ্চস্বরে ডাকিল,—"মা!"

ভবসুন্দরী তাহাকে দেখিয়া কহিলেন,—"এস বৌমা, এখানে এসে ব'সে আস্তে আস্তে বাতাস করো। বোধ হয় একটু ঘুমিয়েছেন—আমি ততক্ষণ আহ্নিকটা সেরে আসি!"

বলা বাহুল্য, যুবতী অমরেন্দ্রনাথের নব বিবাহিতা পত্নী—নাম ঊর্ম্মিলা। সে ধীরে ধীরে গিয়া কিশোরীবাবুর শয্যার পার্শ্বে উপবেশন করিল; তার পর ভবসুন্দরীর নিকট হইতে পাখাখানি লইয়া তাঁহাকে মৃদু মৃদু বাতাস করিতে লাগিল। ভবসুন্দরী তখন আহ্নিক সারিতে ধীরে ধীরে উঠিয়া গেলেন।

বার

কিশোরীবাবুর একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল ;—তন্দ্রাঘোরে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন যে, তিনি যেন নৌকারোহণে কোথায় ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন, সঙ্গে পত্নী ভবসুন্দরী ও পুত্র অমরেন্দ্রনাথ। অকূল সাগর-বক্ষে অতি ক্ষুদ্র সৌখীন তরণীখানি হেলিয়া দুলিয়া ধীরে ধীরে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতেছে। ঊর্দ্ধে নীলাকাশে কয়েকখানি পাতলা ধূসর মেঘ দৃষ্টিগোচর হইতেছে ; সেই মেঘরাশি ভেদ করিয়াও আকাশ খানির নীলাভা দেখা যাইতেছে, এবং আকাশ খানির এক স্থান হইতে কিসের একটা উজ্জল আলোকরশ্মি আসিয়া সাগর-বক্ষে নিপতিত হইয়া, কেমনই একটা ভয়াবহ দৃশ্যের সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে—যেন সেদিকে তাকাইতেও ভয় করিতেছে। হঠাৎ যেন সারাটা আকাশ সেই উজ্জল আলোকমালায় ছাইয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ডবেগে ঝটিকা প্রবাহিত হইতে লাগিল। সাগর-বক্ষ-উত্থিত উত্তালতরঙ্গ-মালা সকল ভীমগর্জ্জনে গর্জ্জিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তে ক্ষুদ্র তরণীখানি একবার দুলিয়া উঠিল, পরমুহূর্ত্তেই সেই ভীষণ ঝড় তুফান ভেদ করিয়া তীর বেগে কোথায় ছুটিয়া চলিল। ঝড়ের বেগ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তরণীখানিও তীর বেগে ছুটিতে লাগিল। ছুটিতে ছুটিতে ক্রমে কোন এক নূতন রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল।..............ঝড়ের বেগ তখন অপেক্ষাকৃত কমিয়া গিয়াছে ; কিন্তু উত্তালতরঙ্গ-মালাসমূহের ভীম গর্জ্জন তখনো সমভাবে চলিতেছিল। নৌকাখানি আরও কিয়দ্দূর

অগ্রসর হইল;—এখান হইতে সাগরের গতি দুইটী বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত—দক্ষিণে এবং বামে। বাম পার্শ্ব দিয়া যেটী প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে সেটী বেশ ধীর শান্ত কিন্তু দক্ষিণ পার্শ্ব বাহিয়া যেটী চলিয়াছে, সেটীর ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি দেখিলে প্রাণ ত্রাসে কাঁপিয়া উঠে। নৌকাখানি এই ত্রি-মোহানায় আসিয়া সহসা থামিয়া গেল। একবার দুলিয়া উঠিল, তার পর সেই উত্তালতরঙ্গ-মালার মধ্যে পড়িয়া ভীষণভাবে নৃত্য আরম্ভ করিল। সকলে ভয়ে কাঁপিতে লাগিল;—নৌকাখানির সেই ভীষণ নৃত্য ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তাহা যেন আর কিছুতেই থামিতে চাহে না। এই সময়ে সকলে দেখিল, দুই পার্শ্বের সাগর-বক্ষ বাহিয়া আরও দুইখানি তরণী তাহাদের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। বাম-পার্শ্বের সাগর বাহিয়া যেখানি আসিতেছিল, সেখানি অপেক্ষাকৃত ছোট এবং সাদাসিধা রকমের, কিন্তু দক্ষিণ পার্শ্ব বাহিয়া যেখানি আসিতেছিল, সেখানি যেমন বৃহৎ তেমনি সুন্দর ও সৌখীন। তরণী দুইখানি ছুটিয়া আসিতেছে দেখিয়া সকলের প্রাণে একটু আশার সঞ্চার হইল। নৌকা দুইখানি যখন খুবই নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, ঠিক সেই সময় অমরেন্দ্রনাথ হঠাৎ সাগর-বক্ষে পতিত হইল; সকলে 'হায়' 'হায়' করিয়া উঠিলেন। অমরেন্দ্রনাথ সাগর-বক্ষে পড়িয়া হাবু-ডুবু খাইতেছে; কিশোরীবাবু ও ভবসুন্দরী তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু পারিতেছেন না। এই সময়ে সেই নৌকা দুইখানি দুইদিক হইতে আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। কিশোরীবাবু ও ভবসুন্দরী সবিস্ময়ে [illegible], বিভিন্ন তরণীদ্বয়ের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিলেন—কিশোরীবাবুর পুত্রবধূদ্বয়—সুষমা

ও উর্ম্মিলা! উর্ম্মিলার সর্ব্বাঙ্গে মণিমুক্তা-হীরক-খচিত নানা ভাবের নানারূপ অলঙ্কারাদি শোভা পাইতেছে, পরিধানে বহুমূল্য পরিচ্ছদাদি শোভা পাইতেছে ও মুখে যেন তাহার কেমনই একটা পৈশাচিক হাসি বিরাজ করিতেছে। সে ধীরে ধীরে তাহার সৌখীন সুন্দর তরণীখানি কিশোরীবাবুর তরণীর পার্শ্বে আনিয়া উপস্থিত করিল। তারপর কিশোরীবাবু ও ভবসুন্দরী যে স্থানে বসিয়া অমরেন্দ্রনাথের উদ্ধারের ভাবনা ভাবিতেছিলেন, সেই স্থানে গিয়া ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িল, এবং হাবুডুবু প্রায় অমরেন্দ্রনাথের প্রতি চাহিয়া বিকট হাস্য করিয়া উঠিল। আর সুষমা নিরাভরণা শতচ্ছিন্ন-মলিন-বসন-পরিহিতা, আলুলায়িত-কুন্তলা, মুখখানিতে তাহার যেন কি এক অপার্থিব বিষণ্ণতা বিরাজ করিতেছে। সে স্বামীর উদ্ধারকল্পে মুহূর্ত্তে সাগর-বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং পর মুহূর্ত্তেই অগাধ সাগরমধ্য হইতে স্বামীকে বক্ষে ধরিয়া পুনরায় নিজ নৌকায় ফিরিয়া আসিল;—নৌকাখানি তখন ধীরে ধীরে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল। উর্ম্মিলা তাহা দেখিয়া আবার অট্ট হাস্য করিয়া উঠিল। সে পৈশাচিক হাসি দেখিয়া ভবসুন্দরী ভীতা হইলেন—কিশোরীবাবুর প্রাণের ভিতরটাও একবার কাঁপিয়া উঠিল। তখন আকাশখানি যেন সেই অট্ট হাস্যের প্রতিধ্বনি তুলিয়া সহসা ভীষণভাবে গর্জ্জিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ অগ্নিবৃষ্টি আরম্ভ হইল—কিশোরীবাবু ভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন।—পর মুহূর্ত্তেই তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল সত্য, কিন্তু তখনো তাঁহার প্রাণের ভিতরটা কাঁপিতেছিল, সর্ব্বাঙ্গ হইতে বিন্দু বিন্দু স্বেদ বারি নির্গত হইতেছিল,

দারুণ পিপাসায় তাঁহার কণ্ঠ-তালু শুকাইয়া আসিতেছিল। তিনি অস্ফুটস্বরে কহিলেন,—"একটু জল!"

ঊর্ম্মিলা কহিল,—"ডাবের জল দেবো একটু?"

"না—।" ঊর্ম্মিলা ধীরে ধীরে তাঁহার মুখে একটু জল দিল।

অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়া কিশোরীবাবু কহিলেন,—"ছোট বৌমা, তুমি একবার গিন্নীকে ডাক ত!"—

ঊর্ম্মিলা উঠিয়া গেল এবং অব্যবহিত পরে ভবসুন্দরীকে সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসিল। কিশোরীবাবু কি ভাবিয়া কহিলেন,—"ছোটবৌমা, তোমার খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে?"

ঊর্ম্মিলা মৃদুস্বরে কহিল,—"খিদে পাইনি!—"

কিশোরীবাবু কহিলেন,—"খিদে পাইনি মিছে কথা! এতটা বেলা হয়ে গেছে—যাও খাওয়া দাওয়া সেরে এস গিয়ে।"

ঊর্ম্মিলা প্রস্থান করিল, তখন কিশোরীবাবু ভবসুন্দরীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"গিন্নি, বড় ভয়ঙ্কর একটা স্বপ্ন দেখেছি; এমন স্বপ্ন আমি জীবনেও কখন দেখিনি। কেন এমন স্বপ্ন দেখ্‌লাম! এখনও আমার গা কাঁপছে গিন্নি! কি ভীষণ স্বপ্ন যে,—উঃ—!"

ভবসুন্দরী সাগ্রহে প্রশ্ন করিলেন,—"কি স্বপ্ন দেখেছ?"

কিশোরীবাবু তখন একে একে স্বপ্নদৃষ্ট সমস্ত ঘটনা ভবসুন্দরীর নিকট ব্যক্ত করিলেন। শুনিয়া ভবসুন্দরী আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন। আকুলকণ্ঠে কহিলেন,—"ভগবান, জানিনা তোমার মনে কি আছে,—অমর যেন আমার ভাল থাকে!" পুত্রের ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কায় জননীর নয়নযুগল অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল। অঞ্চলপ্রান্তে তিনি তাহা

মুছিয়া ক্রন্দন-জড়িতকণ্ঠে কহিলেন,—"ওগো, আজই নায়েব মশাইকে পাঠিয়ে দাও অমরকে আনতে। এতগুলো চিঠি লেখা হ'ল, একখানিরও জবাব এল না, টেলিগ্রাম করা হ'ল, তাতেও কোন ফল হ'ল না,—নিশ্চয় তার কোন একটা বিপদ ঘটেছে! ওগো, কথা কইছ না কেন, বলো—পাঠিয়ে দেবে ত ?"

কিশোরীবাবুর মনও পুত্রের জন্য বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল,—বিশেষতঃ স্বপ্ন দেখিয়া অবধি তিনি বড়ই অস্বস্তি বোধ করিতেছিলেন; বলিলেন,—"তা'—নায়েব মশাইকে পাঠিয়ে দেওয়াই ভাল—।"

"তা'হলে আজ রাত্রের ট্রেণেই তাঁকে পাঠিয়ে দাও।"

কিশোরীবাবু কোন আপত্তি করিলেন না। সেই দিনই রাত্রের ট্রেণে বৃদ্ধ নায়েব হরিশঙ্কর কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

তের

পরদিন বৈকালবেলা ঊর্ম্মিলা তাহার নির্জ্জন ঘরখানির মধ্যে বসিয়া একমনে চুল বাঁধিতেছিল; এই সময়ে সুষমা আসিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া কোমলকণ্ঠে কহিল,—"ছোটবৌ, একাকী ব'সে চুল বাঁধছো! আমাকে ডাকলে না কেন, আমি বেঁধে দিতাম।"

ঊর্ম্মিলা কোন উত্তর করিল না, আপন মনে চুল বাঁধিতে লাগিল। সুষমা তাহার নিকটে আসিয়া বসিয়া কহিল,—"এদিকে দাও চিরুণীখানা, আমি বেঁধে দিই! ইঃ, চুলে যে একেবারে জট বেঁধে গেছে!" তারপর একটু হাসিয়া কহিল, "সত্যি ছোটবৌ, আজ মনটায় বেশ একটু শান্তি পাওয়া যাচ্ছে,—শ্বশুরঠাকুরও আজ বেশ ভাল আছেন, আর—"

সুষমা কথা অসমাপ্ত রাখিয়া মধুর হাসি হাসিয়া ঊর্ম্মিলার দিকে চাহিল। ঊর্ম্মিলাও তাহার দিকে চাহিল, চাহিয়া মৃদু হাসিয়া কহিল,— "আর কি?"

সুষমা পূর্ব্ববৎ হাসিতে হাসিতে কহিল,—"আর তোমার—"

—"কি আমার?"

—"যাও, জানিনে! সত্যি ছোটবৌ, আজকের দিনটা বড় ভাল, না?"

"কেন?"

"না কেন? এতদিন পরে এসেছেন—"

উর্ম্মিলা বাধা দিয়া কহিল,—"তা'তে আমার কি?"

—"তা'তে তোমার কি? তা' বটে!—তোমার মত ভাগ্যবতী হ'তে পারলেও আমি নিজকে যথেষ্ট সুখী মনে করতাম, ছোটবৌ!"

উর্ম্মিলা মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল,—"কি যে বলো তুমি, কিসে আমি ভাগ্যবতী? আমি ত দেখ্‌ছি তুমিও যা' আমিও তাই!"

সুষমা ক্ষুদ্র একটী নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—"না ছোটবৌ, ভুল করছো! তোমার আমার ঠিক এক অবস্থা নয়। আর কিছু না হোক, স্বামী তোমাকে ভালবাসেন—"

"আহা, কি যে ভালবাসেন! অমন ভালবাসা আমি চাইনে—!"

সুষমা সবিস্ময়ে কহিল,—"চাওনা!"

—"কিছুতেই না! মাগী নিয়ে প'ড়ে থাকবেন,—আবার আমায় ভালবাসেন,—ছাই ভালবাসা, অমন ভালবাসার মুখে আগুন!"

সুষমা জিভ কাটিয়া কহিল,—"বল্‌তে নেই ছোটবৌ!"

—"খুব আছে! চাইনে আমি অমন ভালবাসা, একশ'বার বল্‌বো!"

সুষমা মৃদু হাসিয়া কহিল,—"ছোটবৌ, তুমি একটু পাচ্ছ ব'লেই অতটা জিদ্‌—অতটা জোর করতে পারছো?—তুমি চাইছো না, কিন্তু আমি ঐটুকু পেলেই নিজেকে যথেষ্ট ভাগ্যবতী মনে করতাম ছোটবৌ! অনেকের স্বামীই ও-বয়সে একটু চরিত্র হারিয়ে থাকেন, তাতে কিছু এসে যায় না!"

উর্ম্মিলা হঠাৎ বলিয়া উঠিল,—"ও, বুঝেছি!—"

সুষমা মৃদু হাসিয়া প্রশ্ন করিল,—"কি বুঝ্‌লে আবার?"

উর্ম্মিলা খুব গম্ভীর হইয়া কহিল,—"বুঝ্‌লাম, স্বামী চরিত্র হারিয়েছেন, তা'তে তুমি দুঃখী নও, বরং সুখী।"

—"সে কি কথা ছোটবৌ!"—সুষমা যেন চমকিয়া উঠিল।

উর্ম্মিলা পুরামাত্রায় গাম্ভীর্য্য বজায় রাখিয়া কহিল,—"সবই বুঝি আমি, সবই বুঝি।"

সুষমা শঙ্কিতকণ্ঠে কহিল,—"কি বল্‌ছো ছোটবৌ, বুঝিয়ে বলো।"

—"বুঝিয়ে আর কি বল্‌বো! স্বামী চরিত্র হারালে তা'তে তোমার কিছু এসে যায় না—সে কথা তুমি খুবই বল্‌তে পার!"

—"তার মানে?"

—"অন্ধের দিনই বা কি রাত্তিরই বা কি! স্বামী চরিত্র হারালে সেটা বরং খুবই ভাল;—কিন্তু সুমুখের ওপর সতীনকে ভালবাসবে, তা' কি কখন সহ্য হয়?" শ্লেষপূর্ণ-কণ্ঠে কথা কয়টী বলিয়া উর্ম্মিলা দম্ দম্ শব্দে পা ফেলিয়া কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

ব্যাপার কি তাহা না বুঝিলেও সুষমা এটুকু বুঝিল যে, উর্ম্মিলা তাহার কথার উল্টা অর্থ ধরিয়া এই গণ্ডগোলটুকু বাধাইয়াছে। নীরবে একটী নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে ভাবিল, "একটু বুঝাইয়া বলিলেই হয় ত উর্ম্মিলার ভুল শোধরাইয়া যাইবে—কিন্তু কথায় কথায় সে যে আমায় এইরূপে বাক্যবাণে বিদ্ধ করিবে ইহা ত খুব ভাল কথা নয়। —ভগবান, সবই যেন আমি নীরবে সহিতে পারি, যত বড় দুঃখ কষ্ট হোক না কেন, সব যেন আমি বুক পাতিয়া লইতে পারি—এটুকু আমার প্রতি কৃপা করিও ভগবান!"

সুষমা বহুক্ষণ নীরবে সেইস্থানে বসিয়া থাকিয়া অবশেষে কি ভাবিয়া ধীরে ধীরে কিশোরীবাবুর কক্ষে গিয়া প্রবেশ করিল। কিশোরীবাবু শরীরটা অন্ত বেশ সুস্থ বোধ করিতেছিলেন। তিনি মৃদু হাসিয়া কহিলেন,—"এস বৌমা! দু'পুরের পর থেকে তোমায় যে মোটেই দেখ লাম না—বুড়ো আছে কি মরেছে, তা'ত একবার দেখ তে হয়!"

সুষমা বড়ই লজ্জিত হইল। সে ধীরে ধীরে গিয়া কিশোরীবাবুর শয্যাপ্রান্তে বসিল এবং নতমুখে কহিল,—"দু'পুরে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, তাই আস্‌তে পারিনি!"

কিশোরীবাবু সুষমার সহিত কথাবার্ত্তায় ক্রমে উইলের কথা উত্থাপন করিলেন। কহিলেন,—"বৌমা, আমি যা' সঙ্কল্প করেছি, তা' কিছু শুনেছ কি?"

সুষমা কথটা ঠিক বুঝিল না। জিজ্ঞাসা করিল,—"কি বল্‌ছেন?"

কিশোরীবাবু কহিলেন,—"উইল সম্বন্ধে কিছু কি শুনেছ?"

সুষমা অধোবদনে কহিল,—"কিছু কিছু শুনেছি!"

কিশোরীবাবু নীরবে কি একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন,—"বৌমা, এর মাঝে একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম এবং সেইথেকে মনটা এক একবার পিছিয়ে যাচ্ছে! কি করবো তা' এখনো ঠিক বুঝতে পাচ্ছিনে!" একটু থামিয়া কিশোরীবাবু পুনরায় কহিলেন,—"আচ্ছা বৌমা, তোমার কাছে পরামর্শ জিজ্ঞেস করি, কি করা উচিত আমার বলো দেখি?"

সুষমা ধীরে ধীরে কহিল,—"কি স্বপ্ন দেখেছেন আপনি, তা'ত আমি জানিনে!"

কিশোরীবাবু কহিলেন,—"আমি যে স্বপ্ন দেখেছি, তা'তে ছোট বৌমাকে আর উইল ক'রে দিতে মন এগুচ্ছে না বৌমা! সে বড় ভয়ঙ্কর স্বপ্ন—তোমার তা' শুনে কাজ নেই। তবে এটুকু জেনো, সে স্বপ্নে আমি ছোট বৌমাকে যে অবস্থায় দেখেছি, তা'তে তাকে সম্পত্তি উইল ক'রে দিতে সাহস হ'চ্ছে না!"

সুষমা কহিল,—"স্বপ্ন ত আর কখনো সত্যি হয় না!"

—"তা' জানি বৌমা, এবং সেই জন্যেই আবার ভাবছি ও কিছু নয়,—যা' সঙ্কল্প করেছি তা' করাই উচিত! গিন্নীর মত যে তোমার নামে উইল করা হোক,—এখন তোমার মতটা জানতে পারলে আমি কর্ত্তব্য স্থির করে ফেলতে পারি। স্বপ্ন আমি মোটেই বিশ্বাস করিনে!"

সুষমা অধোবদনে কহিল,—"আপনার সঙ্কল্প খুব ভালই,—আমার কাছে কেন আর এ জিজ্ঞেস করছেন!"

একটু ভাবিয়া কিশোরীবাবু কহিলেন,—"দেখো বৌমা, আজ রাত্রেই উইলটা ঠিক ক'রে ফেলবো ভাবছি! অমর বাড়ীতে এসেছে, তার সুমুখেই সব ঠিক করবো—আর দেরী করা কোন মতে উচিত নয়!"

সুষমা ধীরে ধীরে কহিল,—"এত ব্যস্ত হবার দরকার কি!"

কিশোরীবাবু মৃদু হাসিয়া কহিলেন,—"দরকার কি তা' তুমি ঠিক বুঝবে না বৌমা! কাল যদি আমার অসুখটা আবার খুব বেড়ে যায়, আর মনে করো, তাতেই যদি আমার মৃত্যু হয়, তখন? তখন কি সব অমরের হাতে পড়বে না—সে কি সব উড়িয়ে দেবে না বৌমা, তুমি কি তা' বলতে চাও?"

—"উইল ক'রে দিলেও—"

কিশোরীবাবু বাধা দিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিলেন,—"না বৌমা, উইল ক'রে দিলে তার আর বিষয়-সম্পত্তিতে কোন অধিকারই থাকবে না; আর যাকে উইল ক'রে দেবো, তারও তাকে দেবার কোন অধিকার থাক্‌বে না—যদি সে সৎপথে না আসে!—"

কিশোরীবাবু সেই দিনই রাত্রে সকলকে ডাকিয়া তাঁহার সঙ্কল্প ব্যক্ত করিলেন, এবং সেই রাত্রেই উইল লেখা শেষ হইয়া গেল। রাত্রি শেষে কিশোরীবাবুর ব্যাধিটা আবার বৃদ্ধি পাইল; পরদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে তিনি ভবলীলা শেষ করিলেন।

অমরেন্দ্রনাথ কিশোরীবাবুর শ্রাদ্ধান্তে কয়েকদিন বাড়ীতে থাকিয়া জমিদারী প্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিল। সকলে ভাবিল, এইবার বুঝি অমরেন্দ্রনাথ সৎপথে আসিল। কিন্তু অমরেন্দ্রনাথের ভাল লাগিল না;—সে কয়েকদিন পরে আবার কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিল।

চৌদ্দ

মাস তিনেক পরের কথা

একদিন বৈকালবেলা অমরেন্দ্রনাথ কলেজ ষ্ট্রীটের ফুটপাত বাহিয়া ধীরে ধীরে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। সে ক্রমে কলেজ স্কোয়ারের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল; কি ভাবিয়া সে স্কোয়ারের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল। স্কোয়ারের একস্থানে কিসের একটা মিটিং হইতেছিল; তথায় অসম্ভব রকম জনতার সমাবেশ হইয়াছিল; অমরেন্দ্রনাথ ব্যাপার কি জানিবার জন্য ধীরে ধীরে সেইদিকে অগ্রসর হইল। কিন্তু সে জনতা ভেদ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করা তাহার পক্ষে সম্ভব হইল না—আর জনতার মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারিলেও কিছু বুঝা যায় না। অমরেন্দ্রনাথ জনতার মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য আরও কয়েকবার চেষ্টা করিল—কিন্তু পারিল না। অবশেষে সে এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিল,—"মশাই, ব্যাপার কি?" সে ব্যক্তি হাসিয়া কহিল,—"জানি না মশাই!" অমরেন্দ্রনাথ বিরক্ত হইয়া অন্য পার্শ্বে গিয়া আর এক ব্যক্তির নিকট জিজ্ঞাসা করিল,—"ব্যাপার কি মশাই?" কিন্তু জিজ্ঞাসা করিয়াই অমরেন্দ্রনাথ সে ব্যক্তির প্রতি চাহিয়া চমকিয়া উঠিয়া সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল,—"একি—মোহিত! তুমি!—"

মোহিত ম্লান হাসিয়া কহিল,—"হ্যাঁ ভাই, আমি। চল, ওদিকে চল—বড় ভিড় এখানে!—"

অমরেন্দ্রনাথ অনেকদিন পরে বন্ধুর সাক্ষাৎ পাইয়া প্রাণের মধ্যে বড়ই আনন্দ অনুভব করিল। সে প্রফুল্লমুখে কহিল,—"কেমন আছ ভাই; কোথায় ছিলে, কবে এসেছো ?"

মোহিত হাসিয়া কহিল,—"এতগুলো প্রশ্নের একসঙ্গে উত্তর দেওয়া ত মুস্কিল! চল, একটু ফাঁকা জায়গায় গিয়ে একে একে সব বল্‌ছি,—এস!" বলিয়া মোহিত অমরেন্দ্রনাথের একখানি হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে জনতার মধ্য হইতে বাহির হইয়া পড়িল। স্কোয়ারের মধ্যে কোথাও তেমন ফাঁকা জায়গা না দেখিয়া উভয়ে বাহিরে ফুটপাতের উপর আসিয়া উপস্থিত হইল। অমরেন্দ্রনাথ কহিল,—"তারপর কোথায় ছিলে এতদিন ?"

মোহিত একটু হাসিয়া কহিল,—"আর কোথায় ছিলাম ভাই! কত জায়গা ঘুর্‌লাম, কত দেশ দেখ্‌লাম—ভাল কথা, তুমি এগ্‌জামিন দিয়েছ ত ?"

অমরেন্দ্রনাথ ইতস্ততঃ করিয়া কহিল,—"না।"

—"সে কি! এগ্‌জামিন দাওনি, কেন ?"

অমরেন্দ্রনাথ বিশুষ্ক ম্লান হাসিমুখে কহিল—"আর পড়বো না, লেখাপড়া সব হয়ে গেছে—!"

মোহিত বিস্মিতকণ্ঠে কহিল,—"লেখাপড়া সব ছেড়ে দিয়েছ ?"

—হ্যাঁ, অনেকদিন!"

উভয়ে কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে ক্রমে পথ অতিক্রম করিতেছিল; সম্মুখে একটা চা'য়ের দোকান দেখিয়া অমরেন্দ্রনাথ কহিল,—"এস দু'কাপ চা খাওয়া যাক্!" উভয়ে ধীরে ধীরে চা'য়ের দোকানে গিয়া প্রবেশ

করিল। অনেকক্ষণ তথায় বসিয়া উভয়ের মধ্যে নানারূপ কথাবার্ত্তা হইল। অমরেন্দ্রনাথের পুনরায় দার পরিগ্রহ, পিতৃবিয়োগ, মোহিতকে সৎপথে আনিতে গিয়া নিজের কুপথ অবলম্বন ইত্যাদি একে একে সে সমস্তই মোহিতের নিকট ব্যক্ত করিল। মোহিতের বলিবার কথা বিশেষ কিছু ছিল না; তবে লাবণ্যলহরীর কুহকে পড়িয়া কিরূপে সে যথাসর্ব্বস্ব হারাইয়াছে এবং কিরূপে সে তাহার নিকট অপমানিত হইয়া মনের দুঃখে দেশত্যাগী হইয়াছিল, তাহা অমরেন্দ্রনাথের নিকট বিশদভাবে ব্যক্ত করিল। অবশেষে মোহিত অমেরন্দ্রনাথকে সম্বোধন করিয়া কহিল,—"দেখ ভাই, একদিন তুমি এ সম্বন্ধে আমায় কত বুঝিয়েছিলে, কত পরামর্শ দিয়েছিলে, কিন্তু আমি তা' শুনিনি! তখন আমি এমনই ক্ষেপে উঠেছিলাম যে, লোকে ভাল বল্লেও আমার তা' মন্দ লাগ্‌ত! আর আজ আমি একেবারেই নিঃস্ব, পথের ভিখারী,—দু'বেলা দু'মুঠা অন্নের সংস্থান অবধি আমার নেই! তাই বল্‌ছিলাম অমর, সুখী হ'তে পার্‌বে না; সাধ ক'রে কেন আগুনে ঝাঁপ দিতে গেলে? আমাকে দেখেও অন্ততঃ তোমার শিক্ষা হওয়া উচিত ছিল। অমর বেশী কি আর বল্‌বো তোমায়—ও পথে কেউ কখনো সুখী হ'তে পারিনি বা পারবে না! তখন বুঝিও বুঝ্‌তাম না, তাই আজ আমার এই দশা! আজ দেখ্‌ছো বটে, লাবণ্যলহরী তোমায় যথেষ্ট ভালবাসে, যত্ন করে,—দু'দিন পরে দেখ্‌বে সব মিথ্যে! ওদের কপট প্রণয়ে প'ড়ে, ওদের রূপ-বহ্নিতে ঝাঁপ দিয়ে তোমার আমার মত অনেকেই—অনেক ধনীই সর্ব্বস্ব হারিয়েছে, একেবারে পুড়ে ভস্ম হয়ে গেছে!"—

অমরেন্দ্রনাথ হাসিয়া কহিল,—"মোহিত, কি সব পাগলের মত আবল-তাবল বক্‌ছো ?"

মোহিত কহিল,—"আবল-তাবল নয় অমর! যা' বল্‌ছি অতি সত্য,—আজ বুঝ্‌তে না পারলেও, দু'দিন পরে বুঝ্‌বে।"—

অমরেন্দ্রনাথ কহিল,—"সে তখন বোঝা যাবে, এখন ওসব কথা ছেড়ে দাও, ভাল লাগ্‌ছে না—অন্য কথা বলো।—"

মোহিত হাসিয়া কহিল,—"ভাল না লাগ্‌বারই কথা, তা আমি জানি। আমিও কোনদিন অমনি ধাঁধা'য় পড়েছিলাম অমর!—যা' ভাল বুঝি বল্লাম, এখন ভাল মন্দ—সে তোমার ওপর।"

অমরেন্দ্রনাথ কহিল,—"সেই ভাল! যাক্‌, বর্ত্তমানে তুমি ক'দিন থাক্‌বে এখানে ?"

—"তার কিছু ঠিক নেই! একটা চাক্‌রী-বাক্‌রীর চেষ্টায় আছি;—খুঁজে দাওনা একটা—তা'হলে আর যাইনে কোথাও, এখানেই থেকে যাই!"

অমরেন্দ্রনাথ সাগ্রহে কহিল,—"চাক্‌রী কর্‌বে তুমি! সত্যি বল্‌ছো ?"

মোহিত হাসিয়া কহিল,—"কেন, বিশ্বাস হচ্ছে না ?"

"সত্যই যদি করো—"

মোহিত বাধা দিয়া কহিল,—"না ক'রে আর উপায় নেই অমর! তুমি আমার অবস্থা ঠিক বুঝ্‌তে পারছো না, তাই অমন সন্দেহ করছো,—চাক্‌রী না কর্‌লে খা'ব কি ?"

অমরেন্দ্রনাথ প্রশ্ন করিল,—"কত টাকা মাইনে পেলে তুমি চাক্‌রী করতে পার—টাকা শ'খানেক ?"

মোহিতের একটু হাসি পাইল; বলিল,—"একশ' টাকা মাইনে

আমায় দেবে কেন অমর! টাকা ষাটেক পেলেই আমার পক্ষে যথেষ্ট—তার চেয়ে কম পেলেও আমার কোন ক্ষতি নেই। মোটের পর খাওয়াটা আর কিছু পকেট খরচ পেলেই আমি সন্তুষ্ট হই।"

অমরেন্দ্রনাথ নীরবে কি একটু চিন্তা করিয়া কহিল,—"পাড়াগাঁয়ে গিয়ে থাকৃতে পারবে, যদি চাকৃরী পাও?"

—"কেন পার্‌বো না অমর!"

অমরেন্দ্রনাথ কহিল,—"বাড়ী থেকে আমি রীতিমত টাকাকড়ি পাচ্ছিনে, দু'দিন অন্তর বাড়ী যাওয়া—সেও আমার পক্ষে বড় বিরক্তিবোধ হয়। বুড়ো নায়েবকে যথেষ্ট বলেছি, কিন্তু আমি তার রকমটা ঠিক বুঝ্‌লাম না! তাই ভাব্‌ছি, ষ্টেটের জন্য একজন ম্যানেজার দরকার; তা'—তুমি যদি রাজি হও ত বলো, তোমাকেই ওই পোষ্টে বাহাল করবার চেষ্টা করি। খাওয়া-দাওয়া আমাদের বাড়ীতেই করবে, আর মাইনে ষ্টেট থেকে যাতে শতখানেক ক'রে পাও, তা' আমি ক'রে দেবো'খন—ভবিষ্যতে আরও বাড়বে! তবে একটা কথা, আমার যখন যা' দরকার, চিঠি লিখ্‌লেই যেন পাই!"

—"সে আর বল্‌তে হবে না! কিন্তু অমর, শেষটায় কিনা তোমার অধীনেই চাকৃরী কর্‌তে হ'ল!—"

—"চাকৃরী কেন মনে করছো মোহিত! বন্ধুর একটু উপকার করছো মনে কর্‌লেই ত হয়! বাড়ী থেকে আমি রীতিমত টাকাকড়ি পাচ্ছিনে,—বন্ধু হয়ে বন্ধুর মত কাজ করবে—এত ঠিক চাকরী নয় মোহিত!"

মোহিত হাসিয়া কহিল,—"চাকৃরী নয়?"

—"না, বন্ধুর একটু উপকার মাত্র।"

—"তা' কেমন ক'রে অমর! টাকা দিলে ত তুমি যথেষ্ট লোক পাবে, যার দ্বারা এ কাজগুলো সম্ভব হবে।"

অমরেন্দ্রনাথ কহিল,—"টাকা দিলে আমি যথেষ্ট লোক পাব সত্যি, কিন্তু তাদের সঙ্গে তোমার তুলনা হ'তে পারে না। তুমি করবে ঠিক বন্ধুর মত, নিজের মত—আর তারা করবে টাকার মত। যাক্, তোমার কিছু আপত্তি আছে এতে?"

মোহিত বিস্মিতভাবে কহিল,—"আপত্তি? বলো কি অমর! এর চেয়ে আমার আর কি সুবিধে হ'তে পারে!"

অমর কহিল,—"তা' হ'লে কবে যেতে চাও?"

মোহিত কহিল,—"আজ ত আর সম্ভব হ'বে না, সন্ধ্যে হয়ে গেছে —আর একটা ভাল দিন দেখেই যাওয়া ভাল, কি বলো?"

অমর কহিল,—"আচ্ছা, তাই যেও—।"

ইহার দিন তিনেক পরে একদিন মোহিত একটা ভাল দিন দেখিয়া অমরেন্দ্রনাথের বাড়ী অভিমুখে যাত্রা করিল। যাইবার সময় সে অমরেন্দ্রনাথের নিকট হইতে একখানি চিঠি লইয়া গিয়াছিল;— সকলে তাহাকে বিশেষভাবে যত্ন করিল। সপ্তাহ খানেকের মধ্যে মোহিতের সঙ্গে ক্রমে সকলের বেশ পরিচয় হইয়া গেল। মোহিত ক্রমে অন্দর-মহলেও আধিপত্য বিস্তার করিতে আরম্ভ করিল; অমরেন্দ্রনাথের বন্ধু বলিয়া ভবসুন্দরী তাহাকে বড়ই যত্ন করিতেন। ভবসুন্দরীকে সে মা বলিয়া ডাকিত। মোহিত যখন ইচ্ছা অন্দরমহলে যাইত, আসিত, তবে অমরেন্দ্রনাথের পত্নীদ্বয়ের সহিত তাহার বড় একটা দেখা সাক্ষাৎ হইত না।

একদিন দুপুরের পর মোহিত কি একটা বিশেষ দরকার বশতঃ কোন খবর না দিয়া ভবসুন্দরীর অনুসন্ধানে তাঁহার কক্ষদ্বারে পদার্পণ করিয়াই সহসা থমকিয়া দাঁড়াইল;—কক্ষমধ্যে ভবসুন্দরী নিদ্রা যাইতেছিলেন, তাঁহার শিয়রে কে একজন পরমাসুন্দরী যুবতী একমনে বসিয়া কি একটা শিল্পকার্য্য করিতেছিল। যুবতীর সেই ভুবন-ভুলান-রূপরাশি দেখিয়া মোহিত একেবারেই বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া গেল; এরূপ অনিন্দ্যসুন্দরী রূপসী সে জীবনে আর কখনো দেখিয়াছে বলিয়া স্মরণ করিতে পারিল না। মোহিত অনেক স্থান ঘুরিয়াছে, অনেক সুন্দরী দেখিয়াছে, কিন্তু এমন ত কখনো দেখে নাই! যুবতীর সেই অসীমরূপরাশি দেখিয়া মোহিতের প্রাণের ভিতরটা একবার টলিয়া উঠিল; সে অনিমেষলোচনে কিছুক্ষণ তাহার প্রতি চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে ধীরে ধীরে তথা হইতে প্রস্থান করিল। যুবতী একমনে বসিয়া শিল্পকার্য্য করিতেছিল—মোহিতের গমনাগমন সে মোটেই জানিতে পারে নাই।

পনের

মোহিত ফিরিয়া আসিয়া আপনার কক্ষে প্রবেশ করিল। যুবতীর সেই অনিন্দ্য-সুন্দর-রূপরাশি চিন্তা করিয়া তখনও তাহার প্রাণের মধ্যে আলোড়ন হইতেছিল। সে ধীরে ধীরে গিয়া শয্যার উপর শুইয়া পড়িল। ভাবিল, 'কে এই রূপসী? শুনিয়াছি, অমরেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পক্ষের পত্নী উর্ম্মিলা খুব সুন্দরী! তবে এই কি সেই উর্ম্মিলা? যদি তাহা হয়, তবে অমরেন্দ্রনাথকে নিতান্তই বোকা বলিব;—এমন পত্নী যাহার ঘরে, সে কি না একটা গণিকার মোহে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছে, কি আশ্চর্য্য! যদিও লাবণ্যলহরী নৃত্য-গীতে সুদক্ষ, কিন্তু রূপের তুলনা করিতে গেলে, সে যে ইহার কাছে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। এমন রূপ যে কাহারও থাকিতে পারে, ইহা ত আমি কোন দিন ধারণা করিতেই পারি নাই! অমরেন্দ্রনাথ যে ইহার কদর বুঝিল না, সত্যই এটা বড় দুঃখের বিষয়।' মোহিত একটী নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া পুনরায় ভাবিল, 'হয়ত এই যুবতী অমরেন্দ্রনাথের পত্নী উর্ম্মিলা না হইয়া অন্য কেহ হইতেও পারে! যাহা হউক, তাহার বিষয় চিন্তা করিয়া আমার কোন লাভ নাই, বৃথা সময় নষ্ট ও মন খারাপ করিয়া লাভ কি?'

মোহিত ভাবিল, যুবতীর কথা আর ভাবিবে না, কিন্তু কার্য্যে তাহা পারিল না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও যুবতীর রূপরাশি তাহার স্মৃতিপটে

আসিয়া ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। সেদিন কোন কার্য্যেই মোহিতের আর মন বসিল না।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে মোহিত চিন্তাক্লিষ্ট-চিত্তে ভ্রমণে বাহির হইল! কতস্থান ঘুরিয়া আসিল, কিন্তু মনে একটুও শান্তি পাইল না! যুবতীর রূপচিন্তাই তাহার প্রবল হইয়া উঠিল ;—রাত্রে ঘুমের ঘোরেও কয়েকবার সে যুবতীর দর্শন লাভ করিল।

বলা বাহুল্য, মোহিত যাহা ধারণা করিয়াছিল তাহাই সত্য,—যুবতী অমরেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পক্ষের পত্নী উর্ম্মিলাই বটে। উর্ম্মিলাকে দেখিয়া অবধি মোহিত যেন কেমনই হইয়া গেল। কিসে উর্ম্মিলার সহিত দুইটী কথাবার্ত্তা বলা যায়, কিসে তাহার সহিত একটু ঘনিষ্ঠতা করা যায়, এই চিন্তাই তখন তাহার প্রবল হইয়া উঠিল। মোহিত ইহার পর হইতে কারণে-অকারণে যখন-তখন অন্দরমহলে প্রবেশ করিত, দৈবাৎ দুই এক দিন উর্ম্মিলার সহিত তাহার সাক্ষাৎও হইত। কিন্তু উর্ম্মিলা তাহাকে দেখিলে দারুণ লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া মুহূর্ত্তে কোথায় অদৃশ্য হইয়া যাইত।

সুষমা এবং উর্ম্মিলা মোহিতকে প্রথম প্রথম বড়ই সঙ্কোচ করিত, ভুলিয়াও তাহারা মোহিতের সম্মুখে বাহির হইত না। কিন্তু যখন দেখিল, ভবসুন্দরী আর মোহিতকে পর মনে করেন না, পুত্রাধিক স্নেহ করেন—ভালবাসেন, এমন কি সময় সময় তিনি যখন মোহিতকে ছোটখাটো দুই একটা ফরমাইসও করিতে লাগিলেন, তখন উভয়ের সঙ্কোচটা ধীরে ধীরে কমিয়া আসিতে লাগিল। সুষমা সময় সময় যদিও বা তাহার সম্মুখে বাহির হইতে একটু

ইতস্ততঃ করিত, কিন্তু উর্ম্মিলা মোটেই করিত না। ক্রমে আবশ্যক মত তাহারা মোহিতের সহিত দুই একটা কথাবার্ত্তা বলিতেও আরম্ভ করিল।

মোহিতের অত্যধিক ঘনিষ্ঠতা সকলেই বিশেষ পছন্দ করিতেন, সকলেই এই ছেলেটীর মধুর ব্যবহারে বড়ই প্রীতি লাভ করিতেন, কিন্তু সুষমার এসব বড় ভাল লাগিত না। মোহিত ছেলে যতই ভাল হউক, ব্যবহার তাহার যতই মধুর হউক, তাই বলিয়া তাহার সহিত এরূপ মিশামিশি ঘনিষ্ঠতা করিতে হইবে এমন ত কোন কথা নাই—বিশেষতঃ এই বয়সে! নানারূপ ভাবিয়া সময় সময় সুসমার মন মোহিতের উপর বড়ই বিদ্রোহী হইয়া উঠিত। সে প্রকাশ্যে কিছু না বলিলেও, মোহিতের উপর মোটেই সন্তুষ্ট ছিল না। মোহিতও তাহা কতকটা বুঝিত এবং বুঝিত বলিয়াই সে আপনার সঙ্কল্পপথে বিশেষভাবে অগ্রসর হইতে পারিতেছিল না। মোহিত জানিত, ভবসুন্দরীকে এক রকম ফাঁকি দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু সুষমা বড়ই বুদ্ধিমতী! তাহাকে ফাঁকি দেওয়া ত দূরের কথা, এমন কি সামান্য আভাষ পাইলেও সে সব বুঝিয়া ফেলিবে।

অনেক সময় মোহিত ভাবিত, 'সুষমাকে এখান হইতে বিদায় করিতে পারিলে বিশেষ সুবিধা হইত।' উর্ম্মিলা যে দিনে দিনে তাহার প্রতি আকৃষ্টা হইতেছিল, তাহা মোহিত বেশই বুঝিত। কিন্তু বুঝিয়াও কোন উপায় ছিল না;—সুষমাই তাহার সকল অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইল। সুষমাকে বিদায় করিতে না পারিলে তাহার মোটেই স্বস্তি বোধ হইতেছিল না। যেমন করিয়াই হউক সুষমাকে বিদায় করিতে হইবে, এই সঙ্কল্প তখন তাহার প্রবল হইয়া উঠিল।

একদিন রাত্রে মোহিত আপনার শয্যায় শুইয়া ভাবিতেছিল, কি উপায়ে সুষমাকে এখান হইতে বিদায় করা যাইতে পারে? সহসা তাহার মস্তিষ্কে কি একটা খেয়াল চাপিয়া বসিল;—সে পরদিন প্রভাতে সকলকে বলিয়া কহিয়া দুইদিনের ছুটি লইয়া কোথায় বাহির হইয়া পড়িল।

ষোল

তখন রাত্রি দশটারও কিছু অধিক হইবে। অমাবস্যার রজনী, তায় আবার আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। চারিদিকে ভীষণ অন্ধকার। সেই সূচী-ভেদ্য অন্ধকাররাশি ভেদ করিয়া কোনদিকেই দৃষ্টি ফিরে না। পল্লী-পথে লোকচলাচল বহুপূর্ব্বেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। চারিদিক্ নীরব, নিস্তব্ধ। কোথাও জনমানবের সাড়া শব্দ নাই। সকলেই সুষুপ্তির ক্রোড়ে নিমগ্ন। সেই নৈশ-প্রকৃতির বিরাট নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া থাকিয়া থাকিয়া বজ্র নিনাদ হইতেছে,—থাকিয়া থাকিয়া বিদ্যুৎ চমকাইতেছে; সেই বিদ্যুতালোকে অন্ধকারটা কখনো কখনো অপসৃত হইতেছিল, আবার পর মুহূর্ত্তেই ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়া উঠিতেছিল।

ভবসুন্দরী তাঁহার পুত্রবধূদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া উপর তলার একটা কক্ষে নিদ্রা যাইতেছিলেন; সহসা কিসের একটা শব্দে তাঁহার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। কক্ষে আলো ছিল না; তিনি দেয়াশলাইয়ের বাক্সটা লইয়া ধীরে ধীরে আলো জ্বালিলেন। এই সময়ে বাহিরে বারান্দায় যেন কাহার পদশব্দ শ্রুত হইল। ভবসুন্দরী একটু ভীতা হইলেন; তিনি ধীরে ধীরে গিয়া পুত্রবধূদ্বয়কে জাগাইয়া তুলিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন,—"উপরে যেন লোক এসেছে!"

সুষমা চক্ষু রগড়াইতে রগড়াইতে কহিল,—"তা' কি সম্ভব?"

ভবসুন্দরী কহিলেন,—"নিশ্চয় সম্ভব। আমি বল্‌ছি বৌমা, নিশ্চয় উপরে কেউ এসেছে!"

উর্ম্মিলা একটু হাসিয়া কহিল,—"কে আস্‌বে মা, এই রাত্রে উপরে? বোধ হয় চাকর-বাকর কেউ হবে।"

ভবসুন্দরী কহিলেন,—"না বৌমা, চাকর-বাকর এ-দিকে আস্‌বে কি কর্‌তে,—তারা ত সব ও-দিকের ঘরে শুয়ে আছে।"

সুষমা কহিল,—"ও কিছু না মা, চাকর-বাকরই কেউ হবে!"

ভবসুন্দরী কহিলেন,—"তা' যেই হোক, দেখ্‌তে আপত্তি কি?"

কিন্তু, দেখিবে কে? কক্ষে পুরুষ লোক কেহই ছিল না।

সুষমা কহিল,—"মা, পাশের ঘরে মোক্ষদা শুয়ে আছে, ডাক্‌বো তাকে?"

ভবসুন্দরী কহিলেন,—"হাঁ, সেই ভাল। সে এসে আলোটা নিয়ে একবার বারান্দাটা দেখে আসুক,—মনে সন্দেহ রেখে কাজ কি?"

মোক্ষদাকে ডাকিবার জন্য সুষমা উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে; সহসা এই সময়ে কক্ষদ্বারে কে ভীষণ করাঘাত করিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে বজ্রগম্ভীর-নিনাদে ধ্বনিত হইল,—"দরজা খুলে দাও, নতুবা ভেঙ্গে ফেল্‌বো!—"

এই অপ্রত্যাশিত ব্যাপারে সকলেই সভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। কিন্তু বাহিরে তখন মুসলধারে বৃষ্টিপাত হইতেছে, প্রবলবেগে ঝটিকা প্রবাহিত হইতেছে, ঘন ঘন বজ্রনিনাদ হইতেছে, সে প্রলয়ঙ্কর দুর্য্যোগের মধ্যে রমণীত্রয়ের আকুল আর্ত্তনাদ কোথায় মিলাইয়া গেল। আবার বাহির হইতে ধ্বনিত হইল;—"খুলে দাও বল্‌ছি, নতুবা ভেঙ্গে ফেল্লুম।"

এবার সাহসে বুক বাঁধিয়া উর্ম্মিলা উচ্চৈঃস্বরে কহিল,—"কে তুমি?"

উত্তর হইল,—"যেই হই, দরজা খুলে দাও বল্‌ছি!" কিন্তু কাহাকেও

দ্বার খুলিয়া দিতে হইল না। দরজায় অর্গল বদ্ধ ছিল; পুনঃ পুনঃ আঘাত প্রাপ্ত হইয়া মুহূর্ত্তেই তাহা ভাঙ্গিয়া গেল এবং পর মুহূর্ত্তেই দ্বার উন্মুক্ত হইয়া গেল—সঙ্গে সঙ্গে কিসের একটা উজ্জ্বল আলোকপ্রবাহে সমস্ত কক্ষ আলোকিত হইয়া উঠিল। ক্রমে একে এ৷ ঃ কয়েক ব্যক্তি সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। যমদূতাকৃতি পাষণ্ডদের প্রত্যেকের মুখেই মুখোস-অাঁটা, প্রত্যেকেরই কটিবন্ধে একখানি করিয়া শাণিত তরবারী শোভা পাইতেছে; কাহারও হস্তে সঙ্গীনযুক্ত বন্দুক, কাহারও হস্তে গুলী-ভরা রিভলবার, আর কয়েক ব্যক্তির হস্তে কয়েকটী উজ্জ্বল গ্যাসালোক শোভা পাইতেছিল।

ব্যাপার দেখিয়া সুষমা ও উর্ম্মিলা সভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া ভবসুন্দরীকে গিয়া জড়াইয়া ধরিল। ভবসুন্দরী প্রাণপণে চীৎকার করিতে লাগিলেন,—"ওগো ডাকাত পড়েছে, কে কোথায় আছ, রক্ষা করো।—"

দুর্ব্বৃত্তদের মধ্য হইতে তখন একব্যক্তি হুঙ্কার ছাড়িয়া বলিয়া উঠিল,—"চুপ্ রহ বুড্ডি! বেশী গোলমাল করবে ত দেখতে পাচ্ছ,—এক গুলীতে সাবাড় ক'রে দেবো!" বলিয়া সে রিভলবারটী উচু করিয়া ধরিল।

ভবসুন্দরী ভয়ে চক্ষু মুদিলেন; তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তিনি ভয়ে ভয়ে কহিলেন,—"কি চাও তোমরা?"

সে ব্যক্তি বিকট হাস্য করিয়া কহিল—"কি চাই তা দেখ্‌তে পাবে! আগে টাকাকড়িগুলো কোথায় আছে ব'লে ফেল!"

ভবসুন্দরী পূর্ব্ববৎ কাঁপিতে কাঁপিতে কহিলেন,—"টাকাকড়ি কোথায় আছে তা'ত আমি জানিনে বাবা!"

ভীষণ গর্জ্জিয়া উঠিয়া সে ব্যক্তি কহিল,—"কি, জান না—দেখ্‌বে ?" তারপর অনুচরবর্গকে সম্বোধন করিয়া কহিল,—"ভাল কথায় হবে না দেখ্‌ছি,—বেঁধে ফেল একে-একে সবগুলোকে।"

সর্দ্দারের অনুমতি পাইয়া কয়েক ব্যক্তি ভবসুন্দরী প্রভৃতি যেদিকে বসিয়াছিলেন, সেইদিকে অগ্রসর হইল। ভবসুন্দরী ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিলেন,—"এদিকে আস্‌তে ওদের বারণ করো, আমি চাবি দিচ্ছি—"

দস্যু সর্দ্দার কহিল,—"শুধু চাবি দিলে হবে না;—কোথায় কি আছে বলে ফেল চট্‌ ক'রে।—"

ভবসুন্দরী কালবিলম্ব না করিয়া দস্যু সর্দ্দারকে চাবির গোছা দিয়া কোথায় কি আছে বলিয়া দিলেন। তখন দস্যু সর্দ্দার ও আর দুই ব্যক্তি সেই কক্ষে পাহারায় নিযুক্ত রহিল;—অন্যান্য সকলে অর্থালঙ্কারাদির অনুসন্ধানে বিভিন্ন কক্ষে গিয়া প্রবেশ করিল।

অর্থালঙ্কারাদি যথাসম্ভব লুণ্ঠন করিয়াও দস্যুদলের আশা মিটিল না। তাহারা একে একে পুনরায় সকলে সর্দ্দারের নিকট ফিরিয়া আসিল, এবং সুষমা ও উর্ম্মিলার অঙ্গে যে অলঙ্কারাদি শোভা পাইতেছিল, তাহাও খুলিয়া দিতে আদেশ করিল। ইহাতেও তাহাদের আশা মিটিল না। সুষমা ও উর্ম্মিলা যখন নীরবে অলঙ্কারাদি অঙ্গ হইতে খুলিয়া দিল, তখন সর্দ্দার একটু চিন্তিত হইল। কি ভাবিয়া সে সজোরে একবার বংশীধ্বনি করিল।—বংশীধ্বনি করিবার কিছু পরে আর এক ব্যক্তি আসিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। যে ব্যক্তি কক্ষে প্রবেশ করিল, সে যেন কিছু শঙ্কিত, কিছু ত্রাস-কম্পিত। তাহারও মুখে মুখোস-আঁটা!

সর্দ্দার তাহাকে নিকটে ডাকিয়া কি পরামর্শ করিল; তারপর অনুচরদিগকে বলিল,—"আর দেরী কেন?"

মুহূর্ত্তে কয়েক ব্যক্তি সুষমা, ঊর্ম্মিলা ও ভবসুন্দরীকে গিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। তখন নবাগত ব্যক্তি তাহাদের মধ্য হইতে অঙ্গুলি সঙ্কেতে সুষমাকে দেখাইয়া দিল। সকলে মিলিয়া তখন সুষমাকে স্কন্ধে ফেলিয়া সেই ভীষণ দুর্য্যোগের মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল।

সতের

সুষমা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছিল; যখন তাহার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল, তখন সবিস্ময়ে দেখিল, সে একখানি নৌকার মধ্যে বন্ধনমুক্তাবস্থায় পড়িয়া আছে। দুর্য্যোগ তখন একেবারেই থামিয়া গিয়াছে, প্রকৃতি শান্তভাব ধারণ করিয়াছে, পূর্ব্বাকাশ উষার আলোকে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

সুষমার শিয়রে বসিয়া একব্যক্তি ধীরে ধীরে তাহাকে ব্যজন করিতেছিল; সুষমাকে চক্ষু উন্মীলন করিতে দেখিয়া সে কি ভাবিয়া তথা হইতে একটু সরিয়া বসিল। সুষমা আবার চক্ষু মুদ্রিত করিল,—নিজের অবস্থাটা সে একবার ভাবিয়া লইতে চেষ্টা করিল। হায়! কোন কর্ম্মফলে আজ সে দস্যু-হস্তে বন্দিনী? কত কথাই আজ তাহার মনে হইতে লাগিল। অতি শৈশবেই সে মাতৃ-হারা—মাতৃ-স্নেহে বঞ্চিতা, যৌবনে স্বামি-সুখে বঞ্চিতা,—জন্মিয়া অবধি সে ক্ষণেকের জন্যও সুখী হইতে পারে নাই—তাহাতেও কোন দুঃখ ছিল না—তবুও আশার আশায় দিনগুলি একরূপ বেশই কাটিয়া যাইতেছিল; কিন্তু আজ? আজ তাহার সব আশাই সমূলে উৎপাটিত হইয়াছে। আজ তাহার অবস্থা কি শোচনীয়, কি ভীষণ! আজ সে দস্যু কর্ত্তৃক অপহৃতা, আজ সে সমাজের চোখে ঘৃণিতা-পতিতা, সমাজ কোন ক্রমেই তাহাকে গ্রহণ করিবে না। আজ সে স্বামি-হারা, পিতৃহারা, বিষয়-সম্পদ সবই হারা! হায় ভগবান্! তোমার মনে কি এই ছিল? সুষমা একটা

বুক-ভাঙ্গা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া চকিতে একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। নৌকাখানির একপার্শ্বে কয়েক ব্যক্তি বসিয়া কথাবার্ত্তা বলিতেছিল; সুষমাকে চাহিতে দেখিয়া একব্যক্তি রসিকতার সুরে বলিয়া উঠিল,—"কি বিবিজান, কি দেখো?" বলিয়া সে বিকট হাস্য করিয়া উঠিল।

সুষমার অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। সে যে নিতান্তই নিঃসহায়া, অবলা! তাহার প্রতি এরূপ রসিকতার হেতু কি? জানি না ভগবান্ তোমার মনে কি আছে! সুষমা আবার চক্ষু মুদ্রিত করিল। সে একমনে বিপদবারণ মধুসূদন নাম স্মরণ করিতে লাগিল। তারপর হৃদয়ে অসীম বল বাঁধিয়া কি ভাবিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল।

বেলা তখন আটটা বাজিয়া গিয়াছিল। রৌদ্রের উত্তাপ ক্রমেই প্রখর হইয়া উঠিতেছিল। খরস্রোতা কুলুকুলুনাদিনী পুণ্যসলিলা ভাগীরথী—ধীর-শান্ত; তাহার বিশাল বক্ষ ভেদ করিয়া নৌকাখানি হেলিয়া দুলিয়া ধীরে ধীরে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। সুষমাকে উঠিয়া বসিতে দেখিয়া একব্যক্তি বলিয়া উঠিল,—"বাঃ,—এই যে বিবিজান উঠে বসেছে দেখছি!"

সুষমা কাতরকণ্ঠে কহিল,—"তোমরা আমায় কোথায় নিয়ে চলেছ?"

সে ব্যক্তি হাসিয়া কহিল,—"কোথায় নিয়ে চলেছি শুন্‌তে চাও?"

সুষমা তেমনি কাতরকণ্ঠে কহিল,—"হাঁ শুন্‌তে চাই, তোমরা কি অভিপ্রায়ে আমায় কোথায় নিয়ে চলেছ?—আমি ত তোমাদের কোনও অনিষ্ট করি নি!—"

"—ইষ্টানিষ্ঠ কিছু বুঝিনে ;—জাতিতে মুসলমান হ'লেও, আমরা শক্তি-উপাসক। মায়ের চরণ বন্দনা ক'রে তবে আমরা ডাকাতি করতে বের হই ;—তাঁর ইঙ্গিত না পেলে আমরা কোন কাজেই অগ্রসর হই না। দেবী আমাদের রক্ত-পিপাসু,—মধ্যে মধ্যে নর-রক্তে তাঁকে তুষ্ট করতে হয়। দেবীকে তুষ্ট করতে পারলে আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'তে আর বেশী সময় লাগ্‌বে না। এবার মায়ের নারী-রক্ত খেতে বড় সাধ হ'য়েছে—সেদিন স্বপ্নে তাঁর আদেশ পেয়েছি! সুযোগ মিল্‌ছিল না,—কিন্তু দেবীর ইচ্ছা কখন অপূরণ থাকে না। তাঁর ইচ্ছা তিনিই পূর্ণ করেন, আমরা শুধু উপলক্ষ মাত্র! নতুবা মোহিতবাবুর সঙ্গেই বা পরিচয় হবে কি ক'রে, আর তোমাকেই বা জুটাবো কোথেকে?"—

মোহিতের নাম উচ্চারণ হইবামাত্র সুষমা যেন চমকিয়া উঠিল! সে বিনীতকণ্ঠে প্রশ্ন করিল,—"কোন্ মোহিতবাবুর কথা বল্‌ছো তোমরা—আমাদের ম্যানেজার মোহিত বাবু?"

—"হাঁ বিবিজান, তোমাদের ম্যানেজার,—সেই মোহিত বাবু। তার সাহায্য না পেলে আজ তোমাকে সংগ্রহ করতে সক্ষম হতুম না। যাক্, তা' শুনে আর তুমি কি করবে বিবিজান! এখন কি অভিপ্রায়ে তোমায় নিয়ে চলেছি তাই বলা যাক্,—আমাদের প্রথম অভিপ্রায় হচ্ছে, দেবীর চরণে তোমাকে নিয়ে উৎসর্গ করবো—তোমার শোণিতে দেবীর চরণপল্লব বিধৌত করবো, দেবীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবো। তারপর আমাদের আর একটা অভিপ্রায় কি শুনবে বিবিজান! তোমার সতীত্ব নাশ করবো। তোমার ঐ রূপ-যৌবন আমরা কোন ক্রমেই উপেক্ষা করতে পারবো না। তুমি ইচ্ছায় স্বীকৃত হও ভালই, নতুবা অন্য উপায়ে

আমাদের উদ্দেশ্য সাধন করবো। কোন ক্রমেই নিষ্কৃতি পাবে না বিবি-জান, বৃথা আপত্তি তুলে বিপদ ঘটিও না!—"

দুর্বৃত্তদের প্রথম অভিপ্রায়ের কথা শুনিয়া সুষমা হৃদয়ে বেশ একটু স্বস্তি অনুভব করিয়াছিল। দেবী-চরণে তাহার জীবন উৎসর্গ করা হইবে, ইহা ত খুব ভাল কথা! বাঁচিয়া থাকিয়াও যাহার কোনো দিনের তরে সুখী হইবার আশা নাই, তাহার পক্ষে মৃত্যুই শ্রেয়, এবং সেই মৃত্যু যদি ঐরূপে সম্ভব হয়, তাহা অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি থাকিতে পারে! কিন্তু দ্বিতীয় অভিপ্রায়ের কথা শুনিয়া সুষমার অন্তরাত্মা একেবারে শুকাইয়া গেল। সে চারিদিকে আঁধার দেখিল, তাহার মাথার মধ্যে ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল;—সে কি করিবে? সে যে নিতান্তই নিঃসহায়া,—তাহাকে রক্ষা করিবার ত কেহই নাই! সুষমা তখন প্রাণ ভরিয়া বিপদবারণ মধুসূদন নাম জপিতে লাগিল; নাম জপিতে জপিতে সুষমার হৃদয়ে যেন ক্রমে বলের সঞ্চার হইতে লাগিল। অবশেষে সে যেন অকূলে কূল পাইল। মুখে চোখে তখন তাহার কি এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিল। সে হৃদয়ে অসীম বল বাঁধিয়া দস্যুসর্দ্দারের নিকট পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমরা আমায় কোথায় নিয়ে চলেছ,—কি অভিপ্রায়ে নিয়ে চলেছ?"

দস্যু-সর্দ্দার হাসিয়া কহিল,—"কি অভিপ্রায়ে নিয়ে চলেছি আবার বলতে হবে? তবে শোন—প্রথমে তোমার সতীত্বনাশ করবো, তারপর তোমায় দেবী-চরণে নিয়ে উৎসর্গ করবো, দেবীর আদেশ পালন করবো, তাঁর মনোবাসনা পূর্ণ করবো!"

সুষমা গর্জ্জিয়া উঠিয়া কহিল,—"পাষণ্ড, এই কি তোমাদের দেবীর

আদেশ! হিন্দু নারীর সতীত্বনাশ ক'রে দেবীর চরণে নিয়ে তাকে উৎসর্গ করবে—দেবী তোমাদের তাতে তুষ্ট হবেন মনে ভেবেছ? পাষণ্ড, মনেও তা' স্থান দিও না!"

দস্যু-সর্দ্দার বিকট হাস্য করিয়া উঠিল। কহিল,—"বিবিজান, দেবী তুষ্ট হবেন কি না, তা' আমরা বেশ জানি!—তোমার সতীত্বনাশ আমরা করবোই করবো, নিশ্চয় জেনো বিবিজান!"—

ক্রোধ-বিকম্পিত-কণ্ঠে সুষমা কহিল,—"দুরাত্মা, পিশাচ, হতভাগ্য, মূর্খ! হিন্দুনারীর সতীত্ব নাশ করা যতটা সোজা মনে করেছো, তা' নয়,—তার জীবন থাকতে তা' পারবে না মূর্খ! জান না কি পিশাচ, হিন্দুনারী সতীত্ব-ধর্ম্ম রক্ষা করতে জীবনটাকে মুহূর্ত্তে বিসর্জ্জন দিতে পারে,—সতীত্বের তুলনায় জীবনটা তাদের অতি তুচ্ছ, অতি হেয়। পিশাচ, তোদের—"

হুঙ্কার ছাড়িয়া দস্যু-সর্দ্দার বলিয়া উঠিল,—"চুপরহ বাঁদি! এখনি দেখাচ্ছি তোর সতীত্বনাশ করতে পারি কি না!" বলিয়া দস্যু-সর্দ্দার ক্রোধ-কম্পিত-দেহে উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু সুষমা তাহাতে একটুও ভীতা না হইয়া ততোধিক উচ্চকণ্ঠে কহিল,—"তা' পারবে না মূর্খ, বৃথা আস্ফালন করছো!"

সর্দ্দারের চক্ষু হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। সে সুষমার দিকে কয়েক-পদ অগ্রসর হইয়া কহিল,—"কি—পারবো না?"

সুষমা দৃঢ়কণ্ঠে কহিল,—"না, কথনই পারবে না মূর্খ!"

সর্দ্দার আরও কয়েকপদ সুষমার দিকে অগ্রসর হইয়াছে দেখিয়া— সুষমা তখন অন্য পন্থা অবলম্বন করিল। সহসা ফিক্ করিয়া হাসিয়া

ফেলিয়া বলিয়া উঠিল,—"সর্দ্দার সাহেব, ক্ষান্ত হও,—আমি হার স্বীকার করছি! তোমাকে আমি একবার পরীক্ষা করলাম সর্দ্দার সাহেব!"

সর্দ্দার থমকিয়া দাঁড়াইল। বলিল,—"কি পরীক্ষা করলে আমায়?"

সুষমা মধুর হাসিয়া কহিল,—"পরীক্ষা করলাম তোমার বীরত্ব। ভেবেছিলেম কি জান, আমার চোখ রাঙ্গানী দেখে তুমি ভয় পেয়ে যাবে সর্দ্দার সাহেব!"

সুষমার মুখে হাসি দেখিয়া ও তাহার মধুমাখা কণ্ঠস্বর শুনিয়া সর্দ্দারের মনটা অপেক্ষাকৃত শান্ত হইল। সে পুনরায় আপন স্থানে ফিরিয়া গিয়া বসিল। তারপর একটু হাসিয়া কহিল,—"বিবিজান, তোমার কথা শুনে আমার হাসি পাচ্ছে! তোমার মত তুচ্ছ নারীর সামান্য চোখ-রাঙ্গানী দেখে যদি আমি ভয় পাব, তা'হ'লে আজ সর্দ্দারী করতে আমি সক্ষম হতুম না বিবিজান! কত শত নরনারী আমার কবলে প'ড়ে অকালে প্রাণ হারিয়েছে, কত শত নরনারী আমি নিজহস্তে ছাগ শিশুবৎ অক্লেশে বলি দিয়েছি, কত মায়ের বুক থেকে তার স্নেহের দুলাল পুত্রটীকে ছিনিয়ে নিয়ে আছাড়ে তার মাথার খুলি ভেঙ্গেছি, কত পত্নীর বুক থেকে তার প্রাণ-প্রিয় স্বামীকে কেড়ে নিয়ে অকাতরে তাকে বিনাশ করেছি; কিন্তু বিবিজান! কিছুতেই আমি ভয় পাইনি,—আর আজ তোমার সামান্য চোখ-রাঙ্গানীতে ভয় পেয়ে যাবো?"—

সুষমা পূর্ব্ববৎ মধুর হাসিয়া কহিল,—"আমার ভুল হ'য়েছিল,—তোমায় আমি আগে ঠিক চিনতে পারিনি সর্দ্দার সাহেব!"

কথাটা সর্দ্দারের বড়ই মনঃপুত হইল। সে গর্ব্বভরে একটু হাসিয়া কহিল,—"তা বুঝতে পেরেছি বিবিজান! নতুবা কোন সাহসে তুমি

আমাকে ভয় দেখাতে এসেছিলে! বিবিজান, আমি ঢের জায়গায় ডাকাতি করতে গিয়েছি—কত নরনারী দেখেছি, কিন্তু তোমার মত অসীম সাহসিকা রমণী আমি পূর্ব্বে কখনও দেখিনি! আমি তোমার সাহস দেখে একেবারে অবাক্ হয়ে গেছি।”

সুষমা কোমল-কণ্ঠে কহিল,—“তা’—আমি তোমায় আগে ঠিক চিন্‌তে পারিনি সর্দ্দার সাহেব,—কিছু মনে করো না।—”

সুষমা নানারূপ মিষ্ট কথায় সর্দ্দারকে একেবারে ভুলাইয়া ফেলিল; এবং সে যখন বুঝিল, সর্দ্দার সাহেবের মনোভাবের কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তখন ধীরে ধীরে কহিল,—“সর্দ্দার সাহেব, আমি একটু তোমাদের কাছে গিয়ে বসতে পারি?”

সর্দ্দার তুষ্ট হইয়া হাসিয়া কহিল,—“বেশ ত, এ আর জিজ্ঞেস করছো কেন?”

সর্দ্দার ও তাহার অনুচরবর্গ নৌকার এক পার্শ্বে আচ্ছাদনের বাহিরে ফাঁকা জায়গায় বসিয়াছিল, আর সুষমা বসিয়াছিল আচ্ছাদনের মধ্যে। সর্দ্দারের অনুমতি লইয়া সুষমা ধীরে ধীরে তাহাদের নিকটে গিয়া বসিল। তারপর নানারূপ কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিয়া দিল এবং যখন দেখিল, সকলেই কথাবার্ত্তায় বিশেষ অন্যমনস্ক হইয়াছে, তখন এক বার ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া মুহূর্ত্তে গঙ্গাবক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িল। তাহারা পতনশব্দে সকলের চমক ভাঙ্গিল। কিন্তু যথেষ্ট অনুসন্ধান করিয়াও সুষমার আর কোন উদ্দেশ পাওয়া গেল না। অবশেষে দুর্ব্বৃত্তগণ বিফল মনোরথ হইয়া আপনাদের গন্তব্যপথাভিমুখে নৌকা বাহিয়া চলিয়া গেল।

●

আঠার

দিন যায়, দিন কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না। সুষমা দস্যুদল কর্ত্তৃক অপহৃতা হইবার পর ক্রমে ছয়মাস অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। এই ছয়মাসে পরিবর্ত্তনশীল জগতে কতই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে? মোহিত নিজ সঙ্কল্পপথে বেশই অগ্রসর হইয়াছে। উর্ম্মিলা এখন তাহার সহিত নিঃসঙ্কোচে কথাবার্ত্তা বলিয়া থাকে,—অনেক সময়ে উভয়ের মধ্যে হাসি তামাসা রসিকতা প্রভৃতিও হইয়া থাকে। ভবসুন্দরী এসমস্ত বিষয়ে বড় একটা লক্ষ্য রাখিতেন না; পর পর কয়েকটী মর্ম্মান্তিক ব্যাপার সঙ্ঘটিত হওয়ায় তাঁহার শরীর ও মন উভয়ই ক্রমে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি দিনের অধিকাংশ সময় শয্যায় পড়িয়া থাকিতেন—অবসর সময়ে পূজা অর্চ্চনা প্রভৃতি লইয়া ব্যাপৃত থাকিতেন। সংসারের কোন কিছুর উপরই তাঁহার আর আসক্তি ছিল না।

সেদিন দ্বিপ্রহরে আহারাদি শেষ করিয়া মোহিত আপনার শয্যায় পড়িয়া বিশ্রাম করিতেছিল। কক্ষে আর দ্বিতীয় লোক কেহই ছিল না। মোহিত শয্যায় পড়িয়া বিশ্রাম করিতেছিল—আর ভাবিতেছিল, উর্ম্মিলার কথা,—আর উর্ম্মিলার অসীম রূপ-লাবণ্যের কথা। আর ভাবিতেছিল, কবে উর্ম্মিলা তাহাকে পান দিতে গিয়া একটী মধুর কটাক্ষ হানিয়াছিল, কবে তাহার সহিত রসিকতা করিয়া মধুর কটাক্ষ হানিয়া কোন কথাটী বলিয়াছিল, কবে তাহার কথা শুনিয়া হাসিয়া সে লুটোপুটি খাইয়াছিল, এই সমস্ত। ভাবিতে ভাবিতে একেবারে সে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিল।

মোহিত ঠিক একই ভাবে পড়িয়া থাকিয়া, একই চিন্তায় অনেকটা

সময় অতিবাহিত করিয়া দিল। অবশেষে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে গিয়া সহসা সে দেখিল, তাহার কক্ষদ্বারস্থ পর্দ্দার অন্তরালে দাঁড়াইয়া কে এক জন উ কি-ঝুকি মারিতেছে। মোহিত বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিল, সে ঊর্ম্মিলা! ঊর্ম্মিলা পর্দ্দার আড়াল হইতে তাহার সুন্দর মুখখানি বাহির করিয়া উঁকি মারিয়া দেখিতেছিল, কক্ষে অন্য লোক কেহ আছে কি না! অন্য কাহাকেও না দেখিয়া ঊর্ম্মিলা ধীরে ধীরে আসিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল।

ঊর্ম্মিলা ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও এরূপ নির্জ্জনে মোহিতের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করে নাই বা মোহিতের কক্ষে প্রবেশ করে নাই; এই প্রথম। ঊর্ম্মিলাকে কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া মোহিত হৃদয়ে বেশ একটু চাঞ্চল্য অনুভব করিল। সে মধুর হাসিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিল। ঊর্ম্মিলা চকিতে একবার কক্ষের চারিপাশটা দেখিয়া লইয়া ধীরে ধীরে গিয়া আসন গ্রহণ করিল। তার পর একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল,—"ম্যানেজার বাবু, আমি একটু আপনার কাছে এসেছি!"

মোহিত কোমলকণ্ঠে কহিল,—"তা আপনি নিজে না এসে আমাকে একটু খবর দিলে আমি গিয়ে দেখা করতাম আপনার সঙ্গে!"

ঊর্ম্মিলা মৃদু হাসিয়া কহিল,—"তাতে আর লাভ কি হ'ত ম্যানেজার বাবু, শুধু শুধু আপনাকে বিরক্ত করা বৈ ত নয়!"

হাসিয়া উঠিয়া মোহিত কহিল,—"আমাকে বিরক্ত করা! কি যে বলেন!"

ঊর্ম্মিলাও হাসিল, বলিল,—"বিরক্ত করা বৈ কি, আপনার বিশ্রামে ব্যাঘাত জন্মান ত নিশ্চয়!"

মোহিত এবার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল,—"বেশ যা হোক!" তার পর হাসির বেগ অপেক্ষাকৃত উপসম হইলে বলিল,—"আপনার দরকারটা কি বলুন ত ?"

উর্ম্মিলা একটু ইতস্তত করিয়া কহিল,—"কলকাতায় টাকা পাঠিয়েছেন কি আপনি ?"

মোহিত কহিল,—"হাঁ আজ দিন তিনেক হ'ল পাঠিয়েছি।"

"কত পাঠিয়েছেন ?"

"পাঁচ শ' দশ!"

"দিন পনের আগে একবার কিছু পাঠিয়েছিলেন না ?"

"হাঁ পাঠিয়েছিলাম! অমর যখন যেমন লিখছে, তাই পাঠান হচ্ছে। ত জিজ্ঞেস করছেন কেন ?"

"বল্‌ছিলাম এত টাকা পাঠান কি ভাল হচ্ছে ? শেষটায় জমিদারী রাখাই যে কষ্ট হবে ম্যানেজার বাবু!"

মোহিত একটু হাসিয়া কহিল,—"যা বলছেন তা ঠিক! এই মাস, দেড়েকের ভিতর ত প্রায় হাজার টাকা পাঠান হল!"

"তা পাঠাচ্ছেন কেন এত ? একেবারে না পাঠালেও তার কোন হাত নেই, তা বোধ হয় জানেন ?"

মোহিত অপ্রস্তুত হইয়া কহিল,—"তা আপনি যদি নিষেধ করেন, তা হ'লে আর পাঠাইনে!—"

উর্ম্মিলা হাসিয়া কহিল,—"না, আমি এমন নিষেধ করতে চাইনে। তবে আপনাকে এইটুকু অনুরোধ করছি ম্যানেজার বাবু, যত কম পাঠিয়ে পারেন, তাই পাঠাবেন! টাকাগুলি যদি কোন সৎকাজে ব্যয় হ'ত, দুঃখ

ছিল না ; কিন্তু——” সেকথা অসমাপ্ত রাখিয়া উর্ম্মিলা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল,—“আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো ম্যানেজার বাবু ?”

মোহিত হাসিয়া কহিল, “কি ?”

উর্ম্মিলা যেন কথাটা বলিতে গিয়াও বলিতে পারিতেছিল না, তাহার যেন কেমনই সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল। মোহিত তাহা কতকটা বুঝিতে পারিয়া হাসিয়া কহিল,—“বলুন না, এত-সঙ্কোচ করছেন কেন ?”

উর্ম্মিলা লজ্জিতভাবে কহিল,—“না, সঙ্কোচ করছিনে—আচ্ছা—”

“আচ্ছা কি বলুন না ?”

“আচ্ছা আপনি তাকে চেনেন—সেই বাইজিকে ?”

মোহিত যেন চমকিয়া উঠিল। একটু পরে কহিল,—“হাঁ চিনি।”

“তাকে দেখতে খুব ভাল, না ম্যানেজার বাবু ?”

“হাঁ ভাল, তবে আপনার মত নয় !” কথাটা মোহিতের নিজের কানে গিয়াও বাজিল, সে পর মুহূর্ত্তেই কথাটা ঘুরাইয়া বলিতে গেল,—“তবে আপনার মত নয় অর্থাৎ—”

উর্ম্মিলা বাধা দিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল,—“আমায় কি খুব ভাল দেখতে ম্যানেজার বাবু ?”

মোহিত বড়ই লজ্জিত হইল। বলিল,—“অন্যায় হয়ে গেছে আমার, মাপ করুন।”

উর্ম্মিলা পূর্ব্ববৎ হাসিয়া কহিল,—“কিসে আপনার অন্যায় হ’ল ?”

মোহিত লজ্জিতভাবে কহিল,—“অনধিকার চর্চ্চা করেছি আমি !”

“ও, অনধিকার চর্চ্চা করেছেন, তাই অন্যায় হয়ে গেছে, তবে করলেন কেন এমন অনধিকার চর্চ্চা ?”

"অজ্ঞাতে ক'রে ফেলেছি, সে জন্যেই ত মাপ চাচ্ছি—"

"এত বড় গুরুতর অপরাধটা—তা—এর কি মাপ হ'তে পারে ?"

উভয়েই খানিকটা হাসিল। কিছুক্ষণ পরে উর্ম্মিলা হঠাৎ প্রশ্ন করিল,—"আচ্ছা ম্যানেজার বাবু, ক'টী ছেলে মেয়ে আপনার ?"

মোহিত হাসিয়া কহিল,—"এইবারই মুস্কিলে ফেল্লেন দেখছি !"

"কেন, ছেলেমেয়ে কি কিছু হয় নি ?"

"কেমন মনে হয় আপনার ?"

"বোধ হয় হয়নি, তাই নয় ?"

"হাঁ, ছেলেমেয়ে কেন, বিয়েও হয়নি আমার।"

উর্ম্মিলা একটু হাসিয়া কহিল,—"তা কতকটা বোঝা যায়।"

মোহিত সাগ্রহে প্রশ্ন করিল,—"কেমন ক'রে বোঝা যায় ?"

উর্ম্মিলা কোন উত্তর দিল না, আবার একটু হাসিল মাত্র।

কিছু সময় নীরবে কাটিবার পর মোহিত কহিল,—"বল্লেন না কেমন ক'রে বোঝা যায় ?"

উর্ম্মিলা সে কথার কোন জবাব না দিয়া কহিল,—"বিয়ে করেন নি—বেশ আছেন !—"

"কেন ?" "না এমনি বলছি ! আচ্ছা, ম্যানেজার বাবু—"

উর্ম্মিলা কি বলিতে গিয়া সহসা থামিয়া গেল।

মোহিত হাসিয়া প্রশ্ন করিল,—"কি বলছেন ?"

"বলছিলাম আমাদের এই হিন্দু শাস্ত্রটার কথা! কি অদ্ভুত এই শাস্ত্রটা, মনে করুন, পুরুষের সব পথ খোলা, তারা বিয়ে একটার জায়গায় দশটা হ'তে পারবে, বেশ্যা রাখতে পারবে, মদ খেতে

পারবে, যা ইচ্ছে তাই করতে পারবে, তাতে কোন নিষেধ বা দোষ নেই; কিন্তু নারীর প্রতি একবার দৃষ্টি করুন, দেখবেন ঠিক তার উল্টো! শাস্ত্রে আছে নাকি, পরপুরুষের সঙ্গে কথা বলা ত দূরের কথা, তাকালেও নাকি পাপ! তার পর বিধবাদের কথাটা একবার ভেবে দেখুন, কি অবিচার তাদের প্রতি করা হয়েছে! মনে করুন, পনের বছর কি তারও কম বয়সে কেউ বিধবা হ'ল, সঙ্গে সঙ্গে তার জীবনের সমস্ত সুখ-শান্তি আশা-ভরসা একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে যাবে; দিনান্তে একমুঠো হবিষ্যান্ন খেয়ে তার জীবন ধারণ করতে হবে—একাদশীর দিন তার বাপ ভায়েরা দিব্য পোলাও কালিয়া খেয়ে দিন কাটাতে থাকবেন আর তৃষ্ণায় তার বুকের ছাতি ফেটে গেলেও, সে একবিন্দু জল পাবে না।—এগুলো কি নিতান্তই অদ্ভুত নয়?"

মোহিত মুগ্ধদৃষ্টে ঊর্ম্মিলার মুখপানে চাহিয়া তাহার অসীম রূপরাশি দেখিয়া মনে মনে কি একটা ভাবিতেছিল; ঊর্ম্মিলার কথার প্রতি তাহার মোটেই লক্ষ্য ছিল না। ঊর্ম্মিলা অবশেষে যখন বলিল, "এগুলো কি নিতান্তই অদ্ভুত নয়—" তখন মোহিতের চমক ভাঙ্গিল; মাত্র ঐ একটা কথাই তাহার কানে গেল, সে অমনি বলিয়া উঠিল, "হাঁ ঠিক বলেছেন,—একেবারেই অদ্ভুত!"

ঊর্ম্মিলা হাসিয়া ফেলিল। বলিল,—"আপনি বোধ হয় আমার কথা কিছু শোনেননি?"

মোহিত বড়ই অপ্রতিভ হইল; সে লজ্জিতভাবে একটু হাসিয়া কহিল—"তা—আমি একটু অন্যমনস্ক ছিলাম—"

"সে আমি বুঝতে পেরেছি ম্যানেজার বাবু!" বলিয়া উর্ম্মিলা এমনি ভাবে চাহিয়া একটু মুচকি হাসিল, যাহা দেখিয়া মোহিতের পিপাসার্ত্ত হৃদয় একবার টলিয়া উঠিল। সে কম্পিতকণ্ঠে কহিল,—"সত্যি আমি একটা—ভাবছিলাম,—"

উর্ম্মিলা মধুর হাসিয়া কোমলকণ্ঠে কহিল,—"কি ভাবছিলেন তা' যদি আমি বলতে পারি ম্যানেজার বাবু?" উর্ম্মিলা মোহিতের শয্যা-পার্শ্বে বসিয়া কথাবার্ত্তা বলিতেছিল,—সে ধীরে ধীরে মোহিতের একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া লইল :

মোহিত মাদকতাপূর্ণ-কণ্ঠে কহিল,—"তা' বল্‌তে পার—পারেন না আপনি কিছুতেই!"

হাসিতে হাসিতে উর্ম্মিলা কহিল,—"খুব পারি ম্যানেজার বাবু!"

—"বলুন ত?"

—"বোধ হয় আমার কথা—না?"

মোহিত ক্রমেই যেন কেমন হইয়া পড়িতেছিল; সে কোন ক্রমেই আর আপনাকে সামলাইতে পারিতেছিল না। অজ্ঞাতে উর্ম্মিলার হাতখানি ধরিয়া সে সজোরে তাহাকে আকর্ষণ করিল। উর্ম্মিলা মুহূর্ত্তে আপনাকে ছাড়াইয়া লইয়া শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "যান্—একি!" বলিয়াই সে কক্ষ হইতে অদৃশ্য হইয়া গেল।

উনিশ

উর্ম্মিলা যখন ঐরূপে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল, তখন মোহিত বুঝিল যে, ক্ষণিকের উত্তেজনায় সে কি অন্যায় কর্ম্মই না করিয়াছে? উর্ম্মিলা তাহাকে কি মনে করিয়াছে? সে যে পশু অপেক্ষাও নিকৃষ্ট ব্যবহার করিয়াছে! উর্ম্মিলার সহিত ত তাহার প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধ! কিন্তু ভৃত্য হইয়া,—ছিঃ ছিঃ, কি অন্যায় কর্ম্মই করিয়াছে সে! উর্ম্মিলা যদি কাহারও নিকট বলিয়া দেয়? কি সর্ব্বনাশ! ক্ষণিকের উত্তেজনায় এ কি করিল সে? নানারূপ চিন্তায় মোহিতের মনটা বড়ই দমিয়া গেল। সে সেদিন আর কক্ষের বাহির হইল না, রাত্রে আহারের প্রবৃত্তিও তাহার মোটেই ছিল না; সকাল সকাল সে বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল; কিন্তু ভাল ঘুম হইল না।

পরদিন দ্বিপ্রহরে মোহিত সঙ্কুচিত হৃদয়ে গিয়া আহার সারিয়া আসিল। সৌভাগ্যবশতঃ উর্ম্মিলার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল না; সাক্ষাৎ হইলে সে কিরূপে তাহাকে মুখ দেখাইত?

মোহিত আহার সারিয়া আপনার কক্ষে ফিরিয়া আসিয়া একখানি বই লইয়া পড়িতে গেল; কিন্তু মন বসিল না। নানারূপ চিন্তায় তাহার মনটাকে একেবারে অস্থির করিয়া তুলিল। সে বইখানি বন্ধ করিয়া ধীরে ধীরে আপনার শয্যায় গিয়া শুইয়া পড়িল। পূর্ব্ব রাত্রে ভাল ঘুম না হওয়ায়, শুইবামাত্র তাহার চক্ষুদ্বয় মুদিয়া আসিল। সবে একটু তন্দ্রার ভাব আসিয়াছে, এমন সময় কিসের একটা শব্দে তন্দ্রার ঘোর

কাটিয়া গেল। সে চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিল, একি! সম্মুখে দাঁড়াইয়া উর্ম্মিলা! মোহিতের বিশ্বাস হইতে চাহিতেছিল না; মনে হইতেছিল, যেন সে স্বপ্ন দেখিতেছে। তন্দ্রাবেশে আবার তাহার চক্ষুদ্বয় মুদিয়া আসিল; সে ধীরে ধীরে পাশ ফিরিয়া শুইল।

উর্ম্মিলা কোমল-কণ্ঠে কহিল,—"পান পেয়েছেন ম্যানেজার বাবু?"

মোহিত ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া চক্ষু রগড়াইতে রগড়াইতে কহিল,—"না।" তাহার যেন তখনো বিশ্বাস হইতেছিল না।

উর্ম্মিলা মধুর হাসিয়া কহিল,—"ঘুমিয়েছিলেন বুঝি আপনি?"

উর্ম্মিলার প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিতে মোহিতের যেন কেমন সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল। সে একটু ক্ষীণ হাসি হাসিয়া কহিল,—"ঠিক ঘুম নয়!"

পূর্ব্ববৎ হাসিয়া উর্ম্মিলা কহিল,—"ঠিক ঘুম নয়, তবে কি?"

অন্ত উর্ম্মিলাকে একবার বসিতে বলিতেও মোহিতের সাহসে কুলাইতেছিল না। উর্ম্মিলা কিন্তু নিজেই তাহার শয্যাপার্শ্বে গিয়া বসিয়া পড়িল। তারপর মধুরকণ্ঠে কহিল,—"পান খাবেন ম্যানেজার বাবু,—এই নিন্!" উর্ম্মিলা একটি ডিবায় করিয়া কয়েকটি পান লইয়া আসিয়াছিল; ধীরে ধীরে তাহা মোহিতের দিকে একটু আগাইয়া দিল। মোহিত কয়েকবার ইতস্ততঃ করিয়া তাহা হইতে দুইটী পান তুলিয়া লইয়া মুখে দিল।

উর্ম্মিলা কহিল,—"কাল রাত্রে আপনি খেলেন না কেন?"

মোহিত মৃদু হাসিয়া কহিল,—"খিদে ছিল না খুব!"

—"খিদে ছিল না!" উর্ম্মিলা একটু হাসিল।

মোহিত অপ্রস্তুত হইয়া মাথাটা একটু নীচু করিল।

ঊর্ম্মিলা কহিল,—"আজ আবার আপনাকে বিরক্ত করতে এলাম!"

মোহিত কিন্তু কোন কথা কহিল না।

ঊর্ম্মিলা ধীরে ধীরে মোহিতের হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া লইয়া কোমল-কণ্ঠে কহিল,—"কথা বল্‌ছেন না কেন,—অসন্তুষ্ট হয়েছেন নাকি আমার ও ওপর?"

কলাকার ঘটনা স্মরণ হওয়ায় মোহিত অত্ত মোটেই সাহসী হইতেছিল না। কিন্তু ঊর্ম্মিলা ছাড়িল না;—অশেষ প্রকারে তাহাকে তুষ্ট করিয়া যখন দেখিল, হাসি তামাসা বেশই জমিয়া উঠিয়াছে, তখন সহসা উঠিয়া কক্ষ হইতে প্রস্থান করিল। মোহিত বড়ই বিস্মিত হইল;—ঊর্ম্মিলা যে কি প্রকৃতির লোক তাহা সে ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

পরদিনও ঊর্ম্মিলা যথাসময়ে আসিয়া উপস্থিত হইল; নানারূপ হাসি তামাসায় অনেকটা সময় অতিবাহিত করিয়া দিল। তারপর যখন দেখিল, মোহিতের অপেক্ষাকৃত চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে, তখন ধীরে ধীরে উঠিয়া কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল। এইরূপে মোহিতকে সে ধরা দিয়াও দিতেছিল না। আশার আশায় মোহিতকে সে অনেক দিন ঘুরাইল। মোহিত ক্রমেই যেন কেমন হইয়া পড়িতেছিল। এই আশা-নিরাশার নাগরদোলায় চড়িয়া তাহার জীবনটা ক্রমেই হায়রান হইয়া পড়িতেছিল। অবশেষে ঊর্ম্মিলা একদিন সত্যই তাহাকে ধরা দিল। মোহিত যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইল। জগতে আজ সেই বুঝি একমাত্র সুখী! ঘটনা-স্রোতে পড়িয়া কাহার জীবনের গতি কখন কোন দিকে প্রবাহিত হয়, কে বলিতে পারে!

এদিকে অমরেন্দ্রনাথ টাকার জন্য বাড়ীতে পর পর কয়েকখানি পত্র লিখিয়াও যখন দেখিল, কোন ফল হইল না, তখন সে বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িল। টাকার তাহার বিশেষ দরকার। লাবণ্যলহরীর বড়ই সাধ হইয়াছে, একছড়া মুক্তার মালা পরিতে। মুক্তারমালাটী অমরেন্দ্রনাথকেই দিতে হইবে। কিন্তু সে ত নিতান্ত কম টাকার কাজ নয়; অথচ অমরেন্দ্রনাথের হাতে তখন মোটেই টাকা ছিল না। অমরেন্দ্রনাথ কি করিবে? অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সে বাড়ী যাওয়াই স্থির করিল।

বাড়ীতে আসিয়া প্রথমে মোহিতের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। টাকা না পাঠাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় মোহিত বলিল,—"আদায়-পত্র একেবারেই বন্ধ;—লাটের টাকা সংগ্রহ করাই মুস্কিল,—সম্পত্তি নীলামে চড়িয়ে ত তোমাকে আর টাকা দেওয়া ঠিক নয়!"

অমরেন্দ্রনাথ তাহাই বিশ্বাস করিল। বলিল,—"সে ত ঠিক,—তবে টাকার আমার বিশেষ দরকার;—সম্পত্তি মর্টগেজ রেখে কিছু টাকা কর্জ্জ ক'রে দাও না?"

মোহিত হাসিয়া কহিল,—"সে হাত ত আর আমার নয়;—আমাকে বল্লেই আমি তা' পারি।"

অমরেন্দ্রনাথ রাত্রে উর্ম্মিলাকে টাকার কথা কহিল। উর্ম্মিলা প্রথমে কত মান-অভিমান দেখাইল, কত কান্নাকাটি করিল; অমরেন্দ্রনাথকে কু-পথ হইতে ফিরিবার জন্য কত অনুরোধ করিল—যেন স্বামীর জন্য সে কতই দুঃখিতা, চিন্তিতা। অবশেষে উর্ম্মিলা কহিল,—"দেখো সবই ত তোমার;—টাকার যদি সত্যিই তোমার খুব দরকার হয়, তবে যেমন

ক'রে হোক দেওয়া যাবে। কিন্তু তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আর ও-পথ মাড়িও না।”

পত্নীর এবম্বিধ ব্যবহারে অমরেন্দ্রনাথ বড়ই সুখী হইল, প্রাণের মধ্যে সে বড়ই শান্তি অনুভব করিল। অমরেন্দ্রনাথ ভাবিল, আহা, ঊর্ম্মিলা তাহাকে কতই ভালবাসে, কিন্তু সে তাহার প্রতি কি অবিচারই না করিতেছে! এত অবিচার সত্বেও, ঊর্ম্মিলার কি অগাধ ভালবাসা! অমরেন্দ্রনাথের বড়ই দয়া হইল। সে ভাবিল, ঊর্ম্মিলার মত পত্নীকে কোন মতেই উপেক্ষা করা উচিত নয়,—আর সে কলিকাতায় যাইবে না! কয়েকদিন অমরেন্দ্রনাথ বাড়ীতেও রহিল, কিন্তু অধিক দিন ভাল লাগিল না। অবশেষে একদিন টাকাকড়ি লইয়া আবার সে কলিকাত অভিমুখে যাত্রা করিল। ঊর্ম্মিলা ও মোহিতের পাপাভিনয় সমভাবে চলিতে লাগিল।

কুড়ি

অল্প কয়েক দিবস হইতে লাবণ্যলহরীর কুটীরে একজন ভৈরবীর সমাগম হইতেছে। ভৈরবীর বয়স খুব বেশী নয়; কিন্তু তাহার অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় মুখশ্রী, তাহার আয়ত-প্রদীপ্ত-লোচনদ্বয়, নিতম্ব-চুম্বিত জটা-ভার, বিভূতি-বিলেপিত কায়, গৌরিক-বাস-বিমণ্ডিত, ত্রিশূল-শোভিত,—অপূর্ব্ব সৌম্যমূর্ত্তি দর্শনে মন-প্রাণ যেন আপনা হইতে ভক্তিরসাপ্লুত হইয়া উঠে। ভৈরবী কোথায় অবস্থান করিতেন, কি অভিপ্রায়ে আসিতেন তাহা কেহ বলিতে পারে না। তবে তিনি আসিয়াই প্রথমে লাবণ্য-লহরীর অনুসন্ধান করিতেন, এবং লাবণ্যলহরীকে নিঃসঙ্গ অবস্থায় পাইলে তাহাকে লইয়া নানারূপ ধর্ম্মবিষয়ক আলোচনাদি করিতেন। আর যদি লাবণ্যলহরীর নিকট কেহ থাকিত, তাহা হইলে তিনি আসিয়াই প্রস্থান করিতেন;—অন্য কাহারও সহিত তিনি বড় একটা কথাবার্ত্তা কহিতেন না। ভৈরবী কিছুরই প্রত্যাশী ছিলেন না; লাবণ্যলহরী তাঁহাকে কখনো কিছু দিতে চাহিলে তিনি হাসিয়া কহিতেন,—"বোন, ঈশ্বরের কৃপায় আমার কোন অভাব নাই। তুমি উহা কোন গরীব দুঃখীকে অর্পণ করিও অথবা অন্য কোন সৎকর্ম্মে ব্যয় করিও।" ভৈরবীর গমনাগমনের কোন সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল না। তবে প্রায়ই তিনি দ্বিপ্রহরের পর আসিতেন এবং কোন দিন বা অর্দ্ধ ঘণ্টা, কোন দিন বা এক ঘণ্টা, কোন দিন বা তাহা অপেক্ষাও কিছু অধিক সময় অবস্থান করিবার পর, তিনি লাবণ্যলহরীর নিকট বিদায় চাহিতেন,—লাবণ্যলহরী আপত্তি করিলেও তিনি তাহা শুনিতেন না। মধুর হাসিয়া কহিতেন,—

"আবার আসবো—এখন উঠি!" কোন নিষেধই গ্রাহ্য না করিয়া তিনি তখনই উঠিয়া পড়িতেন। ভৈরবীর এরূপ হঠাৎ প্রস্থানের হেতু কি তাহা লাবণ্যলহরী ঠিক বুঝিতে পারিত না।

সেদিন দুইপ্রহরের পর লাবণ্যলহরী তাহার ত্রিতলস্থ একটী কক্ষে বসিয়া ভৈরবীর কথা চিন্তা করিতেছিল। সে ভাবিতেছিল, কে এই ভৈরবী, কি অভিপ্রায়ে তিনি তাহার নিকট আসিয়া থাকেন? ভৈরবী ত কিছুর প্রত্যাশী নন্, তবে কেন তিনি তাহার নিকট আসেন? ভৈরবীর মনে কি আছে তাহা তিনিই ভাল জানেন! তবে আমার ন্যায় পতিতা ঘৃণিতা নারীকেও তিনি যে উপেক্ষা করেন না, বরং যত্ন করিয়া নানারূপ ধর্ম্মোপদেশাদি দান করেন, এইটাই কিছু আশ্চর্য্যের বিষয়!—পাপবৃত্তিই যাহার পেশা, লোকের সহিত প্রতারণা করা, লোকের সর্ব্বনাশ করাই যাহার পেশা, তাহার আবার ধর্ম্মোপদেশাদিতে কি কাজ? কিন্তু ভৈরবীর কি মোহিনী ক্ষমতা। তাহার জীবনের গতি দিনে দিনেই যেন তিনি অন্যদিকে প্রবাহিত করিয়া দিতেছিলেন। ভৈরবীর সাহচর্য্য লাভ করিয়া সে যেন নূতন পথের সন্ধান পাইয়াছে, এবং জীবনটাকে সেই পথের পথিক করিয়া দিয়া দিনগুলি তাহার বড়ই সুখে অতিবাহিত হইতেছিল। এখন ভৈরবী যদি কোন কারণ বশতঃ কোন দিন তাহার নিকট না আসিতে পারেন, তবে তাহার মন-প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠে, সে মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত ভৈরবীর আগমন প্রতীক্ষায় আশাপথ চাহিয়া বসিয়া থাকে। ভৈরবীর চিন্তাই এখন তাহার নিকট সব চেয়ে প্রিয়, ভৈরবীর আগমন-আকাঙ্ক্ষাই তাহার এখন সব চেয়ে প্রবল, ভৈরবীর অবস্থানই তাহার এখন সব চেয়ে মধুর।

ভৈরবী কয়েকদিন 'হইতে আসিতেছেন না! তাঁহার না আসিবার হেতু কি? তিনি কি অন্য কোথাও গমন করিয়াছেন? তাহাই সম্ভব! নতুবা এখানে থাকিলে নিশ্চয় আসিতেন। লাবণ্য-লহরী ভৈরবীর কথা এইরূপ কত কি ভাবিতেছিল; ভাবিতে ভাবিতে কৃতজ্ঞতায় তাহার মাথাটী যেন অবনত হইয়া আসিতে ছিল। সে যুক্তকরে অস্ফুটস্বরে কহিতে লাগিল,—"জানি না ভৈরবী তুমি কে — তবে যেই হও, তুমি অসীম দয়াবতী। তোমার অসীম দয়ার প্রভায় আজ আমার মন-প্রাণ নূতন আলোকে ভাসিয়া উঠিয়াছে, আজ আমি নূতন পথের সন্ধান পাইয়াছি। আমি বড়ই পাপী, তাই কি আমাকে উদ্ধার করিতে তোমার আবির্ভাব? যদি তাহাই হয় শিক্ষাদায়িনী, তবে তুমি কোথায়? কোথায় তুমি অদৃশ্য হইয়াছ,—কেন তুমি আর এস না? দেবি! পতিতা ঘৃণিতা পাপীয়সীকে উদ্ধার করাই যদি তোমার অভিপ্রেত, তবে তুমি এস, যেখানেই থাক—এস। আমি একান্ত মনে তোমার আরাধনা করিতেছি, তুমি এস। দেবি, শিক্ষাদাত্রি, হৃদয়াধিষ্ঠাত্রি, উদ্ধারকারিণি, তুমি এস! আমি মন-প্রাণ ঢালিয়া তোমার আহ্বান করিতেছি, তুমি এস! তোমার অদর্শনে আমি যে বড়ই কাতর হইয়া পড়িয়াছি, আমার মন-প্রাণ যে বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে, তুমি এস! আর যদি না আসিবে, তবে কেন তুমি আমায় এ নূতন পথের সন্ধান জানাইলে? তবে কেন তুমি আমার এ মতিভ্রম ঘটাইলে? এমনি ত বেশ ছিলাম;—এখন যে আমার অন্য কিছু ভাল লাগে না, অন্য কোন চিন্তাই যে আমার মনে স্থান পায় না! দেবি, আমার দুর্ব্বল হৃদয়ে বল দাও, আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর—তুমি একবার এসে দেখা দিয়ে

পতিতাকে উদ্ধার কর।—" ভৈরবীর চরণোদ্দেশে লাবণ্যলহরী গলে বস্ত্র দিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণতা হইয়া ললাটে ভূমিস্পর্শ করিল।

প্রণাম করিয়া মুখ তুলিতেই লাবণ্যলহরী সবিস্ময়ে দেখিল, তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভৈরবী! ভৈরবী দণ্ডায়মান হইয়া মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছিলেন। লাবণ্যলহরী ভূমিষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পদরেণু লইয়া মস্তকে দিল। ভৈরবী সহাস্যবদনে কহিলেন,—"কাকে প্রণাম করছিলে তুমি?"

লাবণ্যলহরী একটু সলজ্জ হাসি হাসিল,—কোন উত্তর দিল না।

ভৈরবী ধীরে ধীরে আসন গ্রহণ করিলেন; তারপর মধুর হাসিয়া কহিলেন,—"বোন, আজ তোমার সঙ্গে কয়েকটী বিশেষ কথা আছে; বেশ ধীর ভাবে শুন্‌বে কিন্তু!"

লাবণ্যলহরী নীরবে মুখ তুলিয়া চাহিল। ভৈরবী কহিলেন,—"বল্‌তে পার বোন, মানবের সব চেয়ে কাম্য কি?"

লাবণ্যলহরী মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিল.—"কি?"

ভৈরবী হাসিয়া কহিলেন,—"একমাত্র শান্তি। শান্তির জন্যই সব; শান্তিই মানবের একমাত্র কাম্য। কথাটা বোধ হয় তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না, হয় ত ভাবছ, তা' কেমন ক'রে সম্ভব! কিন্তু বোন, বেশ ধীরভাবে বুঝে দেখ, দেখবে শান্তিই সকলের মূল; একমাত্র শান্তি পাবার আশায় মানব অহর্নিশি ব্যতিব্যস্ত। তবে কেউ সে শান্তিকে পেতে চায় ধন-দৌলৎ বিষয়-সম্পদের মধ্য দিয়ে, কেউ পেতে চায় দারা-পুত্র-পরিবার-বর্গের মধ্য দিয়ে, কেউ পেতে চায় জাল-জুয়াচুরি দাঙ্গা-হাঙ্গামা খুনর-

জখমের মধ্য দিয়ে, আর কেউ বা পেতে চায় যোগ-তপস্থার মধ্য দিয়ে! কিন্তু সকলেরই কাম্য হচ্ছে শান্তি,—শান্তির জন্যই সব।”

লাবণ্যলহরী মৃদু হাসিয়া অতি নম্রকণ্ঠে প্রশ্ন করিল,—“ঠিক বুঝ্‌লাম না,—লোকে দাঙ্গা-হাঙ্গামা জাল-জুয়াচরি খুন-জখমও করে কি শান্তির জন্য?”

ভৈরবী মধুর হাসিয়া কহিলেন,—“হাঁ বোন, সেও শান্তির জন্য! যে যাই করুক না কেন, সবই শান্তির জন্য! তবে জাল-জুয়াচরি দাঙ্গা-হাঙ্গামা প্রভৃতি ক’রে কেউ কখনো শান্তি পায় না সত্য;—কিন্তু তা’ করে শান্তি পাবার আশাতেই! অর্থাৎ মনে করো, তোমার সঙ্গে একজনের ঘোর শত্রুতা রয়েছে, সে তোমার সর্ব্বনাশ করবার জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ত; সে স্থলে তোমারো মনটা বিদ্রোহী হয়ে ওঠা স্বাভাবিক; যেমন ক’রেই হোক শত্রুকে দমন কর্‌তে হবে, যেমন ক’রেই হোক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে হবে—এই ইচ্ছেটাই তখন তোমার প্রবল হয়ে উঠবে! ইচ্ছা পূরণ অথবা মনস্তুষ্টিই হচ্ছে শান্তি; সুতরাং এস্থলে তোমার ইচ্ছা পূরণ করতে হ’লে শত্রুকে দমন করতে হবে, প্রতিহিংসা চারিতার্থ করতে হবে, একটা দাঙ্গা-হাঙ্গামা অথবা ঐরূপ একটা কিছুর সৃষ্টি করতে হবে;—তা’হলে কি শান্তির জন্যই, শান্তি পাবার আশাতেই এই সব নয়? তবে শান্তি পাবার আশাতেই কি লোকে এই সব দাঙ্গা-হাঙ্গামা খুন-জখম জাল-জুয়াচরি প্রভৃতি করছে না? বোন, সকলেরই মূল শান্তি। এই যে তুমি এখানে ব’সে আমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বল্‌ছো, এও শান্তিলাভের জন্য! শান্তিলাভের জন্যই মানবের আহার-বিহার, শয়ন-জাগরণ, পূজা-অর্চ্চনা, যোগ-তপস্যা-হোম,

পুত্র-কন্যা, বিষয়-সম্পদ—এক কথায় সবই। এখন কথা হচ্ছে, শান্তি লাভের জন্যই যদি সব হয়, শান্তিই যদি মানবের একমাত্র কাম্য হয়, তবে এই শান্তি যা'তে অবিশ্রান্তরূপে অনন্তকাল ধ'রে লাভ করা যেতে পারে তাই করা কি উচিত নয়? কিন্তু বোন, সংসার লালসার, বিলাস-বাসনার আকর;—এখানে প্রকৃত শান্তি যা, তা' মিলান যায় না—প্রকৃত শান্তি এখানে নাই বল্লেও হয়। কারণ, এখানে নিত্য নূতন নূতন আশা-বীজ অঙ্কুরিত হয়ে মন-প্রাণ অনুপ্রাণিত করবে, আর সেই সকল আশা পূরণ না হ'লে তুমি শান্তি পাবে না। কিন্তু বোন, লোকের আশা কি কখন পূরণ হ'তে পারে? কাজেই দেখ্‌তে হবে, এই আশাটাকে কিসে কমিয়ে আনা যায়;—একেবারে আশা শূন্য হওয়া কোন মতেই সম্ভব নয়। বোন, আর একটা কথা স্মরণ রাখ্‌বে যে, আশাই মানবের অশান্তি ঘটাবার একটা প্রধান কারণ। যে যত বেশী আশা করবে, সে তত বেশী অশান্তি ডেকে আনবে, একথা ধ্রুব সত্য। তাই বল্‌ছিলাম, আশাটাকে সর্ব্বাগ্রে দমন করতে হবে; এবং সেই আশাটাকে দমন করতে হ'লে, সংযমের আবশ্যক। এখন দেখ্‌তে হবে, সংযম লাভ করা যায় কিসে! ভোগ-বিলাসের মধ্যে থেকে কখন সংযম লাভ করা যায় না,—তা' যদি যেত, তা'হ'লে মুনিঋষিগণ সর্ব্বত্যাগী হয়ে ঈশ্বর আরাধনা করতে গহনবনে গিয়ে আশ্রয় নিতেন না! আর একটা কথা হচ্ছে এই যে, মনটা বড়ই প্রলোভনের বশ! সংসারে প্রলোভনের অভাব নেই, চারিদিকেই প্রলোভন। এই সব প্রলোভন উপেক্ষা করতে পারলে, তবে সংযম লাভ করা যায়। কিন্তু এ সব প্রলোভন উপেক্ষা করা বড়ই কষ্টসাধ্য—সংসারে থেকে তা'

কোনমতেই সম্ভব নয়! আর সংযম লাভ করতে না পারলেও, আশা নিবৃত্তি হবে না, অথবা শান্তি পাবে না। সুতরাং শান্তি পেতে হ'লে পূর্ব্বে আশা নিবৃত্তি করতে হবে, আশা নিবৃত্তি করতে হ'লে সংযমী হ'তে হ'বে! এখন সংযমী হতে আমাদের কি আবশ্যক, সেইটেই আগে বিবেচনা করতে হ'বে। সংযমী হতে হ'লে সর্ব্বাগ্রে প্রলোভনকে দমন করতে হবে, আর প্রলোভনকে দমন করতে হ'লে সংসার-ত্যাগী হ'তে হবে—অর্থাৎ সংসারের প্রতি কোন আসক্তি থাক্‌লে তুমি প্রকৃত শান্তিলাভ করতে পারবে না। বোন, এই যে তোমার দাস-দাসী ধন-ঐশ্বর্য্য, এ সবই অসার! এর কোন মূল্য নেই। শান্তিই যখন তোমার একমাত্র কাম্য, তখন দেখ্‌তে হবে, এসবে তোমার শান্তি উৎপাদন করছে কি না! কিন্তু বোন, এসবে তোমার শান্তি উৎপাদন করা ত দূরের কথা, বরং ব্যাঘাত জন্মাচ্ছে—কেমন নয় কি? বোন, ত্যাগী না হ'লে সে কখন প্রকৃত সুখী হ'তে পারে না অথবা শান্তিলাভে সমর্থ হ'তে পারে না।—যাক্‌, আমার বক্তব্য বিষয় এ নয়! ক'দিনের জন্য আমাকে একটু স্থানান্তরে যেতে হবে,—ফিরতে বোধ হয় দিন পনের কেটে যাবে;—এসে তোমাকে আমি নূতনভাবে পেতে চাই বোন! ঐ দিনে তুমি প্রস্তুত থাক্‌বে;—তোমার উপযুক্ত স্থান এ নয়।—" ভৈরবী নীরব হইলেন।

লাবণ্যলহরী মন্ত্রমুগ্ধবৎ ভৈরবীর বাক্যাবলী শ্রবণ করিতেছিল, শুনিতে শুনিতে সে বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্তা হইয়া পড়িয়াছিল। ভৈরবী নীরব হইতেই তাহার চমক ভাঙ্গিল। সে বিনীতকণ্ঠে কহিল,—"দেবী, আমি সুখ-দুঃখ শান্তি-অশান্তি সংযম-অসংযম—কিছু বুঝিনে। আমি পেতে

চাই আপনার সঙ্গ ! কি উপায়ে আপনার সঙ্গ লাভে সমর্থ হ'তে পারি, আমায় সেই উপদেশ দিন—আমি আর কিছু শুনতে চাইনে। দেবি, আমি দিন পনের অপেক্ষা করতে পারবো না ;—যেখানেই যান, আমায় সঙ্গে নিয়ে চলুন ।"

ভৈরবী মধুর হাসিয়া কহিলেন,—"এত ব্যস্ত হয়ো না বোন ! তোমার ভাগ্যাকাশে সুখ-রবি উদিত ;—দিন পনের অপেক্ষা করো, দেখ্‌বে কত সুখ—কত শান্তি !"...

এই সময়ে সিঁড়িতে কাহার পদশব্দ শ্রুত হইল। ভৈরবী উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন,—"বোন, এখন আমি চল্লুম ! এক'টা দিন কোন রকমে কাটিয়ে দাও,—ঐ দিনে আমি ঠিক আস্‌বো—তুমি প্রস্তুত থেকো কিন্তু !"—ভৈরবী মুহূর্ত্তে অদৃশ্য হইয়া গেলেন, এবং পর মুহূর্ত্তেই কক্ষের অন্য দ্বার দিয়া অমরেন্দ্রনাথ আসিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল।

একুশ

অমরেন্দ্রনাথ বড়ই বিষণ্ণ, বড়ই চিন্তাক্লিষ্ট। তাহার এই বিষণ্ণতা আনয়ন করিয়াছে একমাত্র লাবণ্যলহরী। লাবণ্যলহরী যেন আজকাল কেমনই হইয়া গিয়াছে। কোন বিষয়ের প্রতি তাহার বিশেষ আসক্তি নাই। আজকাল সে অমরেন্দ্রনাথকে বড় একটা যত্ন করে না। সর্ব্বদা নির্জ্জনে বসিয়া সে যেন কি ভাবে; মুখে তাহার ক্ষণেকের তরেও হাসি দেখা যায় না। বেশ-বিন্যাস বিলাস-বাসনার প্রতি তাহার বিন্দুমাত্রও ভ্রূক্ষেপ নাই—যেন কেমনই একটা ভাব! অমরেন্দ্রনাথ ভাবিয়া পায় না, লাবণ্যলহরীর কেন এমন ভাবান্তর ঘটিল! লাবণ্যলহরীর কথা ভাবিয়া ভাবিয়া অমরেন্দ্রনাথেরও ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে। সে অনেক সময় ভাবে, সংসার-ধর্ম্ম সবই ত্যাগ করিয়াছি, কিন্তু লাবণ্যলহরীকে ত্যাগ করিতে পারি নাই, ভবিষ্যতে তাহা পারিব বলিয়াও মনে হয় না! লাবণ্যলহরীই যে আমার আশা-ভরসা সুখ-সম্পদ, তাহাকে ব্যতীত আমি জীবনধারণে কিরূপে সক্ষম হইব? এখন কি উপায়ে তাহাকে পূর্ব্ব ভাবাপন্ন করা যায়, কি উপায়ে তাহার মনোভাবের পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে, কি উপায়ে তাহার মুখে হাসি দেখা যাইতে পারে? এইরূপ নানা বিষয় চিন্তা করিয়া অমরেন্দ্রনাথ বড়ই কাতর হইয়া পড়িয়াছে। তাই সর্ব্বদাই তাহার মুখখানি বড় বিষণ্ণ, বড়ই চিন্তাক্লিষ্ট।

ভৈরবী অদৃশ্য হইবার পর মুহূর্ত্তে অমরেন্দ্রনাথকে কক্ষে প্রবেশ

করিতে দেখিয়া লাবণ্যলহরী কি ভাবিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তারপর ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল। আর অমরেন্দ্রনাথ কাতর হৃদয়ে, বিষণ্ণবদনে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেই স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, অবশেষে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া নিতান্তই অবসন্ন দেহে, হতাশ মনে সম্মুখের বিছানাটীর উপর গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল।

অমরেন্দ্রনাথ বিছানার উপর পড়িয়া লাবণ্যলহরীর কথা ভাবিতে ভাবিতে অবশেষে সর্ব্বচিন্তানাশিনী শান্তিদায়িনী নিদ্রাদেবীর সুকোমল অঙ্কে ঢলিয়া পড়িল।

নিদ্রাভঙ্গে অমরেন্দ্রনাথ দেখিল, লাবণ্যলহরী তাহার শিয়রে বসিয়া একখানি পাখা লইয়া ধীরে ধীরে তাহাকে বাতাস করিতেছে। অমরেন্দ্রনাথের যেন তাহা বিশ্বাস হইতে চাহিল না; সে চক্ষুদ্বয় রগড়াইয়া একবার ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল,—'হাঁ তাহাই সত্য!' কিন্তু কেমন করিয়া ইহা সম্ভব হইল! লাবণ্যলহরী তাহার সহিত এমন ব্যবহার ত অনেকদিন করে নাই! অমরেন্দ্রনাথ বড়ই স্বস্তি অনুভব করিল। সে নীরবে আর একবার লাবণ্যলহরীর মুখপানে চাহিল।

অমরেন্দ্রনাথকে চক্ষু উন্মীলন করিতে দেখিয়া লাবণ্যলহরী অতি কোমলকণ্ঠে ডাকিল,—"অমরবাবু!"

লাবণ্যলহরীর এই সুধাসিক্ত মধুর আহ্বান শুনিয়া অমরেন্দ্রনাথের চক্ষু যেন আর্দ্র হইয়া উঠিল;—হায়! লাবণ্যলহরী তাহার প্রাণে এ-কয়েকদিন কত ব্যথাই না দিয়াছে, কত যাতনাই না তাহাকে ভোগ করিতে হইয়াছে। অমরেন্দ্রনাথ নীরবে চোখ তুলিয়া চাহিল।

লাবণ্যলহরী তেমনি কোমলকণ্ঠে কহিল,—"অমরবাবু, আপনি

বোধ হয় আমার এ ক'দিনকার ব্যবহারে মনে, খুবই কষ্ট পেয়েছেন না ?"

আর্ত্তস্বরে অমরেন্দ্রনাথ কহিল,—"তা' জিজ্ঞেস করছো কেন লহরী,—আমি কিছু মনে করিনি তা'তে—!"

লাবণ্যলহরী কহিল,—"না অমরবাবু, আমার খুব অন্যায় হয়ে গেছে,—ক্ষমা করুন আমায় ! আমি আপনার প্রাণে খুব ব্যথা দিইছি। আমি আপনাকে কত অযত্ন করেছি——"

বাধা দিয়া অমরেন্দ্রনাথ কহিল,—"লহরী, তাতে আমি কিছু মনে করিনি, তা—যদি করতুম, তবে—" অমরেন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর বড়ই আর্ত্ত হইয়া উঠিল, একটু থামিয়া কহিল,—"লহরী, বরং তুমি আমায় ক্ষমা করো, যদি আমি কোন অপরাধ ক'রে থাকি !—"

লাবণ্যলহরী বিষাদের হাসি হাসিয়া কহিল,—"আপনার অপরাধ ! অমরবাবু, আপনার অপরাধ—আমায় ভালবেসেছিলেন—এই !—"

কিছু সময় নীরবে অতিবাহিত হইবার পর লাবণ্যলহরী কহিল,—"অমরবাবু, আমার একটা অনুরোধ রাখ্‌বেন আপনি ?"

অমরেন্দ্রনাথ কোমলকণ্ঠে প্রশ্ন করিল,—"কি অনুরোধ লহরী ?"

একটু ভাবিয়া লাবণ্যলহরী বিনীতকণ্ঠে কহিল,—"আপনি আর এখানে আস্‌বেন না অমরবাবু,—এইটুকুই আমার অনুরোধ !"

—"একি অনুরোধ লহরী ! তোমার এখানে আমি আস্‌বো না !" বিস্মিতকণ্ঠে অমরেন্দ্রনাথ কহিল।

লাবণ্যলহরী ক্ষীণ হাসি হাসিয়া কহিল,—"হাঁ অমরবাবু, এখানে আর আসবেন না ! মনে করুন লাবণ্যলহরী নেই, সে মরে গিয়েছে !—"

অমরেন্দ্রনাথ যেন চমকিয়া উঠিল,—বলিল, "একি বল্‌ছো লহরী !"

—"ঠিক বল্‌ছি অমরবাবু !—আপনার পায়ে পড়ি, আপনি আর এখানে আসবেন না ;—বলুন আসবেন না !" লাবণ্যলহরী উঠিয়া গিয়া অমরেন্দ্রনাথের পদদ্বয় ধারণ করিল ; তারপর অতি কাতরকণ্ঠে কহিল,—"বলুন রাখ্‌বেন আমার অনুরোধ,—বলুন আসবেন না আর এখানে !—"

শশব্যস্তে পা দুইখানি ছাড়াইয়া লইয়া লাবণ্যলহরীর হাত ধরিয়া অমরেন্দ্রনাথ ডাকিল,—"লহরী!"

লাবণ্যলহরী অশ্রুসিক্ত নয়নে অমরেন্দ্রনাথের মুখপানে চাহিয়া আর্ত্তস্বরে কহিল,—"কি বল্‌ছেন ?"

কাহারো মুখে কোন কথা নাই ; উভয়েই উভয়ের প্রতি অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে, উভয়েরই নয়নযুগল অশ্রুভারাক্রান্ত—সে যেন কি এক অপরূপ দৃশ্য !

অনেকক্ষণ এইভাবে কাটিল ; তারপর অমরেন্দ্রনাথই প্রথমে কথা কহিল,—বলিল,—"লহরী, কেন তুমি আমায় এ অনুরোধ করছো,—আমি ত ঠিক বুঝতে পারছিনে !"

লাবণ্যলহরী কাতরভাবে অমরেন্দ্রনাথের মুখপানে চাহিল ; কিছু বলিল না ! অমরেন্দ্রনাথ আবার কহিল,—"বল লহরী, আমায় বুঝিয়ে বল, কেন তুমি আমায় এমন অনুরোধ করছো ? লহরী, তুমি আসতে নিষেধ করছো বটে, কিন্তু—"

লাবণ্যলহরী ধীরে ধীরে মুখ তুলিয়া ধীরকণ্ঠে কহিল,—"হাঁ অমরবাবু, আসতে নিষেধ করছি। কেন আপনি একটা বেশ্যার মোহে প'ড়ে সারধর্ম্ম বিসর্জ্জন দেবেন, কেন আপনি জীবনটাকে পণ্ড করবেন ?

অমরবাবু, আপনার এবং আমারও ভালর জন্যে আপনাকে আমি আসতে নিষেধ করছি। আর না অমরবাবু, যথেষ্ট লোকের সর্ব্বনাশ করেছি, যথেষ্ট লোককে ভালবাসা দেখিয়ে একেবারে তাদের পথের ভিখারী করেছি, একেবার অধঃপাতে দিয়েছি ;—কিন্তু আর ইচ্ছে নেই। অমরবাবু, আজ আপনাকে একটা সত্যি কথা বলবো ! জীবনে আমি কাউকে কখনো ভালবাসিনি—একদিনের তরেও না ; তবে ভালবাসা দেখিয়েছি অনেককে ;—অনেককেই ভালবাসা দেখিয়ে একেবারে তাদের জাহান্নামে দিয়েছি ; এবং তাদের শোচনীয় পরিণাম দেখে বড়ই কৌতুক অনুভব করেছি—তা'তে আমার একটুও দুঃখ হয়নি। কিন্তু অমরবাবু, আজ আমি আপনাকে সত্যি বলছি, যদি কাউকে কোন দিনের তরে ভালবেসে থাকি, সে একমাত্র আপনাকেই। অমরবাবু, মনে পড়ে সেদিনের কথা, যেদিন আমি প্রথম আপনাদের বাড়ীতে গিয়েছিলাম, সেই যেদিন আপনাদের বাড়ীতে আমি প্রথম নাচ করি, যেদিন আপনাকে আমি প্রথম দেখলাম, আপনার পিতা সভা ত্যাগ করতেই সেদিন যখন আপনি আপনার বন্ধুবান্ধব নিয়ে এসে তাঁর স্থান অধিকার করলেন এবং একটু পরেই আপনি উঠে গেলেন—মনে পড়ে সেদিনের কথা অমরবাবু ?—সেইদিন—ঠিক সেই দিনই আমি মজেছি ;—সেই আপনাকে প্রথম দেখলাম এবং সেই দিন থেকেই আপনাকে পাবার ইচ্ছা আমার প্রবল হয়ে উঠেছিল। কি উপায়ে আপনাকে পেতে পারি, এই চিন্তাই সেইদিন থেকে আমি ক'রে এসেছি। তারপর মোহিতবাবুকে পেয়ে আমার মনে বেশ আশার সঞ্চার হ'ল। ভাবলাম, মোহিতবাবু যখন আপনার বন্ধু, তখন তার দ্বারা আপনাকে লাভ করার

পক্ষে বেশ সুবিধে হ'তে পারে! তাই আমি মোহিতবাবুকে অতটা যত্ন করতাম, অতটা ভালবাসা দেখিয়েছিলাম; তারপর যেদিন আপনাকে পেয়েছি, সেইদিন থেকেই তাকে বিদায় করবার চেষ্টা করেছি,—সহজে বিদায় করতে পারিনি, শেষটায় যথেষ্ট অপমান ক'রে তাকে বিদায় করেছি! কিন্তু অমরবাবু, এমন অপমান ক'রে তাকে বিদায় করবার কিছু দরকার ছিল না—সেও শুধু আপনার জন্যে;—আপনি অসন্তুষ্ট হ'তে পারেন, এই ভয়েই তাকে অমন ক'রে বিদায় করেছি। অমরবাবু, প্রকৃতপক্ষে যদি কাউকে কখনো ভালবেসে থাকি, সে শুধু আপনাকেই। সত্যি বলছি আমি, আপনাকে যথেষ্ট ভালবাসি—প্রাণাপেক্ষাও ভালবাসি;—আর ভালবাসি ব'লেই আজ আপনাকে বারবার অনুরোধ করছি, আপনি নিজের ভালর জন্যে ও আমার ভালর জন্যে আর এখানে আসবেন না।"

—"তোমার ভালর জন্যে! কথাটা ত ঠিক বুঝলাম না;—"

বিষাদ-মাখাকণ্ঠে লাবণ্যলহরী কহিল,—"সে অনেক কথা অমরবাবু, মাপ করবেন আমায়! তবে আমার ভালর জন্যেও যে আপনাকে আসতে নিষেধ করছি, এ কথাটা খুব ঠিক!"

অমরেন্দ্রনাথ কি একটু ভাবিয়া কহিল,—"আমি না এলে তুমি সুখী হবে?"

"—এখন না হ'লেও, ভবিষ্যতে হব, এ বিশ্বাস আমার খুব আছে।" লাবণ্যলহরী ধীরভাবে কহিল।

অমরেন্দ্রনাথ নীরবে উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল,—"আচ্ছা সেই ভাল,—চলুন আমি—।"

লাবণ্যলহরী বাধা দিয়া কহিল,—"রাগ করলেন অমরবাবু!" সেও উঠিয়া দাঁড়াইল।

অমরেন্দ্রনাথ কহিল,—"আমার রাগে আর কি এসে যায় লহরী!—চল্লুম।" অমরেন্দ্রনাথ কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

লাবণ্যলহরী অনেকক্ষণ সেই স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিয়া অবশেষে একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া অস্ফুটস্বরে কহিল,—"তা' যাও অমরবাবু, ক্ষণিকের মোহ সব, কোন মূল্য নেই এর।" তারপর সে ভৈরবীকে স্মরণ করিতে করিতে কক্ষান্তরে গিয়া প্রবেশ করিল।

বাইশ

অমরেন্দ্রনাথ লাবণ্যলহরীর বাসা হইতে বাহির হইয়া ভাবিল, "আর না, আর আস্‌বো না! কয়েকদিনের মধ্যে সে আর আসিল না সত্য, কিন্তু অধিকদিন সে সঙ্কল্প বজায় রাখিতে পারিল না। সপ্তাহ দুই পরে সে একদিন আসিয়া উপস্থিত হইল; লাবণ্যলহরী তখন বাসায় ছিল না—সে অন্য কোথায় গিয়াছিল। অমরেন্দ্রনাথ অনেকক্ষণ তাহার অপেক্ষায় বসিয়া থাকিয়া অবশেষে নিরাশ-হৃদয়ে ফিরিয়া আসিল। আসিবার সময় সে বেয়ারার নিকট শুনিয়া আসিয়াছিল যে, লাবণ্যলহরী স্থানান্তরে গিয়াছে, ফিরিতে দুই একদিন বিলম্ব হইবে। অমরেন্দ্রনাথ দিন দুই পরে আবার লাবণ্যলহরীর অনুসন্ধানে তাহার বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল, কিন্তু দেখা মিলিল না। বেয়ারাকে জিজ্ঞাসা করায় সে কহিল,—"কবে ফিরবেন তিনি, তা'ত ঠিক বল্‌তে পারিনে বাবু। তবে আজই কিন্তু আস্‌বার কথা ছিল।" অমরেন্দ্রনাথ চিন্তিত হৃদয়ে ফিরিয়া আসিল।

পরদিন অমরেন্দ্রনাথ লাবণ্যলহরীর বাসায় যাইবে মনস্থ করিয়া সবে মাত্র বাসা হইতে বাহির হইয়াছে; এমন সময়ে পিয়ন তাহার হাতে একখানি চিঠি দিল। চিঠিখানি লাবণ্যলহরী লিখিয়াছে। তাহাতে লেখা ছিল,—"অমর বাবু! বৃথা আমার অনুসন্ধান করবেন না—আর করলেও, পাবেন না! একটা অনুরোধ যদি রাখেন, তাহ'লে বড়ই সুখী হব;—আপনি আমার বাড়ীটা পারেন ত কাউকে ভাড়া দেবেন

এবং সেই ভাড়ার টাকাটা কোন সৎকার্য্যে ব্যয় করবেন।—আপনি বৃথা মন খারাপ করবেন না;—বাড়ী যান, সংসারধর্ম্ম করুন গিয়ে। প্রণাম গ্রহণ করবেন—ইতি আপনার শ্রীচরণ সেবিকা-দাসী—'লাবণ্যলহরী।' পত্র পড়িয়া অমরেন্দ্রনাথ যেন কেমনই হইয়া গেল। সে দুইতিনবার করিয়া পত্রখানি পড়িল, কিন্তু ভালরূপ কিছুই বুঝিল না। অবশেষে কি ভাবিয়া সে ধীরে ধীরে লাবণ্যলহরীর বাসায় গিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল, বাসায় চাবিবন্ধ! কিছুক্ষণ হতাশভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, অমরেন্দ্রনাথ পাশের বাসার মানদা দাসীর নিকট গিয়া লাবণ্যলহরীর অনুসন্ধান করিল। মানদা বিরক্তভাবে কহিল,—"কি জানি বাবু, কে এক মাগী ভৈরবী না সন্ন্যাসিনী এসে তাকে ফুস্‌লে ফাস্‌লে কোথায় নিয়ে গিয়েছে। বাবু, কেন যে তার এমন মতিচ্ছন্ন হ'ল,—সব গয়না পত্রগুলো বেচে কিনে বেছপ্পর ক'রে টাকা-গুলো সব দেশের কাজে—দশের কাজে না ছাইয়ের কাজে দান ক'রে গিয়েছে। বাবু, তার বল্‌তে আর কিছু নেই, মাত্র এই বাড়ীখানা—সেও খোদ্দের পেলে বিক্রী ক'রে দিত! যা'হোক, এই নিন্ চাবি, আপনাকে দিতে ব'লে গিয়েছে।—মরুক্‌গে—আমাদের কি আর এসে যাবে তা'তে—।"

অমরেন্দ্রনাথ চাবি লইতে স্বীকৃত হইল না। বলিল,—"চাবি নিয়ে কি করবো আমি, বরং তোমরা রেখে দাও;—পার ত বাড়ীটাকে ভাড়া দিও এবং সে এলে ভাড়ার টাকা তাকে দিয়ে দিও। আমি দেশে যাচ্ছি, এখানে থাক্‌বো না আর।"

অমরেন্দ্রনাথ আর মুহূর্ত্ত অপেক্ষা না করিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

পথ চলিতে চলিতে আজ অনেকদিন পরে তাহার দেশের কথা স্মরণ হইতে লাগিল। উর্ম্মিলার কথাটাই তাহার সর্ব্বাগ্রে স্মরণ হইল। 'হায়! উর্ম্মিলার কি অগাধ ভালবাসা সে স্বচ্ছন্দচিত্তে উপেক্ষা করিয়াছে। উর্ম্মিলার কি পতিভক্তি! অমরেন্দ্রনাথকে একদিনের তরে পাইলেও সে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পায়;—কত যত্ন, কত ভক্তি, কত ভালবাসা! হায়, এমন পত্নীকে সে কত দুঃখ-কষ্টই না দিতেছে। অমরেন্দ্রনাথ অদ্য এইরূপ কত কি ভাবিল। ভাবিতে ভাবিতে উর্ম্মিলার জন্য তাহার মনটা বড়ই আকুল হইয়া উঠিল। অবশেষে সে স্থির করিল—"না, আর উর্ম্মিলাকে দুঃখ কষ্ট দেওয়া হইবে না—যেমন করিয়াই হোক তাহাকে সুখী করিতে হইবে, এবং লাবণ্যলহরীকে একেবারে হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলিব, সংসারধর্ম্মে মন দিব।'—কাহার মনের গতি কি কারণে কখন কোন দিকে প্রবাহিত হয়, কে বলিতে পারে?

তেইশ

মোহিতের আজকাল আর উর্ম্মিলাকে ভাল লাগে না। সেদিন পরেশ ঘোষের বিধবা মেয়ে চারুশীলাকে দেখিয়া অবধি তাহার মনোভাবের কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, চিত্ত তাহার বড়ই অস্থির হইয়া উঠিয়াছে।

চারুশীলার বয়স বছর সতের। রূপ তাহার অনিন্দ্য; সে অতি অল্প বয়সেই বিধবা হইয়াছিল। মোহিত পূর্ব্বে তাহাকে কখনো দেখে নাই। সেদিন কি একটা কার্য্যবশতঃ সে পরেশ ঘোষের বাড়ীর পাশ দিয়া যে ছোট সুঁড়ি পথটা গিয়াছে, সেই পথ দিয়া যাইতেছিল; আর চারুশীলা তাহাদের ক্ষুদ্র গৃহের দাওয়াটাতে বসিয়া তাহার সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা খোকামণিকে লইয়া নানারূপ ক্রীড়া করিতেছিল। মোহিত সেই প্রথম চারুশীলাকে দেখিল এবং দেখিয়া বড়ই মুগ্ধ হইল। সেই হইতে মোহিত সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিল— কি কৌশলে মেয়েটীর সহিত একটু আলাপ পরিচয় করা যায়।

মোহিতকে ইহার পর হইতে মধ্যে মধ্যে প্রায়ই পরেশ ঘোষের বাড়ীতে দেখা যাইত। চারুশীলা প্রথম প্রথম তাহার সুমুখে বাহির হইত না; পরে যদিও বা আবশ্যক মত কখনো কখনো বাহির হইত, কিন্তু কথাবার্ত্তা বলিত না।

পরেশবাবু বড়ই সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন; মোহিতের

এরূপ অযাচিত গমনাগমন তিনি কখনো মন্দ চোখে দেখিতেন না, বরং ছেলেটীর অভিমানশূন্য, বিনয়নম্র মধুর ব্যবহারে দিনে দিনেই আকৃষ্ট হইতেছিলেন। মোহিতের মূলে যে স্বার্থ নিহিত ছিল, তাহা অন্য কেহ না বুঝিলেও চারুশীলা কতকটা বুঝিত এবং বুঝিত বলিয়াই সে নিতান্ত আবশ্যক না হইলে, ভুলিয়াও কখনো মোহিতের সম্মুখে বাহির হইত না বা কথাবার্ত্তা বলিত না, তা মোহিত যতই না কেন ঔৎসুক্য প্রকাশ করুক।

কি একটা কার্য্যবশতঃ সেদিন পরেশ ঘোষ মহাশয় গ্রামান্তরে গিয়াছিলেন; পত্নী তারাশঙ্করীও বাড়ীতে ছিলেন না, তিনি পাড়ার অন্যান্য রমণীদের সহিত মিলিয়া একটী দূরবর্ত্তী পুষ্করণী হইতে জল আনিতে গিয়াছিলেন—বাড়ীতে ছিল মাত্র চারুশীলা ও তাহার ভ্রাতৃদ্বয়। ভ্রাতা দুইটীই চারুশীলা অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ। সুধীর কিছু বড়; তাহার বয়স বছর তের, সে আর একটি ছেলের সহিত মিলিয়া ভিতর বাটীস্থ ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণে বসিয়া ঘুড়ি তৈয়ার করিতেছিল। আর কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ব্বোক্ত খোকামণি, তাহার বয়স সবে বছর দুই; সে কাঁদিতেছিল বলিয়া চারুশীলা বাহিরের একটী ঘরে বসিয়া নানারূপে তাহাকে শান্ত করিতেছিল—এই সময়ে মোহিত আসিয়া তাহাদের বাড়ীতে উপস্থিত হইল। মোহিত কাহাকেও না দেখিয়া কয়েকবার একটু ইতস্ততঃ করিল। তারপর কি ভাবিয়া ধীরে ধীরে বাহিরের ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। খোকামণিকে উরুকক্ষে বসাইয়া চারুশীলা নানারূপে তাহাকে শান্ত করিতেছিল।

মোহিতকে কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া চারুশীলা মুহূর্ত্তে উঠিয়া

দাঁড়াইল। সে পলাইয়া যাইতেছিল কিন্তু মোহিত বাধা দিয়া কহিল,—"একটু শোন, তোমার বাবা বাড়ীতে আছেন ?"

চারুশীলা বড়ই মুস্কিলে পড়িল। ভাবিল, উত্তর না দিয়া বাহির হইয়া যায়, কিন্তু পরমুহূর্ত্তে ভাবিল, তাহা কি উচিত হইবে! সে মাথাটী নীচু করিয়া অনুচ্চকণ্ঠে কহিল—"না।"

মোহিত প্রশ্ন করিল,—"কোথায় গেছেন তিনি, বল্‌তে পার ?"

চারুশীলা কোন উত্তর দিল না; তেমনি অধোবদনে দাঁড়াইয়া রহিল। মোহিত আবার প্রশ্ন করিল,—"বাড়ীতে কে আছেন তা'হ'লে—তোমার মা কোথায় ?"

চারুশীলা পূর্ব্ববৎ মৃদুস্বরে কহিল,—"জল আন্‌তে গেছেন তিনি।"

মোহিত একটু হাসিয়া কহিল,—"বেশ, দাঁড়িয়ে থাকলে কেন ? বসো না। আমাকে এত সঙ্কোচ করো কেন বলো ত ?"

চারুশীলা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিল,—"বাড়ীতে এখন কেউ নেই; আপনি একটু বাদে আসবেন,—যদি কোন দরকার থাকে।"

মোহিত হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল,—"কেন, বাড়ীতে আর কেউ না থাক্, তুমি ত আছ;—আর দরকার যে আমার তোমার কাছেই চারু!"

চারুশীলা একটা বিরক্তিপূর্ণ কটাক্ষ হানিয়া কহিল,—"আমার কাছে কি দরকার আপনার ?"

মোহিত কহিল,—"তোমার কাছে কি দরকার জিজ্ঞেস করছো চারু! তোমার কাছেই সব দরকার। চারু, তুমি কি কিছু বোঝ না, কেন আমি যাই আসি, কেন আমি তোমাদের সঙ্গে এত ঘনিষ্টতা কর্‌ছি ?

চারু, তোমাকে দেখে অবধি আমি আত্মহারা হয়েছি, তোমার ঐ অসীম রূপরাশি আমায় একেবারে উন্মাদ ক'রে তুলেছে। বলো চারু, একবার বলো, তুমি আমার হ'বে ?—আমার মনোবাসনা পূর্ণ করো, তুমি যা' চাইবে, যা' কইবে, সব করবো আমি—তোমায় রাজরাজেশ্বরী অপেক্ষাও সুখে রাখতে চেষ্টা করবো। চারু, অনেক দিন থেকে আশার আশায় ঘুরছি কিন্তু আর কতদিন,—আর ত পারিনে! বলো চারু, তুমি আমার হবে ?"

মোহিতের কথা শুনিয়া চারুশীলা ক্রুদ্ধা ফণিনীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিল। বলিল,—"পাষণ্ড, তুমি আমায় এতই নীচ এতই হীন মনে করেছো! যাও এখান থেকে, দূর হও বল্‌ছি, নতুবা—"

মোহিত ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়া উঠিল,—"নতুবা আমার কান কেটে দেবে ?—চারু, মনেও স্থান দিও না যে, তোমার কথা শুনে আমি পিছিয়ে যাবো! যা' সঙ্কল্প করেছি, যেমন ক'রেই হোক, তা' সিদ্ধ করবোই করবো!"

রোষ-কম্পিত-কণ্ঠে চারু কহিল,—"দূর হয়ে যাও পিশাচ, বাড়ীথেকে—"

—"তা' যাচ্ছি; কিন্তু চারু, এত তেজ, এত অহঙ্কার থাকবে না তোমার, তা' নিশ্চয় জেনো।"

—"আচ্ছা সে থাকে না থাকে তা' আমি বুঝবো,—তোমাকে সে কৈফিয়ৎ দেবার কোন দরকার করছে না!—তুমি দূর হয়ে যাও আমার সুমুখ থেকে।" ঘৃণায় অপমানে ক্রোধে চারুশীলার সর্ব্বাঙ্গ যেন কাঁপিতে লাগিল, চক্ষু দুইটী অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল; সে খোকা-মণিকে কোলে তুলিয়া লইয়া ত্রস্তচরণে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

চব্বিশ

কিশোরীবাবুর বাগানবাড়ীর একটী নিভৃত কক্ষে কয়েক দিন হইতে একটী সুন্দরী যুবতী আবদ্ধ রহিয়াছে। যুবতী অনশন-ক্লিষ্টা, আলুথালু কেশা, শতচ্ছিন্ন মলিনাম্বর পরিহিতা ; তাহার লাবণ্যমাখা মুখখানি বড়ই বিষণ্ণ, চক্ষু দুইটী অশ্রুভারাক্রান্ত—সে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বড়ই অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। যুবতী নিতান্তই একা, সারাটা বাড়ীর মধ্যে আর দ্বিতীয় লোকটী নাই। কক্ষটীর বাহির হইতে চাবি বন্ধ করিয়া তাহাকে আবদ্ধ রাখা হইয়াছে।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। চারিদিকের অন্ধকার ক্রমেই গাঢ় হইয়া উঠিতেছে। ঊর্দ্ধে অনন্ত বিস্তৃত নীলিমামণ্ডল অলঙ্কৃত করিয়া অসংখ্য তারা জ্বলিতেছে। নক্ষত্রনিচয়ের সমবেত জ্যোতিতে অন্ধকার ততটা জমাট বাঁধিতে পারিতেছিল না। একটী যুবক ধীর-সন্তর্পণে আসিয়া বাগানবাড়ীতে প্রবেশ করিল। যুবক কিছু সঙ্কুচিত ; কেহ তাহাকে দেখিতে না পায়, এজন্য বড়ই সতর্ক। অন্ধকারের মধ্যে আপনাকে লুকাইয়া সে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। থাকিয়া থাকিয়া সে এক একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিতেছিল,—কেহ যেন তাহার পশ্চাদনুসরণ করিতেছে এমনই তাহার বোধ হইতেছিল। যুবক কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর একস্থলে কি ভাবিয়া একটু দাঁড়াইল ; ভাল করিয়া একবার চারিদিকটা চাহিয়া দেখিল ; কিন্তু অন্ধকারে কোন দিকেই দৃষ্টি ফিরে না,—সে কাহাকেও দেখিতে পাইল না। যুবকের হস্তে একটি নির্ব্বাপিত হ্যারিকেন ছিল ; পকেট হইতে দেয়াশেলাইয়ের

বাক্স বাহির করিয়া সে ধীরে ধীরে হ্যারিকেনটী জ্বালিয়া ফেলিল। আলোক-সাহায্যে সে আর একবার চরিদিকটা লক্ষ্য করিয়া লইল; তারপর আবার সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

যুবতী যে কক্ষে আবদ্ধা ছিল, যুবক ধীরে ধীরে চাবি খুলিয়া সেই কক্ষ মধ্যে গিয়া প্রবিষ্ট হইল। যুবতী কাঁদিয়া কাঁদিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া অবশেষে বড়ই ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। কক্ষে যে অন্য ব্যক্তি প্রবেশ করিয়াছে, তাহা সে জানিতে পারে নাই। যুবতীকে নিদ্রাভিভূত দেখিয়া যুবক একটু ইতস্ততঃ করিল; আলোটা একবার উচু করিয়া তাহার মুখের সম্মুখে লইয়া ধরিল, অনিমেষলোচনে কিছুক্ষণ সেই সুন্দর মুখ পানে চাহিয়া রহিল,—দেখিয়া দেখিয়া ক্রমেই যেন তাহার রূপ-তৃষা প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। যুবতীর নিদ্রিতমুখে চুম্বন করিবার অভিপ্রায়ে সে ধীরে ধীরে আপন মুখখানি নত করিল;—অধরোষ্ঠ তাহার মুখে স্পর্শ করিতে যাইবে, সহসা অসতর্কতা হেতু যুবতীর অঙ্গে তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিল। মুহূর্ত্তে যুবতীর নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। সে সম্মুখের দৃশ্য দেখিয়া একেবারে উঠিয়া বসিল। সরোষে কহিল,—"পাষণ্ড, আবার আমায় জ্বালাতে এসেছো! দূর হও আমার সুমুখ থেকে, অকৃতজ্ঞ পিশাচ!—"

যুবক মিনতিপূর্ণ-কণ্ঠে কহিল;—"চারু, কেন আমায় বিমুখ করছো! দয়া করো আমায়, তোমার পায়ে পড়ি দয়া করো—।"

বলা বাহুল্য যুবতী চারুশীলা আর যুবক মোহিত। মোহিত আপনার অভিপ্রায় চারুশীলার নিকট ব্যক্ত করিয়া যখন দেখিল, কোনই সুফল ফলিল না; বরং হিতে বিপরীত হইল, তখন সে অন্য পন্থা অবলম্বন

করিল। একদিন রাত্রে কয়েকজন দুর্ব্বৃত্তের সাহায্যে সে চারুশীলাকে অপহৃত করিল। অন্য কোথাও রাখিবার সুবিধা হইল না দেখিয়া, সে এই বাগানবাড়ীতে আনিয়া তাহাকে আবদ্ধ করিয়াছে;—বাগান-বাড়ীতে কেহ থাকিত না বা—এদিকে কেহ আসিত না।

কয়েকদিন হইল চারুশীলাকে আবদ্ধ করা হইয়াছে। মোহিত প্রত্যহ সন্ধ্যায় তাহার নিকট একবার করিয়া আসিত, কত প্রলোভন দেখাইত কিন্তু কিছুতেই তাহাকে সম্মত করিতে পারিত না। অদ্য মোহিত প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে; প্রথমে বলিয়া কহিয়া বুঝাইয়া সম্মত করিতে পারে ভালই, নতুবা সে অন্যরূপ ব্যবস্থা করিবে।

মোহিত কোনমতে চারুশীলাকে সম্মত করাইতে পারিল না। অবশেষে সে কহিল,—"চারু, তোমার নিজের অবস্থাটা একবার বেশ ক'রে বুঝে দেখ! তুমি সম্মত না হ'লেও আমি জোর ক'রে তোমায় সম্মত করাবো; এখানে এমন কেউ নেই যে তোমায় রক্ষা করবে। তবে আমার ইচ্ছা সেরূপ নয়, আর তার ফলও বড় সুবিধের হবে না! চারু, আমায় বিমুখ ক'রো না,—দয়া কর! এত বড় জমিদারীটার মালিক আমি, হাজার লোক আমার কথায় উঠে—বসে; আমার যা ইচ্ছে করতে পারি। আমার মতের বিরুদ্ধে কথা বলে, এমন লোক এ অঞ্চলে কেউ নেই। চারু, তুমি সম্মত হ'লে আমি তোমাকে বিয়েও করতে পারি। কেউ তাতে কোন আপত্তি করবে না; আর করলেও তা' টিকবে না। বিধবা-বিবাহ আজকাল যথেষ্ট হচ্ছে। বোধ হয় তুমি কিশোরী-বাবুর পুত্রবধূ ঊর্ম্মিলাকে চেন;—কিশোরীবাবু তাঁর সমস্ত সম্পত্তি

তাকেই উইল ক'রে দিয়ে গিয়েছেন। চারু, সে উর্ম্মিলা আজ আমার মুঠোর মধ্যে। কৌশলে তার কাছ থেকে সমস্ত সম্পত্তিটা আমি নিজের নামে লিখিয়ে নেবার চেষ্টায় আছি—খুব সম্ভব পারবোও তা। চারু, অমত ক'রো না, দেখ্‌বে তোমায় রাজরাণী অপেক্ষাও সুখে রাখ্‌বো! বলো চারু, তুমি আমার হ'বে?"

চারুশীলা দৃঢ়কণ্ঠে কহিল,—"জীবন থাক্‌তে না। পাষণ্ড, প্রলোভন দেখিয়ে আমায় বশ করতে এসেছ! দূর হয়ে যাও আমার সুমুখ থেকে;—ঘৃণাও করে না একটু, বেহায়া!—"

মোহিত বজ্রগম্ভীরকণ্ঠে কহিল,—"চারু, যথেষ্ট দয়া করেছি তোমায়, আর না। দেখি, তোমায় সম্মত করাতে পারি কি না! এখনি আমি আমার মনোবাসনা পূর্ণ করবো, দেখি কে তোমায় রক্ষা করে!" মোহিত দুই বাহু প্রসারিত করিয়া চারুশীলাকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইল; চারুশীলা কয়েকপদ পিছাইয়া গেল। মোহিত তাহার অঞ্চলপ্রান্ত ধরিয়া সজোরে আকর্ষণ করিল। চারু-শীলা বিপন্ন হইয়া বসিয়া পড়িল। মোহিত তখন তাহার মৃণাল বাহুযুগল ধারণ পূর্ব্বক কহিল,—"চারু, এখন কে তোমায় রক্ষা করবে?" চারুশীলা আকুলকণ্ঠে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল,—"কে কোথায় আছ, রক্ষা করো আমায়—!"

সহসা পশ্চাৎ হইতে বামাকণ্ঠে ধ্বনিত হইল,—"কোন ভয় নেই বোন্! কার সাধ্য তোমার সতীত্বনাশ করবে। ম্যানেজার বাবু, এই তোমার অগাধ ভালবাসা? অকৃতজ্ঞ—বিশ্বাসঘাতক—!"

মোহিত চমকিয়া উঠিয়া চারুশীলাকে ছাড়িয়া দিয়া কয়েকপদ

পিছাইয়া গেল। নবাগতার প্রতি দৃষ্টি পড়ায় তাহার 'অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল। অজ্ঞাতে তাহাঁর মুখ হইতে উচ্চারিত হইল,—"উর্ম্মিলা!"

উর্ম্মিলা গর্জ্জিয়া উঠিয়া কহিল,—"বিশ্বাসঘাতক, এই তোমার ভালবাসা! কথাটা পূর্ব্বেই আমার কানে গিয়েছিল, কিন্তু বিশ্বাস করিনি! আজ আমি তোমার পিছু পিছু এসে একে একে সব দেখিছি,—সব শুনেছি। বিশ্বাসঘাতক, প্রবঞ্চক. একজনের সর্ব্বনাশ ক'রে তা'তে তোমার আশা মেটেনি। আজ আমার বুকের মধ্যে যে আগুন জ্বালিয়েছ তুমি, তা'তে তোমাকে হত্যা করাই সর্ব্ব-প্রধান কর্ত্তব্য; তোমার মত অকৃতজ্ঞ বিশ্বাসঘাতক যত শীঘ্র পৃথিবীর বক্ষ হ'তে বিলুপ্ত হয়ে যায় ততই মঙ্গল। তোমাকে আজ স্বহস্তে হত্যা ক'রে মনের আগুন নিভাব। আজ তোমার জন্যই না আমি ধর্ম্ম হারিয়েছি—অসতী হয়েছি? বিশ্বাসঘাতক, তা'তে দুঃখ ছিল না, যদি না বুঝতাম তুমি প্রতারক! ভণ্ড, তুমি যে আমাকে কতটা ভালবাস, কিসের জন্য ভালবাস, তা' আজ বেশ জান্‌তে পেরেছি, বেশ বুঝতে পেরেছি। না, আর না—আর' সহ্য হচ্ছে না; বুকের মধ্যে ধূ ধূ করছে,—উঃ জ্বলে যা'চ্ছে! প্রতিহিংসা নেব,—হাঃ হাঃ, প্রতিহিংসা!—" উর্ম্মিলা মুহূর্ত্তে বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একখানি শাণিত ছোরা বাহির করিয়া ক্ষিপ্তের ন্যায় মোহিতের দিকে অগ্রসর হইল। ঠিক এই সময়ে পশ্চাৎ হইতে বজ্রগম্ভীরস্বরে কে ডাকিল, —"উর্ম্মিলা!"

উর্ম্মিলা থমকিয়া দাঁড়াইল। সকলে সবিস্ময়ে দেখিল, আগন্তুক অমরেন্দ্রনাথ! অমরেন্দ্রনাথের এই আকস্মিক আবির্ভাবে সকলেই যেন

কেমন হইয়া গেল। উর্ম্মিলার হস্ত হইতে ছোরাখানি মেঝেয় পড়িয়া ঝন্ ঝন্ শব্দে বাজিয়া উঠিল। সর্ব্বাঙ্গ তাহার ভয়ে থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। সম্মুখে বজ্রপাত হইলেও লোকে বোধ হয়, অতটা ভীত হয় না। অমরেন্দ্রনাথ পূর্ব্ববৎ গম্ভীরকণ্ঠে কহিল,—"উর্ম্মিলা, বলো —সত্যি ক'রে বলো, তোমার কি শাস্তি হওয়া উচিত? কিছু গোপন ক'রো না আমাকে; সব দেখেছি আমি, সব শুনেছি। উর্ম্মিলা, আজ বড় আশায় বুক বেঁধে এসেছিলাম, সংসারী হব; তোমায় নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে দিন যাপন করবো! ভেবেছিলাম, বড় দুঃখ দিয়েছি তোমার প্রাণে; বড় কাতর হয়েছিলে তুমি আমার জন্যে, তাই তোমাকে সুখী করতে আজ এসেছিলাম— ক্ষমা চাইতে এসেছিলাম। উর্ম্মিলা, তুমি যখন সন্ধ্যারপর বাগান বাড়ীর ফটক অতিক্রম ক'রে অতি সন্তর্পণে ভিতরে প্রবেশ করলে, আমিও ঠিক তখন ঐপথ দিয়ে বাড়ীতে ঢুকছিলাম। অন্ধকারে তোমায় আমি চিনতে পারিনি, কিন্তু সন্দেহ হ'ল, তাই অতি সাবধানে তোমায় অনুসরণ করলাম। উর্ম্মিলা, আমি ঠিক তোমার পিছনে দাঁড়িয়েছিলাম, তুমি তা' লক্ষ্য করোনি। একে একে সব দেখেছি, সব শুনেছি! প্রথম দেখলাম মোহিতের অভিনয়, তারপর তোমার। বলো উর্ম্মিলা, এখন তোমার কি শাস্তি হওয়া উচিত? ওঃ, কি ভয়ঙ্কর! এ যে কোন দিন স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারিনি; নারী, এ সংসারে তোমাকেই ধিক্! ভাল হ'লে তুমি স্বর্গের দেবী অপেক্ষাও ভাল, আর মন্দ হ'লে তুমি নরকের কীট অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। তুমিই যত অনর্থের মূল,—যুদ্ধ

বিগ্রহ হ'তে আরম্ভ ক'রে সকালেরই মূলে তুমি। ইচ্ছা করলে তুমি সংসারটাকে স্বর্গপুরী অপেক্ষাও সুখের—শান্তির ক'রে তুল্‌তে পার; আর ইচ্ছা করলে একেবারে ছারে-খারে দিতে পার।—না, বৃথা আর সময়ক্ষেপ করবো না,—পাপীয়সী, মৃত্যুই তোর উপযুক্ত দণ্ড! প্রস্তুত হ' হতভাগী—"

মেঝের নিপতিত ছোরাখানি অমরেন্দ্রনাথ ত্রস্তহস্তে তুলিয়া লইল। তারপর উর্ম্মিলার একখানি হাত ধরিয়া বিষাদের হাসি হাসিয়া কহিল,—"উর্ম্মিলা, বড় ভালবাস্‌তাম তোমায়—শুধু সেই জন্যে মধ্যে মধ্যে বাড়ীতে ছুটে আস্‌তাম—আজও এসেছিলাম! বড় মায়া বোধ হচ্ছে, বড় কষ্ট হচ্ছে তোমাকে হত্যা করতে; কিন্তু কর্ত্তব্যের খাতিরে আমি তা' করতে বাধ্য হচ্ছি।—প্রস্তুত হও—"

অমরেন্দ্রনাথ উর্ম্মিলাকে হত্যা করিবার আশায় ছোরাখানি উঁচু করিয়া ধরিয়াছে, সহসা পশ্চাৎ হইতে ছুটিয়া আসিয়া কে একজন তাহার হাতখানি ধরিয়া ফেলিল এবং কহিল,—"অমরবাবু, ক্ষেপেছেন আপনি!"

অমরেন্দ্রনাথ চমকিয়া উঠিল,—"এ কে, লাবণ্যলহরী—তুমি! তুমি কোথা থেকে? আমি কি স্বপ্ন দেখছি? লহরী, ছাড় আমার হাত, কর্ত্তব্যে বাধা দিও না! কৈ—ছাড়—!"

লাবণ্যলহরী মৃদু হাসিয়া কহিল,—"অমরবাবু, এই কি আপনার কর্ত্তব্য?"

অমরেন্দ্রনাথ হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া উঠিল। বলিল,—"কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বুঝিনে,—ছেড়ে দাও বল্‌ছি। কৈ ছাড়।—না, তুমিই যত অশান্তির মূল, তোমাকে হত্যা করাই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। লহরী, যদি তোমার কুহকে না পড়তাম, তাহ'লে কিছুতে এত অঘটন ঘট্‌ত না। উর্ম্মিলাকে

পরে,—আগে তোমাকেই। ছাড় আমার হাত!” অমরেন্দ্রনাথ সবেগে হাতখানি মুক্ত করিয়া লইয়া লাবণ্যলহরীকে বধ করিতে উদ্যত হইল। সহসা পশ্চাৎ হইতে আবার কে একজন ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাতখানি ধরিয়া ফেলিয়া মধুরকণ্ঠে কহিল,—“ক্ষান্ত হউন!”

সকলে সবিস্ময়ে দেখিল, সম্মুখে গৈরিকবসন-পরিহিতা, জটাজুট-সমন্বিতা, বিশাললোচনা, অপূর্ব্ব দর্শনা, ত্রিশূল-ধারিণী এক ভুবনমোহিনী ভৈরবী! ভৈরবীর মোহন-স্পর্শে ছোরাখানি অমরেন্দ্রনাথের হস্তচ্যুত হইল। সে ভৈরবীর মুখপানে চাহিল; কণ্ঠ হইতে তাহার কোন কথাই বাহির হইল না।

সকলেই নীরব;—যেন একটা ভোজবাজীর অভিনয় চলিতেছিল।

কক্ষের বিরাট নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ভৈরবী হাস্য-মুখরিত-মধুরকণ্ঠে কহিলেন,—“সংসারটা কি ভীষণ পরীক্ষার স্থল!”

অনতিদূরে দাঁড়াইয়া লাবণ্যলহরী মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছিল। সে কহিল,—“দেবি, এখন আমার কি কর্ত্তব্য আদেশ করুন?”

ভৈরবী কহিলেন,—“বোন, একদিন তুমি মোহিতবাবুকে উপেক্ষা করেছিলে, অপমানিত ক’রে বিদায় দিয়েছিলে, আজ তাকে তুমি সাদরে বরণ ক’রে নাও, কেমন পারবে না?”

—“খুব পারবো। দেবি, আপনার আদেশ পেলে আমি কি না পারি? এস মোহিতবাবু, এস তুমি, কোন দ্বিধা ক’রো না। বড় দুঃখ পেয়েছিলে, বড় অপমানিত হয়েছিলে তুমি আমার কাছে,—সব ভুলে যাও মোহিতবাবু, আজ তোমায় আমি নূতন ক’রে নূতন ভাবে আহ্বান করছি; দেখবে কত সুখ, কত শান্তি! মোহিতবাবু, নূতন

আলোকে দীপ্ত হবে, অশান্তি সব ঘুচে যাবে, দেবীর কৃপায় তুমি নূতন মানুষ গঠিত হবে, নূতন জগৎ দেখ্‌তে পাবে। এস তুমি কোন দ্বিধা ক'রো না।" লাবণ্যলহরী অগ্রসর হইয়া মোহিতের একখানি হাত ধরিল।

এবার ভৈরবী ঊর্ম্মিলাকে সম্বোধন করিয়া মধুরকণ্ঠে কহিলেন,—"বোন, চিন্‌তে পার আমায়? আমি সুষমা।"

সকলে বিস্ময়ে চমকিয়া উঠিল।—অমরেন্দ্রনাথ বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিল,—"সুষমা—তুমি! তুমি না দস্যুদল কর্ত্তৃক অপহৃতা হ'য়েছিলে?"

"হাঁ—হয়েছিলাম;—সে অনেক কথা!" তারপর ঊর্ম্মিলার দিকে অগ্রসর হইয়া তাহার একখানি হাত ধরিয়া,—"বোন্‌. সংসার নিতান্তই অসার, কোন মূল্য নেই এর! এমন অঘটন নিত্য ঘটছে সংসারে! সবই পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল; কর্ম্মফল প্রত্যেককেই ভোগ করতে হবে; নতুবা কেন তোমার এমন মতিচ্ছন্ন ঘটবে! ভ্রান্ত মানব দেখেও শেখে না, বুঝেও বোঝে না,—পরজন্মের জন্য প্রস্তুত হয় না। বোন, এস তুমি আমার সঙ্গে, কোন ভয় নেই তোমার! দেখবে কত সুখ—কত শান্তি! চারুশীলা, তুমিও এস! সমাজে তোমার আর স্থান হবে না, পিতামাতা তোমাকে আর গ্রহণ করবেন না, কিন্তু সেজন্য তুমি একটুও ভেব না। তুচ্ছ সমাজ, সংসারের বুকে পদাঘাত ক'রে তুমি চ'লে এস,—একটুও ভয় ক'রো না তুমি, নূতন জগতের মানুষ হবে—এস।"

—শেষ